হাত বাড়ালেই

সুবিধা

Suvida

বর্ষ ৩ সংখ্যা ৮
জানুয়ারি ২০১৪

দাম মাত্র দশ টাকা 10

ফেসবুকে suvidapatrika আর
টুইটারে লগ অন করুন
suvidamagazine লিখে

বিয়ের সাধ ও স্বাদ

- বিয়ের আগে সতর্কতা
- মেলার মাস পৌষ মাস
- আইবুড়ো ভাতের খাবার
- আফ্রিকা সফর
- সন্তানের খাবার ও বৃদ্ধি
- বিয়ের শাড়ি বেনারসি
- যদি 'লাভ' দিলে না প্রাণে

দুঃশ্চিন্তা কেন হবে অন্তরায়?

উত্তর আছে শেষ মলাটের ভিতরের পাতায়

সম্পাদক
সুদেষ্ণা রায়
মূল উপদেষ্টা
মাসুদ হক
সহকারী সম্পাদক
প্রীতিকণা পালরায়
কাকলি চক্রবর্তী
শিল্প উপদেষ্টা
অন্তরা দে
প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী
সুনীল কুমার আগরওয়াল
মূল্য
১০ টাকা

আমাদের ঠিকানা
এসক্যাগ ফার্মা প্রা. লি.
পি ১৯২, লেকটাউন,
তৃতীয় তল, ব্লক - বি
কলকাতা ৭০০০৮৯
email-eskagsuvida@gmail.com

প্রচ্ছদ ছবি অঞ্জলি জুয়েলার্স-এর সৌজন্যে
মডেল : অন্তঃশীলা

Printed & Published by
Sunil Kumar Agarwal
Printed at
Satyajug Employees' Cooperative Industrial Society Ltd.
13,13/1A, Prafulla Sarkar Street,
Kolkata-700 072
RNI NO : WBBEN/2011/39356

সূচিপত্র

চিঠিপত্তর ৪
শব্দ জব্দ ৪
সম্পাদকীয় ৫
প্রচ্ছদকাহিনি ৬
হেঁশেল ১৪
কথা ও কাহিনি ১৭
পোশাকি বাহার ২২
কাছেদূরে ২৪
বিশেষ রচনা ২৭
কবিতা ৩১
ডাক্তারের চেম্বার থেকে ৩২
বিনোদন ৩৪
তুমি মা ৩৮
রূপ ৪০
ভূত ভবিষ্যৎ ৪২

প্রচ্ছদ কাহিনি ৬
অথ বিবাহ কথা...

কাছেদূরে আফ্রিকা সফর

২৪

৩২ ডাক্তারের চেম্বার থেকে
বিয়ের আগে সতর্কতা

তুমি মা
৩৮

আমার সন্তান যেন পায় সুষম খাদ্য

পোশাকি বাহার
২২
বিয়ের শাড়ি বেনারসি

হেঁশেল ১৪
আইবুড়ো ভাতের ভোজ

চিঠিপত্র

মা-মেয়ের বন্ধুত্ব

আপনাদের ডিসেম্বর সংখ্যা খুব দারুণ হয়েছে। আমার বয়স ১৬। আমি আমার অনেক প্রশ্নের উত্তর পেয়েছি। মা অবশ্য পত্রিকাটি পড়ে আমাকে পড়তে বারণ করেছিল। কিন্তু আমি মার সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলে জানালাম যে আমার যা বয়স তাতে এখন আর সব লুকনো ঠিক নয়। আমি মার সঙ্গে সব খোলাখুলি আলোচনা করতে পারি। বিশেষত যৌন বিজ্ঞান সম্পর্কে। মা-ও ভেবে বললেন, ওঁর বিয়ে হয় ১৮ বছর বয়সে, সুতরাং ১৬-তে আমি ওঁকে শরীরী প্রশ্ন করতেই পারি। যদিও আমি ১৮তে বিয়ে করব না, কিন্তু 'সুবিধা'র বয়ঃসন্ধি নিয়ে প্রচ্ছদকাহিনি আমাকে আর মাকে কাছে এনেছে বলে ধন্যবাদ

রণিতা বসু, উলুবেড়িয়া

অশান্ত সন্তান

বয়ঃসন্ধি সংক্রান্ত প্রচ্ছদকাহিনিটি পড়ে অনেক কিছু জানলাম। আমার ছেলের বয়স ১০, মেয়ে ১২। ওদের পরবর্তী সময়ে কীভাবে সব বোঝাব তার কিছুটা অন্তত আমি আপনাদের পত্রিকা মারফৎ জানতে পেরেছি। তবে, আমার একটা প্রশ্ন আছে, আমার ছেলে খুব চঞ্চল, ওকে শান্ত করব কী করে? আপনাদের 'তুমি মা' বিভাগে, এ নিয়ে যদি একটা লেখা করেন।

শর্মিলা মান্না, মেদিনীপুর

বাস্তব গল্প

আপনাদের সুবিধা পত্রিকায় যে গল্প বেরোয় তার অনেকগুলোই আমার খুব পছন্দ। নভেম্বর মাসের পত্রিকায় সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প এত বাস্তব যে চিঠি না লিখে পারলাম না। ওই গল্পের জন্য ধন্যবাদ।

মনীশ চন্দ, শোধপুর

সুন্দর প্রচ্ছদ

সুবিধার ডিসেম্বর ইস্যুতে প্রচ্ছদে যে মডেলের ছবি ছিল, খুবই সরল অথচ সুন্দর দেখতে। এছাড়া ফ্যাশন বিভাগে যে ছোট ছোট টিপস দিয়েছেন সেগুলোও খুব কাজে লেগেছে। রমাপদ পাহাড়িকে অনেক ধন্যবাদ বড়দিন নিয়ে লেখাটির জন্য।

অপরাজিতা দত্ত, সল্টলেক

ভাল গল্প

এবারের ডিসেম্বর ইস্যু নিয়ে আমার তিনটি সংখ্যা সুবিধা পড়া হল। এই পত্রিকার তেমন প্রচার হয়তো হয়নি কিন্তু ছোটর মধ্যে এটি একটি হৃদয়গ্রাহী পত্রিকা। পুজো সংখ্যা বা অক্টোবর সংখ্যায় সব কটা গল্পই ছিল খুব ভাল। তারই মধ্যে বাণী বসুর গল্পটি এত মনে লেগেছে যে কী বলব। আমরাও ফ্ল্যাট-এ থাকি, আর এ ধরনের খুঁটিনাটি সমস্যা আমাদেরও হয়, তাই পড়তে পড়তে বহু কিছু মনে পড়ছিল। আসলে আজকের আবাসন জীবন যৌথ পরিবারের আরেক নাম বলতে পারেন।

শঙ্কর ব্যানার্জি, পাইকপাড়া

আপনারা অবশ্যই লেখা পাঠাতে পারেন। গল্প, কবিতা, আপনাদের তোলা ছবি, আপনাদের স্থানীয় কোনও বৈশিষ্ট্য নিয়ে লেখা, ভ্রমণ কাহিনি। মনোনীত হলে সুবিধা-য় ছাপা হবে। তবে যা পাঠাবেন কপি রেখে পাঠাবেন। —সম্পাদক

পাঁচমিশেলি. শ ব্দ জ ব্দ শ্যামদুলাল কুণ্ডু ১৫

১	২			৩		■	৪
■		■	■		■	৫	
৬		■	৭		■	■	
	■	৮	■	৯	১০		
১১			১২	■		■	
	■	■	১৩		■	১৪	
১৫		■		■	■		■
	■	১৬					

পাশাপাশি

১। বাংলা 'ননসেন্স রাইম'-এর স্রষ্টা। ৫। বিশ্ব ক্রিকেটের এক আইকন ঘরোয়া নামে। ৬। জমিতে দিলে শস্যের অতিরিক্ত খাদ্য জোটে

৭। ক্রিকেটের 'মহারাজ'-পত্নী। ৯। '—করি কাঁপিছে ভূধর শিলা রাশি রাশি পড়িছে খসে।' ১১। কবির বিচরণস্থল, ভাবজগৎ। ১৩। এক সময়ের মোহনবাগানের বিখ্যাত ফুটবলার গোস্বামী। ১৪। 'এখনি অন্ধ — কোরো না পাখা'। ১৫। পূর্বপদ সুদর্শন হলে বিষ্ণুর প্রহরণ বোঝায়। ১৬। 'হাট্টিমা টিম টিম/তারা মাঠে পাড়ে ডিম/তাদের —'।

উপরনিচ

২। দেবসেনাপতি, সম্ভব জুড়লে কালিদাসের এক কাব্যগ্রন্থ। ৩। বিজেপি-র সম্পাদক। ৪। হাঁউ মাঁউ খাঁউ/—পাঁউ। ধঁরে ধঁরে খাঁউ'। ৬। '— জাগো রে /কেন বোন পারুল ডাক রে'। ৮। 'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি,/—তারে বলে গাঁয়ের লোক'। ১০। শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ'-এর নাট্যরূপ। ১২। এক পোড়ানো অখাদ্য তর্কাতর্কিতে এটাই খেতে বলা হয়। ১৪। মৎস্য শিকারিরা এতে টোপ লাগিয়ে বসে থাকেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

সমাধান শব্দজব্দ ১৫

সু	কু	মা	র	রা	য়	■	ম
■	মা	■	■	জ	■	সা	নি
সা	র	■	ডো	না	■	■	য্যি
ত	■	কা	■	থ	র	থ	র
ভা	ব	লো	ক	■	মা	■	গঁ
ই	■	■	চু	নি	■	ব	ন্ধ
চ	ক্র	■	পো	■	■	ড়	■
ম্পা	■	খা	ড়া	দু	টো	শি	ং

শীত মানে যেমন কমলালেবু, নতুন গুড়, পিঠে, ঠিক তেমনই শীত মানে উৎসব ও বিয়ের অনুষ্ঠান। শীতকালে বিয়ে করে আরাম আছে। খাওয়া, দাওয়া, সাজগোজ সবেতেই শীতের পাল্লা ভারী। তাই এই সময়েই বিয়ের লাইন পড়ে যায়। আমরাও বন্ধুবান্ধব বা তাদের ছেলে মেয়ের বিয়ের কথা শুনলেই বলি, 'দেখিস শীতকাল দেখে বিয়ে করিস, তাহলে আরাম পাবি।' আমার নিজের বিয়েও হয়েছিল শীতেই, ডিসেম্বর মাসে। তবে জানুয়ারিতে গিয়েছিলাম মধুচন্দ্রিমায়। তাও কুলুমানালিতে। কারণ আমার বর বরফ দেখতে চেয়েছিল। ওর এমনই ভাগ্য যে সুইজারল্যান্ড-এ গিয়েও স্নো-ফল পায়নি, অবশ্য ও গিয়েছিল অগাস্ট মাসে। আর আমি মে মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ডাকোটায় গিয়ে স্নো পেয়েছিলাম। তাই আমার ভাগ্যে যদি স্নো দেখা যায়, সেই ভেবেই জানুয়ারি মাসে গিয়েছিলাম কুলু মানালি। ওখানে কুফরিতে মন ভরে স্নো পেলাম। স্নো বুটস পরে বরফের মধ্যে হাঁটলাম। 'চায়েল' বলে আরেকটি জায়গায় ছিলাম এক রাজবাড়িতে যা এখন হোটেল। সেখানেও রাতে বরফপাত হল, আর আমরা বিশাল রাজকীয় ঘরে কাঠের আগুন জ্বালিয়ে সেই আগুনে পাঁউরুটি সেঁকে তা মাখন ও সুপ সহযোগে খেলাম। মনে হচ্ছিল যেন ছোটবেলায় পড়া ইংরিজি নভেলের কোনও দৃশ্যতে অভিনয় করছি!

এবার সুবিধার প্রচ্ছদকাহিনি বিয়ে সংক্রান্ত। প্রধানত বাঙালি হিন্দু বিয়ের আচার-অনুষ্ঠানের খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ। সঙ্গে থাকছে কিছু তথ্য, কারণ বিয়ে এখন আমাদের জীবনের মেগা ইভেন্ট!

বিয়ে নিয়ে বিয়ের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে, বিয়ে কি চিরজীবনের সম্পর্ক, এ সব নিয়ে আমরা প্রায়ই আলোচনা করি আধুনিক সমাজে। কিন্তু এবারের প্রচ্ছদ কাহিনিতে সেসব নেতিবাচক কোনও ইঙ্গিত কোথাও থাকছে না। বিয়ের আনন্দই হচ্ছে এর উপজীব্য। তবে হ্যাঁ 'ডাক্তারের চেম্বার থেকে' বিভাগে আছে কিছু জরুরি পরামর্শ। একটা সময় ছিল যখন বিয়ের আগে কোষ্ঠি বিচার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিত। ধীরে ধীরে কোষ্ঠিবিচার থাকলেও, তার অশুভ দিকগুলো খন্ডনেরও পথ বার করা হল। অবশ্য খুব অশুভ যোগ থাকলে বিয়েটাই স্থগিত করে দেওয়ার চল ছিল। আজও কোষ্ঠিবিচার হয়, কিন্তু খুব শিক্ষিত, আধুনিকমনস্ক বিয়েতে এর চল কমে গেছে। বিশেষত বিয়েটা যদি প্রেম বিয়ে হয় তবে তো কোষ্ঠি বিচারের কোনও প্রশ্নই ওঠে না, যদি না সেটা সেলিব্রিটি বিয়ে হয়। কিন্তু যে কোনও বিয়ের ক্ষেত্রেই, বিয়ের আগে কিছু ডাক্তারি, শারীরিক পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া সমীচীন। বিশেষত রক্ত পরীক্ষা, এতে ভবিষ্যৎ বিবাহিত জীবন সুরক্ষিত রাখতে সুবিধা হবে।

আমাদের কবিতা, গল্প ও কৌতুক বিভাগে অনেকেই তাঁদের লেখা পাঠাচ্ছেন, তার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।

জানুয়ারি মাস বা পৌষ-মাঘ মাস আমাদের এই বঙ্গে 'মেলার মাস' বলা যেতে পারে। মেলা শুরু হয়ে গেছে পৌষের প্রথম থেকেই, এখনও চলবে মাঘ পর্যন্ত। সেই মেলার বৈচিত্র ও নানা রূপের পর্যালোচনা রয়েছে এবারের সংখ্যায়। এ বছর আশা করছি আবার পৌষ সংক্রান্তিতে যাব কেঁদুলির মেলায়। গঙ্গাসাগরেও যাওয়ার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু এ বছর অজয় নদীর পাড়ে কেঁদুলির বাউল মেলার হাতছানি বড় প্রবল। আপনারা কোথায় যাবেন ঠিক করেছেন কি?

সুদেষ্ণা রায়

সুবিধার গ্রাহক হতে চান

সুবিধা এখন মাসিক হল। বছরে ১২টি সংখ্যা!
আপনারা যদি নিয়মিত গ্রাহক হতে চান তাহলে নিচের কুপনটা ভরে সঙ্গে এক বছরের সাবস্ক্রিপশন হিসাবে, মোট একশো টাকার একটি 'A/C Payee' চেক সহ আমাদের দফতরে পাঠিয়ে দিন। চেক হবে Eskag Pharma Pvt Ltd এই নামে।

১২টি সংখ্যা মাত্র ১০০ টাকায়। এই দুর্মূল্যের বাজারে করুন সাশ্রয়

নাম .....বয়স.....

ঠিকানা .....

কী করেন .....দূরভাষ.....

আমাদের ঠিকানা
সম্পাদক, সুবিধা
প্রযত্নে : এসক্যাগ ফার্মা প্রাঃ লি,
পি ১৯২, লেকটাউন, তৃতীয় তল, ব্লক বি
কলকাতা : ৭০০০৮৯
email : eskagsuvida@gmail.com

পত্রিকার প্রতিটি সংখ্যা বিনামূল্যে ডাকযোগে পৌঁছে দেওয়া হবে

আধুনিক মনকে পুঁটুলিতে পুরে আজও আমরা বিয়ে করতে বসি সংস্কারের হাত ধরে। সব ব্যাখ্যা হয়তো জানা যায় না ব্যস শুধু মানা হয়। মন মানতেও চায়। আর মেনে নেওয়াটা ভারি মধুর। আমাদের জীবনের মেগা ইভেন্টের সেসব মেনে নেওয়া আচার বিধির ব্যাখ্যায় **প্রীতিকণা পালরায়**

অথ বিবাহ কথা...

যদিদং হৃদয়ং মম... তদস্তু হৃদয়ং তব...

হৃদয় কতটা মেলে বা কতদিন পরস্পরের কাছে গচ্ছিত থাকে তা একান্তই নিয়তি নিয়ন্ত্রিত খেলা... কিন্তু এ খেলার আকর্ষণ এমন অমোঘ যে ময়দান পিচ্ছিল জেনেও খেলা ঘিরে উৎসাহেরও অন্ত নেই, উৎসাহীর সংখ্যাও অনন্ত। মোটের ওপর জীবনযাপনের সবচেয়ে মেগা ইভেন্ট হল এই খেলা যার টিআরপি অত্যন্ত হাই। তাই ব্যক্তি ছাড়িয়ে বিয়ে এখন বহুজাতিক। পাঁজি এখন আর শুধু পুরুতমশাইয়ের ঝুলিতে থাকে না। বহু বহুজাতিক সংস্থার কর্ণধারের টেবিল টপ-এ essential হয়ে সুসজ্জিত থাকে। 'লাভ' বা 'ক্ষতি' ম্যারেজ যে ধরনেরই হোক না কেন মনে ফুসকুড়ি ফোটাতে বিয়ের জন্য নির্ধারিত মাসগুলির বহু আগে থেকেই কোমর বেঁধে প্রস্তুতি নিতে হয় যে। ওদের কাজ ওইটুকুই, বাকি ঠ্যালা জীবনভর সামলাতে নাভিশ্বাস উঠুক আপনার, ওঁরা তখন ব্যস্ত নতুন ফুসকুড়ি ফোটাতে!

মুশকিল হল এ যে ফাস্ট ফুড বা ফাস্ট রিলিফ-এর বিজ্ঞাপন নয় তা আমরাও জানি, তাই শুধুমাত্র বহুজাতিক সংস্থার উস্কানিকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। জ্ঞানের বিকাশ সামান্যতম হওয়া মাত্র আমরা সবচেয়ে বেশি কৌতূহলী হই যে বিষয়টা সম্পর্কে তা হল নারী-পুরুষের মধ্যেকার রসায়ন এবং সৃষ্টির রহস্যের। ঘটনা হল এ দুটোর সঙ্গেই ভীষণভাবে জড়িত বিয়ে নামক এই মেগা ইভেন্ট। বৈজ্ঞানিক কারণে নয় অবশ্যই, সামাজিক কারণে! আর এই সমাজের সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকা আরও একটি কারণ—ধর্মীয় কারণে। সাম্প্রতিককালের সবচেয়ে বিভ্রান্তিকর শব্দ হল এই 'ধর্ম'। আমাদের আচার, আচরণ, কর্তব্য, সংস্কার, বিশ্বাস সবের সঙ্গে যাকে সবচেয়ে সহজে জুড়ে দেওয়া হয়। আমাদের ভারতীয় সমাজ সেই পৌরাণিককাল থেকে 'বিয়ে' নামক ধর্মীয় সংস্কারটিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে এসেছে। কিছুকাল আগে পর্যন্ত হিন্দু সমাজে বিয়ে ছিল অত্যাবশ্যকীয় ধর্মীয় সংস্কার এবং সকল হিন্দুকেই এই সংস্কার অবশ্য পালন করতে হত। আমরা এই মুহূর্তে জীবনের সর্বক্ষেত্রে যে মূল দুটি পরস্পরবিরোধী দোলাচলে দোদুল্যমান হই তা হল ট্র্যাডিশন ও ফ্রিডম, পরম্পরা ও স্বাধীনতা। তবে 'বিয়ে' নামক 'বিগ ফ্যাক্টরটি'তে এখনও অবধি 'ট্র্যাডিশন'ই এগিয়ে, লিভ ইন এর 'ফ্রিডম', দৌড়ে অনেকটাই পিছিয়ে। আসলে আমাদের পরম্পরা বলে, বিয়ে শুধুমাত্র সংস্কার নয়, চতুরাশ্রমের মধ্যে এটি একটি আশ্রম। ব্রহ্মচর্যের পরেই যার স্থান। বিয়ের মধ্যে ব্যক্তি মানুষের যোগ্যতা তৈরির তাৎপর্যটাই বড় হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ বিয়ে গুণাধান করে। আর এই পুরো প্রক্রিয়াটির মধ্যে অর্থাৎ বিয়ের আচার ও সংস্কারের মধ্যে এতই মধুরতা আছে, বিবাহবিধি সকলের মধ্যে এতই রোমান্টিকতা আছে যে আমাদের অত্যাধুনিক মনও এই একটা জায়গায় এসে বশ্যতা স্বীকার করতে

ভালবাসে। আজ থেকে তিন-চার হাজার বছর আগে ঋকবেদে যে মন্ত্র উচ্চারণ করে বিয়ে সম্পন্ন হত, আজও সেই মন্ত্রই বলে যাই আমরা। সমর্পণ সহ বলে যাই। নিবিষ্টভাবে পালন করি প্রচলিত সব স্ত্রী-আচার। পুরোহিতের দ্বারা সম্পন্ন হওয়া ধর্মীয় আচারগুলির তুলনায় স্ত্রী-আচারগুলিই মেয়েদের মধ্যে বেশি জনপ্রিয়। মতবিরোধ আছে, তর্ক আছে, বিভিন্নতা আছে, তবে সবচেয়ে বেশি যা আছে তা হল আন্তরিকতা। আসলে বিয়ের মাধ্যমে একটি মেয়ের 'কুল' সম্পর্কের চ্যুতি ঘটে। পিতৃকুলের মায়া কাটিয়ে বাধ্যতামূলকভাবে পতিকুলের গোত্র বরণ করতে হয়। হিন্দুনারীর জীবনে তাই এটি একটি বিশেষ সন্ধিক্ষণ আর এই সন্ধিক্ষণে যাতে কোনও ত্রুটি-বিচ্যুতি না ঘটে সে লক্ষেই এ সমস্ত স্ত্রী-আচার অসম্ভব নিষ্ঠা সহ পালন করা হয়। চলুন আপাতত আমরা আমাদের পরম্পরার হাত ধরে আবার সে সব 'স্ত্রী আচার'ই পালন করি।

বিয়ের আগের দিন

আইবুড়ো ভাত

বিয়ের আগের দিন সাধারণত মেয়ের বাড়িতে আইবুড়োভাতের অনুষ্ঠান করা হয়। যেহেতু হিসেবমতো একটি মেয়ের সঙ্গে 'বিবাহিত' তকমা জোড়ার আগে এটি 'আইবুড়ো' থাকার শেষ দিন, সেই উপলক্ষেই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পিতৃকুলের সদস্য হিসাবেও এটি তার শেষ দিন। পরদিনই গোত্র পরিবর্তন হয়ে যাবে। সুতরাং পিতৃগৃহের সবাই মেয়েটিকে যথাসম্ভব আদর যত্ন করার চেষ্টা করে থাকে। দুর্জনেরা বলে, কে জানে শ্বশুরবাড়িতে আদৌ পছন্দমতো খাওয়া জুটবে কি না সেই আশঙ্কা থেকেই নাকি একটা প্রাণান্তকর চেষ্টা! তবে ব্যাখ্যায় না গিয়ে অনুষ্ঠানের কথা বলাই ভাল। সধবা, কুমারী আত্মীয়দের নিমন্ত্রণ করা হয়স মূলত এটা মেয়েদেরই উৎসব। যার আইবুড়ো ভাত, স্নান সেরে নতুন শাড়ি পরে সে খেতে বসবে। ভাল সময় দেখে পুব দিকে মুখ করে সাধারণত বসানো হয়। খাওয়ার জায়গায় আলপনা দিয়ে নতুন থালা বাটিতে তার পছন্দমতো পদ সাজিয়ে তাকে খেতে দেওয়া হয়। পাঁচ এয়োতে মিলে চালনবাতি দিয়ে বরণ করে মেয়ের মাথায় ছোঁয়ায়। গুরুজনেরা ধান-দূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করে। উলু ও শঙ্খধ্বনির মাঝে কন্যা ভাত মুখে দেয়।

জোড় এয়োর আঁচল বাঁধা/পান-খিল/শ্রী তৈরি

বারবেলা, কালবেলা বাদে পুব মুখে দুজন এয়ো বসে দুজন দুটো আঁচল হাতে নিয়ে ৫টি ধান, ৫টি দূর্বা, দুই আঁচল একসঙ্গে করে গিঁট দেবে। উলু ও শাঁখ বাজবে। ২টি লাল শাড়ি বা ২টি পাতলা সুন্দর চাদর লাগে যা গায়ে দিয়ে এই দুই এয়ো বিয়ের যাবতীয় এয়ো কাজ পালন করবে। এদের জোড়-এয়ো বলে। সাধারণত বিয়ের স্ত্রী কাজে বিজোড় সংখ্যক এয়োস্ত্রী লাগে অথাৎ তিন, পাঁচ বা সাত। দুর্জনের ব্যাখ্যা হচ্ছে অন্তত দুজনকে আঁচল বেঁধে ঠিক করে রাখা। বাকি যেভাবে হোক ব্যবস্থা করা যাবে! এই এয়োস্ত্রীরা মিলেই শ্রী তৈরি করে। 'শ্রী' যত নিখুঁত ও সুন্দর হবে কন্যার বিবাহিত জীবনের 'শ্রী'ও নাকি ততই সুন্দর ও নিখুঁত হবে। 'শ্রী'তে ফাটল ধরা অশুভ লক্ষণ। দুর্জনের বক্তব্য এসব একেবারেই মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা। গভীর বিশ্বাস এসব ব্যাখ্যাকে আরও পরিপুষ্ট করেছে।

পান-খিল-এর অনুষ্ঠানও এয়োস্ত্রীদের দ্বারাই সম্পন্ন হয়। একটা থালায় পান, কাটা সুপুরি, পান মশলা, গোলা সিঁদুর, একটা বাটিতে তেল, বাতাসা, মিষ্টি ও ২১টি খিল লাগে। ২১টা পানে খিল দেয় জোড়-এয়ো সহ বিজোড় সংখ্যক এয়োস্ত্রীরা। শঙ্খ ও উলুধ্বনির মধ্যে আসনে বসে একটা করে পান হাতে নিয়ে দুই ভাঁজ করে মশলাসহ একটা করে খিল দিয়ে আটকে দেয়। পরে এই পান আশপাশের বাড়ির সধবাদের বিলি করে আসা হয়। বাড়ির মেয়ের বিয়ের কাজে প্রতিবেশীদের involve করা এর ব্যাখ্যা হতে পারে। একই সঙ্গে জনসংযোগের একটা নিরীহ চেষ্টা। মুখ ভার করে থাকা প্রতিবেশীও হাসি মুখ করতে বাধ্য হবে এবং মনের মেঘ সরিয়ে আশীর্বাদ করবে। কে না জানে গুরুজনদের আশীর্বাদ সব সময়েই কাজে লাগে।

বিয়ের দিন

দধিমঙ্গল

শেষ প্রহর পার করে ভোর হওয়ার ঠিক আগে এ অনুষ্ঠান করা হয়। বর কনে উভয়ের বাড়িতেই অনুষ্ঠানটি হয়। প্রথমে আমশাখা ও সিঁদুর সহ একটা ঘট বসানো হয় দরজায়। তারপর যার বিয়ে তাকে পুব মুখে আসনে বসিয়ে চালনবাতি দিয়ে বরণ করে একটা পাথরের থালায় দই, চিঁড়ে, খই, মিষ্টি মেখে খাওয়ানো হয়। এয়োরাই কাজটা করে। দুর্জনের বক্তব্য বিয়ের যাবতীয় ধর্মীয় আচার সুসম্পন্ন না হওয়া অবধি পাত্র এবং পাত্রী উভয়কেই উপবাসে থাকতে হয়। সারাদিনের সংস্কার পালনের ধকল সামলানোর জন্য যাবতীয় মেটাবলিক এনার্জি supply হয় কাক ভোরের ওই দই-চিঁড়ে থেকেই। তাই ঘুম থেকে তুলে ওই সংস্কার পালনের অনুষ্ঠান।

গঙ্গা নিমন্ত্রণ /জল সইতে যাওয়া

বিয়ের দিন কাকভোরে এয়োস্ত্রীরা মিলে নিশিজল সংগ্রহ করতে বেরোয়। এক্ষেত্রেও বিজোড় সংখ্যক এয়োস্ত্রীই বিবেচ্য। তেল, সিঁদুর, পান, সুপারি, বাতাসা দিয়ে ও একটি বাতি জ্বালিয়ে মা গঙ্গাকে বরণ করে তাকে নিমন্ত্রণ করা হয় 'শুভ কাজে তুমি এসো মা গঙ্গা, আশীর্বাদ করে যেও' এই বলে। এক ঘড়া জলও সংগ্রহ করা হয়। যা গায়ে

হলুদের পর স্নানে কাজে লাগে। এই সংস্কারের সাধারণ ব্যাখ্যা এটাই, যে বরাবরই আমাদের সভ্যতা নদীমাতৃক। নদীপ্রবাহের ওপর নির্ভর করে আমাদের জীবনযাপনের অনেক দিকই। তার মধ্যে গঙ্গা আমাদের কাছে শুধুমাত্র নদী নয়, পরমপূজ্য এক নদী। তাই শুভ কাজে তাঁকে আবাহন করা মানে একইসঙ্গে সম্মানিত করা ও আশীর্বাদ কামনা করা। যেসব অঞ্চল গঙ্গার নিকটবর্তী নয় সেসব ক্ষেত্রে যে প্রচলিত আচার ছিল তা পাঁচ পুকুরের জল একত্র করে আনা। এরও একটা সাধারণ সামাজিক ব্যাখ্যা হতে পারে ভিন্নতাকে একত্রিত করা। অর্থাৎ কী না যে মেয়েটিকে বাপের বাড়ি ছেড়ে শ্বশুরবাড়ি যেতে হচ্ছে তাকে পাঁচ ধরনের মানুষকে সামলাতে হবে। এবং সব ধরনের মানুষকে একত্রিত রেখে সংসারের ঐক্য ধরে রাখতে হবে। হতে পারে সেই আশীর্বাদ পেতেই বিয়ের শুভকাজের শুরুতেই এই আচার পালিত হয়। তবে বর্তমানে বাড়ির কাছাকাছি কোনও জলাশয়েই কাজটি সারা হয়।

অধিবাস/ধানকোটা/হলুদকোটা

অধিবাস আদতে চন্দন, তেল, হলুদ এবং মাঙ্গলিক দ্রব্যের সাহায্যে আনুষ্ঠানিক অঙ্গসংস্কারের অনুষ্ঠান। বিয়ের দিন সকালে অধিবাস অনুষ্ঠিত হয়। মাঙ্গলিক দ্রব্য সমূহ প্রথমে শালগ্রাম ও ভূমি স্পর্শ করে যার অধিবাস তার কপালে ঠেকিয়ে বিভিন্ন অঙ্গ মার্জনা করা হয়। কার্যত স্পর্শ করানো হয় শুধু। অঙ্গের ক্রম এরকম হৃদয়, মস্তকশিখা, নেত্রদ্বয়, কবচদ্বয়, নাভি, হস্তাঙ্গুলি ও পদাঙ্গুলি। অধিবাসের ফোঁটা কপালে দেওয়ার আগে কন্যা লাল পাড় নতুন শাড়ি পরবে। অধিবাসের সময় পুরোহিত হাতে দর্পণ, সাজকাটারি কন্যার হাতে দেয়। এরপর হলুদ কোটা। অনেক জায়গাতেই গায়েহলুদ অধিবাসেরই অঙ্গ। বিয়েতে পাত্রীর অধিবাসে পাত্রের অধিবাসের অবশিষ্ট মাঙ্গলিক দ্রব্য ব্যবহৃত হয়। বিজোড় সংখ্যক এয়োস্ত্রী মিলে হামানদিস্তায় একসঙ্গে হলুদ ঢেলে দেয় এবং হামানদিস্তায় কুটে হলুদ গুড়ো বার করে। ৫/৭ বার এই প্রক্রিয়া চলার পর গুঁড়ো হলুদ বাটিতে রেখে তাতে তেল ঢেলে মাখা হয়। প্রথমে পাত্রের গায়েহলুদ হলে তত্ত্ব সহ সে হলুদের অবশিষ্টাংশ মেয়ের বাড়িতে পাঠানো হয়। নতুন শাড়ি পরে মেয়েকে পিঁড়িতে বসিয়ে প্রথমে মা ও পরে অন্য এয়োরা মেয়ের কপালে হলুদ ছোঁয়ায়। এরপর এই হলুদ পরস্পরকে মাখায়। এটি একটি আনন্দ অনুষ্ঠান সন্দেহ নেই তবে দুর্জনের আমিশ ব্যাখ্যা হল এই গায়েহলুদ অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই বিয়ের আচারের আপাত সংস্কার ও সৌজন্যবোধের আড়ালে যে চাপা শরীরী গন্ধ থাকে তার সূচনা হয়। বরের শরীরের স্পর্শ প্রথম এই হলুদের মাধ্যমেই কনের শরীরে পৌঁছয়। মানসিকভাবে কনে আরও নিশ্চিত পর্বে পৌঁছয়! একই সঙ্গে হলুদ মাঙ্গলিক দ্রব্য ও সংক্রমণ প্রতিরোধক। সুতরাং সূক্ষ্মতার মোড়কে অনেক বড় উদ্দেশ্যই লুকোনো আছে! তত্ত্ব পাঠানোর উদ্দেশ্য পারিবারিক ও আত্মীয়তার সম্পর্ক দৃঢ় করা। তবে গায়ে হলুদের তত্ত্বে বেশ বড় মাপের একটি মাছ পাঠানো অতি আবশ্যিক। কে না জানে মাছ অর্থাৎ মীন খুব প্রত্যক্ষভাবে একটি যৌন প্রতীক। একটু আগেই সে প্রসঙ্গে বলছিলাম। আসলে আচারের আড়ালে যৌনতার ছোঁওয়া দেশে দেশে কালে কালে থেকেই যায়। অনেক পরিবারেই এসময় ধানকোটার প্রচলনও

কোথায় বাড়ি ভাড়া করবেন?

এখন তো আমরা থাকি ছোট ফ্ল্যাট বা বাড়িতে, যেখানে বিয়ের অনুষ্ঠান প্রায় অসম্ভব। বিয়ের রিসেপশন, বিয়ের অনুষ্ঠান বা আশীর্বাদের ঘরোয়া অনুষ্ঠান-এর জন্য শহরের বেশ কিছু নামী হল এবং বাড়ি ভাড়া পেয়ে যাবেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এসি বাড়ির সঙ্গে মিলবে খাওয়া দাওয়ার আয়োজনের জন্য কেটারিং সার্ভিস। শহরের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে থাকা বেশ কিছু বাড়ির তালিকা এবং যোগাযোগের নম্বর রইল।

দক্ষিণ কলকাতা ও মধ্য কলকাতা

- **ফিনিক্স, হিন্দুস্থান ইন্টারন্যাশনাল হোটেল**
২৩৫/১ এ এজেসি বোস রোড, কলকাতা - ৭০০০২০
যোগাযোগ : ২২৮০২৩২৩
এসি, কেটারিং এবং পার্কিংয়ের সুবিধা রয়েছে।
- **শঙ্কর হল**
সাদার্ন অ্যাভিনিউ, ৯৩ শরৎ বোস রোড, কলকাতা ৭০০০২৯, (মেনকা সিনেমা হলের পাশে)
যোগাযোগ : ২৪৬৬১৭৬৭
- **রঙ্গোলি ব্যাঙ্কোয়েট**
৪ লি রোড, লালা লাজপত রায় সরনি-র কাছাকাছি। কলকাতা- ৭০০০২০, (হোটেল হিন্দুস্থান ইন্টার ন্যাশনালের কাছে।
যোগাযোগ : ৯৮৩০০১০০৯৬, ২২৮০১২৬৬, ২২৮০১২৬১
- **নিউ কেনিল ওয়ার্থ হোটেল প্রাইভেট লিমিটেড**
মিডলটন স্ট্রিট-এর কাছে। বিয়ে এবং রিসেপশনের সুবিধা রয়েছে,
যোগাযোগ : ২২৮২৮৫০৩, ২২৮২২৬৪৮ লিটল রাসেল স্ট্রিট, লার্সন টুব্রো ভবনের বিপরীতে।
- **গ্যালাক্সি হল**
১৭ পার্ক হোটেল পার্কস্ট্রিট, বিয়ে এবং রিসেপশন হল
যোগাযোগ : ২২৪৯৯০০০, ২২৪৯৩১২১
- **পার্ক রিজেন্সি,**
ই এম বাই পাস, কলকাতা বিয়ে এবং রিসেপশন হল
যোগাযোগ : ৯৮৩১১৩৭৭৮৬, ৯৮৩১৭৮৬০৭৮
১১৩/সি মহেশ্বর তলা রোড, ইএমবাইপাস, কলকাতা - ৭০০০৪৬, বিশ্বকর্মা বিল্ডিংয়ের পাশে।
- **রিদ্ধি সিদ্ধি**
ম্যারেজ রিসেপশন হল
যোগাযোগ : ৯৮৩১০২০১৩৫
১১৭/২, ব্লক সি, বাঙুর অ্যাভিনিউ
কলকাতা : ৭০০০৫৫
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার পাশে

উত্তর কলকাতা

শুভশ্রী ম্যারেজ হাউস, দমদম
ম্যারেজ, রিসেপসন হল
যোগাযোগ : ২৫৫৫০২৪০৮
মতিঝিল কমার্স কলেজের পাশে
২২৩সি/২, দমদম, কলকাতা-৭০০০৭৪

উমার স্বপ্ন, বেলঘরিয়া (ম্যারেজ রিসেপশন হল)
যোগাযোগ : ৯৮৩৬৯৫০২৩১, ৯৮৭৪০৪০৮৩০
৩৩, ওল্ড নিমতা রোড, বেলঘরিয়া রানি পার্কের পাশে

আছে। মূলত গ্রামের দিকে। হামানদিস্তায় ধানকুটে চাল বের করা হয় এবং এই চালই নান্দীমুখের চালের সঙ্গে মেশানো হয়। এসময়েই আভ্যুদায়িক শ্রাদ্ধ, বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ বা নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ এবং ক্ষৌরকর্ম সারা হয়। কন্যাকে জলচৌকিতে পুব মুখে বসিয়ে প্রথমে বরণ করে বরণডালা মাথায় ছোঁয়াতে হয় তারপর একটা সরায় কলার আগপাতা পেতে সিঁদুর ফোঁটা দিয়ে এতে নাপিত নখ কেটে ফেললে আর একটি সরা দিয়ে ঢেকে এয়োরা ঘরে ওঠায়। এই সময় এয়োস্ত্রীরা কনের মাথার ওপর কাপড় ধরে চাল নাড়াচাড়া করে। নাপিতের সিধেয় এক বাটি তেল থাকবে। এই তেলে নাপিত কনের মুখ দেখবে। ধোপা মাথার ওপর দিয়ে তিনবার ক্ষার ফেলবে। এরা উভয়েই উপযুক্ত সিধা পাবে। এরপর কন্যার স্নান। স্নান শেষে নতুন বস্ত্র পরিধান। এসব সংস্কারকে আনুষ্ঠানিকতার মোড়ক দেওয়ার উদ্দেশ্যটা ভীষণই simple। আমরা সবাই জানি চুলকাটা, নখ কাটা, দেহ পরিমার্জন এসবের কারণে শুধু শারীরিক পরিচ্ছন্নতা লাভ হয় না, মানসিক স্ফূর্তিও আসে। প্রফুল্ল থাকে মন, এই সময় যা থাকাটা খুব জরুরি। অধিবাস, গায়ে হলুদ, নান্দীমুখের অনুষ্ঠান পাত্র-পাত্রী উভয়ের জন্যই যদিও প্রযোজ্য।

পাত্র যাত্রা

যাত্রা কলসের আলপনা দেওয়া পিঁড়ি সামনে পূব মুখে পেতে একটি ছোট মাছ, সিঁদুর ফোঁটা দিয়ে, এক ভাঁড় দই, ঘি, মধু, সোনা, রুপো এসব যাত্রার সমস্ত জিনিস দর্শন করানো হয় পাত্রকে। দর্পণ, সাজকাটারি পাত্রকেও সঙ্গে রাখতে হয়। ঘিয়ের বাতিতে মা ছেলের মুখ দেখে বরণডালা মাথায় ঠেকিয়ে বরণ করবে। কাঁচা দুধ দিয়ে কনুই থেকে হাত পর্যন্ত ধুয়ে দেবে। মা যেমন ছেলেকে দুধ-দই দর্শন করিয়ে যাত্রা করায় ওদিকে কন্যার বাড়িতে পৌঁছলে শাশুড়ি মাও সেই দই বা দুধ খাইয়েই জামাইকে বরণ করে। আসলে দুধ বা দই হিন্দু সমাজে পরম্পরা অনুযায়ী অত্যন্ত শুভ বলে গণ্য করা হয়। পঞ্চগব্যের একটি হল দধি। দধিমঙ্গল দিয়ে শুরু হওয়া থেকে বাসরে জামাইকে শাশুড়ির ক্ষীর খাওয়ানো এবং ফুলশয্যায় গরম দুধ খাওয়ানো অবধি দুগ্ধজাত সামগ্রীর গুরুত্ব ভীষণভাবে লক্ষনীয়। ভগবতীকে ভক্তি করা শুধু নয় দুর্জনের তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা হল, দুধ বিশেষভাবে উর্বরতা সহায়ক। বুঝতেই পারছেন আমাদের পূর্বপুরুষরা কতখানি বিচক্ষণ ছিলেন! মা পুত্রকে বরণের পর পুরোহিত যাত্রা মন্ত্রপাঠ করবে এবং নারায়ণ শিলা দর্শন করাবে। এরপর পাত্র পিঁড়িতে উঠে দাঁড়ালে মা ছেলেকে জিজ্ঞাসা করবেন, 'বাবা কোথায় যাও?' ছেলে বলবে, 'তোমার জন্য দাসী আনতে।' দুর্জন-সুজন সকলের ব্যাখ্যা এক্ষেত্রে এক! সংসারে দাপট নিজের হাতে রাখতে এবং ছেলেকে সে বিষয়ে সচেতন করতে মা ঠিক যাত্রা মুহূর্তেও স্মরণ করিয়ে দেন নববধূ যতই প্রিয় হয়ে উঠুক ছেলের কাছে, অগ্রিম গুরুত্বের দাবীদার কিন্তু মা!

ছাদনা তলা

মেয়ের বাড়িতে পৌঁছলে পাত্র বরণের পর বিয়ের মূল অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় ছাদনাতলাতেই। ছাদনাতলার বেশিটাই শাস্ত্রীয় আচার অনুষ্ঠান, যা সম্পন্ন হয় পুরোহিতের সাহায্যে। ছাদনাতলায় প্রথমে আনা হয় পাত্রকে। পাত্রী আসার আগে কন্যাকর্তা অর্থাৎ সাধারণত পাত্রীর বাবা মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে কন্যাকে সম্প্রদান করেন। এইখানে দুর্জনেরা বড়ই সমালোচনা মুখর। মুখরতা আপাত দৃষ্টিতে অমূলকও নয়। রীতি হল মেয়ের বাবা হবু জামাইয়ের হাঁটুতে হাত রেখে মেয়েকে গ্রহণ করতে বলে! দুর্জনের ব্যাখ্যায় এতো almost পায়ে ধরা! সুজনের বিনীত ব্যাখ্যা অবশ্য অন্যরকম। আমাদের পরম্পরায় দানের একটা বিশেষ মর্যাদা আছে। শ্রী, হ্রী, শ্রদ্ধা। শ্রিয়াদেয়ম অর্থাৎ শ্রী অর্থাৎ অপভ্রংশে যা 'ছিরি' বা 'ছিরি-ছাঁদ' তা যেন দানের মধ্যে অবশ্যই থাকে। ফেলে ছড়িয়ে ছুঁড়ে নয়, দানের মধ্যে যেন সৌন্দর্য থাকে। মর্যাদা থাকে। শ্রিয়া দেয়ম অর্থাৎ হ্রী অর্থাৎ 'লজ্জা'। দানের মধ্যে যেন লজ্জা থাকে। অর্থাৎ দিচ্ছি বলে যেন কোনও ঔদ্ধত্য তৈরি না হয়। নিজের আত্মসচেতনতা ও অহমিকা লাঘব করতে হবে। তৃতীয় শ্রদ্ধা দেয়ম অর্থাৎ শ্রদ্ধার সঙ্গে দেবে। দান গ্রহণকারী ব্যক্তির প্রতি

সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা নিয়ে দিতে হবে। যে কারণে ভিক্ষা দিতে গেলেও আমাদের ঠাকুমা-দিদিমারা ডান হাতে পাত্রটি ধরে বাঁ হাতটি ডান হাতের কনুইয়ে ঠেকিয়ে যেন দুহাতে দিচ্ছেন এভাবে ভিখারির ঝোলায় দানসামগ্রী উপুড় করে দিতেন। ভিখারি নমস্কার জানালে তাঁরাও প্রতি নমস্কার জানিয়ে আত্মগরিমা লঘু করে দিতেন। একই ব্যাখ্যা কন্যা সম্প্রদানে। যেমন কন্যাদাতা পিতা হবু জামাইকে বরাসনে বসিয়ে প্রথমে সংস্কৃতে বলেন, আপনি ভাল করে বসুন। জামাই বলে, ভাল করেই বসেছি, সাধু অহম আসে। কন্যাদাতা বলেন, আপনাকে যথাবিধি অর্চনা করতে চাই। জামাই বলেন করুন অর্চনা-ওঁ অর্চয়। এবার পাদ্য-অর্ঘ্য, ফলমূল, মালা, বস্ত্র, অলঙ্কার দিয়ে জামাইকে বরণ করার পর্ব। এরপর কন্যার পিতা হবু বরের জানু দেশে হাত দিয়ে কন্যার ব্যাপারে নিজের সব অহমিকা, অধিকার, স্বত্ব বিসর্জন দিয়ে সলজ্জ শ্রীময়তায় একান্ত নিজের কন্যাটির ওপর নবাগত পুরুষের স্বত্ব উৎপাদন সহ বলেন, এই দান গ্রহণের জন্য আপনার যথোচিত অর্চনা করে আপনাকে বর হিসেবে বরণ করছি। দাতার সলজ্জ অভিভাষণ শুনে বরও তখন সলাজে বলেন, আমি বরণ স্বীকার করলোম- ওঁ বৃতোস্মি! এরপরেই 'আপনি' সম্ভাষণ থেকে 'তুমি' তে নেমে আসার হৃদ্যতা তৈরি হয় এবং বিয়ের বাকি কাজ শুরু হয়। সাতপাক, শুভদৃষ্টি, মালাবদল, গাঁটছড়াবাঁধা, মন্ত্রোচ্চারণ, যজ্ঞ. অগ্নিপ্রদক্ষিণ এবং অবশেষে সিঁদুরদান। শুভদৃষ্টির সময় পান পাতায় মুখ ঢেকে কন্যাকে আনা আব্রু রক্ষার্থে। তবে মালাবদলের সময় যে পরস্পরের ছোঁয়াছুঁয়ির সূচনা হয় মন্ত্রোচ্চারণের সময় তা আরও এক ধাপ এগোয়, এ সময় বরের হাতে কনের হাত থাকে। পরস্পরকে স্পর্শের মাধ্যমে নানারকম প্রতিশ্রুতি পালনের শপথ গ্রহণ করে উভয়েই।

বাসর

বিয়ে সম্পূর্ণ হলে সবার আগে বর-কনের উপবাস ভঙ্গ করা হয়। উপবাসকে 'ডেথ' বা মৃত্যু হিসেবে এবং আহার গ্রহণকে 'রি-বার্থ' হিসেবে ধরা হয়। যেহেতু বিয়ের মাধ্যমে নারী-পুরুষ উভয়েরই একটা জীবনের শেষ এবং আরেক অধ্যায়ের সূচনা তাই অনুষ্ঠানের শুরু উপবাস দিয়ে এবং শেষ আহার গ্রহণ দিয়ে। শাশুড়ি বা শাশুড়ি স্থানীয় কেউ নিজে ক্ষীর রান্না করে তা বরকে খাওয়াবে বাসরে। সোহাগবাতিটি সারারাত জ্বলবে। তবে আসরে বন্ধুস্থানীয়রা বর-কনের সঙ্গে থাকে। এদিন বর-কনে একা থাকে না। দুর্জনেরা বলেন, এ হল appetizen। অর্থাৎ খুনসুটি হবে দুষ্টুমিও হবে কিন্তু ওই অবধিই। খানিকটা ওই predude এর মত আরকী।

বিয়ের পর দিন

কন্যাযাত্রা/কনকাঞ্জলি

আশীর্বাদ পর্ব ও কিছু প্রচলিত খেলার পর কন্যা বধূরূপে শ্বশুরবাড়ি যাত্রা করে। বর-কনেকে পাশাপাশি পিঁড়িতে বসিয়ে জোড়ের আঁচল গায়ে দিয়ে টোপর মাথায় দিয়ে বরণ করে গুরুজনেরা থাকলে আশীর্বাদ করে। এরপর একইভাবে পুরোহিত যাত্রামন্ত্র পাঠ করে ও নারায়ণ চক্র দর্শন করে প্রণাম করায় উভয়কে। এসময় মা মেয়ের ঠিক পিছনে আঁচল পেতে দাঁড়ায়। একটা থালায় চাল ও অন্যান্য সামগ্রী নিয়ে মেয়ে পিছন ফিরে না তাকিয়ে মাথার ওপর হাত তুলে মায়ের আঁচলে সে সব ফেলে বলে জন্মের ভাত-কাপড়ের ঋণ শোধ করে গেলাম। এমন বেদনাদায়ক আচারের ব্যাপারেও আবার সুজন দুর্জন একমত। এ আর কিছুই নয়, বিয়ের পর বাপের বাড়ির উপর অধিকার হারানোর official সীলমোহর। যদিও আজকাল বেশিরভাগ মেয়েই এমন অযৌক্তিক আচারে আপত্তি জানায়। বাবা-মায়ের ঋণ কি আজন্ম শোধ করা যায়?

নববধূর আগমন

প্রথমেই চালনবাতি দিয়ে বরণ করা হয় উভয়কে। তারপর গাড়ি

ভোজবাড়ির প্রস্তুতি

বিয়ের অনুষ্ঠান মানেই বাড়ির উঠোনে ভিয়েন বসিয়ে মিষ্টি তৈরি । বড় বড় উনুন জ্বালিয়ে এলাহি রান্না। সুস্বাদু খাবারের ঘ্রাণেই অর্ধেক ভোজন সেরে ফেলা। সময় বদলেছে। বাড়ির উঠোন বা ছড়ানো দালান সবই অতীত। ফাস্ট ফুড এবং রেডিমেডের দুনিয়ায় বিয়ের রান্নাও চলে আসে ফাস্ট ফুডের মতো। একেবারে সাজিয়ে গুছিয়ে। আশীর্বাদ হোক বা বিয়ের অনুষ্ঠান, রেজিস্ট্রি বিয়ের পরের পার্টি হোক বা পাকা দেখার ঘরোয়া অনুষ্ঠান, স্বাদমতো পদ হাজির করতে তৈরি কলকাতার নামী রেস্তোরাঁ এবং কেটারিং সার্ভিসগুলি।

এপার বাংলা বা ওপার বাংলার রুচির মতো পৃথক স্বাদের মেনুর সম্ভার রয়েছে রেস্তোরাঁগুলির তালিকায়। কখনও বা দুই বাংলার স্বাদ মিলিয়ে মন মাতানো প্যাকেজ দিতে তৈরি তারা। সাধ এবং সাধ্যমতো খাবার অভ্যাগতদের পাতে বেড়ে দিতে আপনাকে শুধু বেছে নিতে হবে পছন্দের প্যাকেজটুকু। বাঙালি, মোগলাই, নিরামিষ, দক্ষিণ ভারতীয় বা কন্টিনেন্টাল, যে কোনও রকমের পদ পাবেন হাত বাড়ালেই। ভোজ বাড়ির প্রস্তুতিতে আপনার সুবিধার জন্য রইল কলকাতার কিছু নামী রেস্তোরাঁ এবং কেটারিং সার্ভিস-এর হালহদিশ।

● **ভোজ কেটারার**
যোগাযোগ : ২৪৭৫১৭২৬
১১ বি অশোক রোড, লালা লাজপত রায় সরনির কাছে, কলকাতা

● **কুইন কেটারার**
যোগাযোগ : ২৩২১৭৫১১
এসি- ৫৩, সল্টলেক সিটি, কলকাতা

● **আরসালান রেস্তোরাঁ**
যোগাযোগ : ২২২৭৭৪৯৩, ১১৯-এ রিপন স্ট্রিট, তালতলা, কলকাতা

● **আয়োজন কেটারার**
যোগাযোগ : ২৪৭৪৫৮৯৫
গঙ্গাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, ভবানীপুর

● **অমৃত কেউকেন**
যোগাযোগ : ৪৪১৩৮৪০৭
সিআইটি রোড, ফুলবাগান প্যান্টালুন্স আউটলেটের পিছনে।

● **মিশ্রা কেটারার্স**
যোগাযোগ : ৬৬৩৪৬৯১৫৮২।
কালীঘাট রোড, সরস্বতী স্পোর্টিং ক্লাবের পাশে।

● **কন্টিনেন্টাল খাবারের জন্য কন্টিনেন্টাল কেটারিং সার্ভিস**
যোগাযোগ : সুমন নিয়োগী ৯৭৩৩১১৭৪২৩ রঙ্গন নিয়োগী ৯৮৩০১৮৩৩৫৩। ৩৯, বালিগঞ্জ গার্ডেনস (গোলপার্ক)

● **রয়্যাল (কন্টিনেন্টাল, থাই)**
যোগাযোগ- ৮৮২০৪৪৬৮৮৪, ৯৫৭৯১৫০০০৬ ৫০ বি ব্যানার্জি পাড়া লেন, ঢাকুরিয়া।

থেকে নববধূকে নামিয়েই নতুন শালু বা নতুন লাল পাড় শাড়ির ওপর দিয়ে হাঁটিয়ে আনানো হয় তাকে অর্থাৎ মাটিতে পা দেবে না। পাতা কাপড়ের নিচে একটা করে পাতলা মাটির খুরির ভেতর একটা গাঁট-কড়ি দিয়ে খুরি উপুড় করে রাখা হয়। নববধূ একটা করে খুরি বাঁ পায়ের গোড়ালি দিয়ে ভেঙে এগিয়ে আসে। শ্বশুরবাড়ির যাত্রাপথ কবে আর কার মসৃণ ছিল? ঘিয়ের বাতিতে মুখ দেখে শাশুড়ি এখানে সিঁদুরকৌটো দিয়ে লোহা পরিয়ে দেয়। আলতায় পা ডুবিয়ে এরপর নববধূ রান্নাঘরে গিয়ে দুধ উথলানো দ্যাখে, দ্যাখে ভরা ভাঁড়ার। এসব সংস্কার একেবারেই প্রচলিত। হয়তো বধূকে নিশ্চিত করতে যে এ বাড়িতে তোমার খাওয়া-পরাটা জুটবে। তবে তোমার লক্ষীশ্রী দিয়ে তাকে রক্ষা কোরো। দায়িত্ব পালন করতেই যে তোমার এ বাড়িতে আসা, তার শুভ সূচনা আর কী! এরপর ঢাকন-ঢোকন খেলা, কড়ি খেলা, গোঁসা ভাঙানো, জলে শোলার টুকরো ভাসিয়ে রসিকতা করা এসবই হৃদ্যতা তৈরি ও নতুন বউটিকে নতুন পরিবেশে সহজ করার নানা চেষ্টা মাত্র।

কালরাত্রি

বধূ সেদিন প্রথম শ্বশুরবাড়িতে পা দেয় সেদিনটি সে বরের সঙ্গে থাকতে পায় না। কালরাত্রি বলা হয় একে। এমনকী সন্ধের পর পরস্পরের মুখদর্শনও বন্ধ থাকে। দুর্জন বলে এটা ওই বাসর রাতের পরের step অর্থাৎ কীনা appetizer খাইয়ে দিয়েছি এবার একটু ধৈর্য ধরো বাপ! কথায় বলে না স্বল্প বিরহ মিলের আকাঙ্খা বাড়িয়ে দেয়! দিনটা থুড়ি রাতটা তেমনই।

বিয়ের তৃতীয় দিন

বউভাত

দুপুরের বারবেলা ও কালবেলা বাদ দিয়ে বউভাতের সময় ঠিক করা হয়। ছেলে বউয়ের হাতে সাজানো থালায় ভাত এবং নতুন কাপড় হাতে তুলে দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে 'জন্মের ভাত কাপড়ের' দায়িত্ব নেয়। বধূও নিজে হাতে রান্না করা ভাত প্রথমে স্বামী, শ্বশুর, ভাসুর ও শ্বশুরবাড়ির সব জ্ঞাতির পাতে পরিবেশন করে। এর উদ্দেশ্য একটাই বধূকে পাকাপাকিভাবে পরিবারভুক্ত করা। সবার পাতে ভাত দিয়ে বধূ ভাত-কাপড়ের ভাত নিজে খাবে।

ফুলশয্যা

আত্মীয়-পরিজন বন্ধুদের নিমন্ত্রিত করা হয় এদিন সন্ধেয়। কন্যাযাত্রীরাও তত্ত্বসহ উপস্থিত হন। অবশেষে রাতে আসে সেই মহেন্দ্রক্ষণ —বরবধূর অতঃপর একান্ত হওয়ার ক্ষণ। শাঁখ বাজিয়ে উলু দিয়ে দুজনকে বরণ করার পর বধূ নিজের হাতে বরের পা ধুইয়ে দেয়। কোনও ক্ষেত্রে গরম দুধ কোনও ক্ষেত্রে পরস্পরকে ক্ষীর খাওয়ায় সকলের উপস্থিতিতে। ঘরে মিষ্টি, পান, দই রাখা থাকে। চালনবাতিটি সারারাত জ্বলার ব্যবস্থা থাকে। জীবনের প্রথম শুভরাত্রি শুভ হোক কামনা করে আত্মীয় বন্ধুরা দোর দিয়ে বেরিয়ে গেলে অবশেষে বরবধূ পরস্পরের সঙ্গে নিভৃত হতে পারে। মজার ব্যাপার হল 'ঘি' এবং 'আগুন'কে দূরে রাখার যে প্রাণান্তকর চেষ্টা অভিভাবকেরা ছোট থেকে করে থাকেন এখন তাঁরাই বহু যত্নে ঘি-আগুনকে একত্র রেখে ঘর বন্ধ করে চলে যান। বিবাহ যেমন ধর্মপালন তেমন এর কর্মের ব্যাখ্যাও পাওয়া যায় পরম্পরা ঘাঁটলে। আসলে পরম্পরার দৃষ্টিতে বিয়ের উদ্দেশ্য ধর্মপালন ও প্রজাসৃষ্টি হলেও এর লৌকিক ফলটা হল শারীরিক সুখ-রতিফলও তুলোকিকর্মের আর সে সুখ আসে সহবাসে। বিয়ের মাধ্যমে সমাজ আপনাকে সে অনুমতিই দেয়!

বিয়ের সাধ ও স্বাদ

বিয়ে, চেনা মানুষের সঙ্গে অচেনা সম্পর্কের হাতছানি। কখনও বা অচেনা মানুষের হাত ধরে কাঙ্খিত জীবনের পথে পা বাড়ানো। ভাললাগায় ভর করে ভালবেসে ফেলার বিশ্বাস। ভালবাসাকে পুঁজি করে ঘর বাঁধাই হোক বা ভাললাগায় ভর করে নতুন বন্ধনে জড়ানো, বিয়ে হয়ে ওঠে দুটি পরিবারের মিলন উৎসব। বিয়ের আয়োজনে তাই হাজারো প্রস্তুতি। গতানুগতিক জীবনের রোজনামচা থেকে বেরিয়ে ওই একটা দিনেই সকলেই সেজে উঠতে চান একেবারে রানির সাজে। প্রয়োজন, আয়োজনে ত্রুটি রাখতে নারাজ আপনজনেরাও। লাল টুকটুকে বেনারসি হোক ডিজাইনার গয়না, বরের আংটি হোক বা আশীর্বাদের উপহার, সাধ্যের কথা মনে রেখেও সাধের জিনিসটাই পেতে চান হাতের মুঠোয়। ব্যস্ত রোজনামচায় অল্প সময়ে বিয়ের প্রস্তুতির হালহদিশ রইল এবারের সুবিধা-এ। দিয়েছেন পূজা বন্দ্যোপাধ্যায়

কথিত আছে জোড় তৈরি হয় স্বর্গে। কিন্তু মর্তে সেই জোড়দের মিলিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব নেয় বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। সাবেকি ঘটকের যোগাযোগের উপর নির্ভর না করে আজকাল আধুনিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলির উপরেই বেশি ভরসা করেন সকলে। তাই যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে জনপ্রিয় হয়েছে দৈনিকে ম্যাট্রিমোনিয়াল বিজ্ঞাপন, ওয়েব সাইট এবং ম্যারেজ বুরো। যোগ্যতা, বয়স, জাত, গোত্র, নিবাস ইত্যাদির নিরিখে তাঁরাই হাতের কাছে এনে দেবে একের পর এক পাত্র বা পাত্রীর সন্ধান। একবার রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিলে ফোনে বা ইমেলে তারাই নিয়মিত পাঠাবে যোগ্য পাত্র বা পাত্রীর সন্ধান। আপনার হাতের কাছে তাই পাত্রপাত্রী সন্ধানে কিছু ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের খোঁজ খবর রইল।

দিশারি, সল্টলেক
যোগাযোগ :২৩৩৪৯৫৮৪
ব্লক-ডিডি ৩৪ এ, সেক্টর ১, কলকাতা -৭০০০৬৪ সিটি সেন্টারের পাশে

ভারত ম্যাট্রিমোনি, দেশপ্রিয় পার্ক হাজরা
৩২৬২৬৯১৮
ওয়েবসাইট www.bharat-matrimoni.com

শাদি ডট কম
২৭, অমনকুঞ্জ বিল্ডিং, শরৎ বোস রোড পেট্রোল পাম্পের পাশে
যোগাযোগ : ৪৪৮৮৩৪৫৫
ওয়েবসাইট
www.shadi.com

সোলমেটস ম্যাট্রিমোনিয়াল গ্রুপ
যোগাযোগ : ২৪৬১০৫৬৭, ৯৮৩৬২২৯৯২৪
গড়িয়াহাট, ৩৫ বালিগঞ্জ টেরেস, দ্বিতীয় তল, গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশনের পাশে।

স্বস্তিক ম্যাট্রিমোনি
যোগাযোগ : ৪৪১৩৬৫৭৭
২০৪ সরশুনা মেন রোড, সরশুনা, ৭এ বাসস্টপ-এর কাছে।

বন্ধন
কাঁকুড়গাছি, যোগাযোগ : ৬৬২৪৫৩১২
পি ৮৯ সি আইটি মেন রোড, ফুলবাগান পুলিশ স্টেশনের পাশে।

বেঙ্গল ম্যাট্রিমোনি
যোগাযোগ : ৭৪৩৯৩৬২৮৯৫
৫৯ রামকৃষ্ণ প্লাজা, যশোর রোড, ভিশাল মেগামার্টের পাশে।

এছাড়া প্রথম শ্রেণির দৈনিকগুলির নিজস্ব ম্যাট্রিমোনিয়াল বিভাগ রয়েছে। দৈনিকের দপ্তরে যোগাযোগ করেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন। তবে এজেন্সি হোক বা সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন, পাত্র বা পাত্রীর সম্পর্কে দেওয়া তথ্যের দায়িত্ব কিন্তু প্রতিষ্ঠান নেয় না।

ফুলের সাজের জন্য

উপহার গিফট শপ
৪৪৫০১৭৮৯
পি ২৮২/২ নারকেল ডাঙা মেন রোড, ফুলবাগান, সুরক্ষা ক্লিনিকের বিপরীতে।
ফ্লোরিয়ানা
৬৬৩৪৭৯৯৩
চিত্তরঞ্জন হাসপাতাল বাসস্টপ-এর পাশে
রানিয়া ক্রিয়েশন ইন্ডিয়া
৬৬৩৪৩৭০৪
৬ উডস্ট্রিট, পার্কস্ট্রিট, প্যান্টালুন্স শোরুমের পিছনে
ফ্লোরালিস
১৬৪/১ মানি স্কোয়্যার মল, তৃতীয় তল, শপ নম্বর ২১৩বি, মানিকতলা রোড, কাঁকুড়গাছি
ডেলটা ফ্লোরিস্ট
৯৩৩১৩৭৯৪২০
গোল্ডার্স কমপ্লেক্স, কৈখালি
চাহাত ক্রিয়েশন
ভিআইপি রোড, হলদিরামের কাছে
কৈখালি,
৯৮৩১০১৯১৮৮

বউসাজ

বিয়ে মানেই কনে বউকে সাজানোর দায়িত্ব নিতেন বাড়ির মেয়েরাই। মুখের গঠন অনুযায়ী মানানসই চন্দন পরিয়ে, মাথায় জড়ির খোপা করে সাজিয়ে তোলাটাই ছিল স্টাইল। কিন্তু সাবেকি সেই স্টাইল এখন একেবারেই বেমানান। কনের সাজেও তাই জনপ্রিয় হচ্ছেন মেকআপআর্টিস্টরা। বিয়ে বা রিসেপশনের আগে দক্ষ হাতের ছোঁয়ায় যাঁরা আপনাকে এনে দিতে পারবে একদম অন্যরকম লুক। শহরের কিছু নামী মেক আপ আর্টিস্টদের খোঁজ রইল।

ইরোজ প্রফেশনাল
৬৬৩৪৭০৮৭
বাগুইআটি জোড়া মন্দিরের পাশে
দেবস্মিতা ঘোষ
৬৬২৪৭৫৮৯
ফ্যাশন পয়েন্ট
৪৪১৩৮৩৭৩
সল্টলেক সিটি, সেক্টর টু, বৈশাখি মোড়
জাভেদ হাবিব অ্যান্ড বিউটি কেয়ার
৯৩৩১০৬৮২০৮
৫৮, ভূপেন রায় অ্যাভিনিউ, এমপি বিড়লা স্কুলের বিপরীতে
কাটিং এজ বিউটি স্যালন
৬৬৩৪৩৬২৩
১০৯/১ ব্লক সি, বাঙ্গুর অ্যাভিনিউ
হেড টার্নারস
সিটি সেন্টার টু, দ্বিতীয় তল
৪৪৫০৬৮০৫

ম্যারেজ রেজিস্ট্রার অফিস

আশা ম্যারেজ বিউরো
৯৮৩১০৮২৭০৭
কর্নফিল্ড রোড, বালিগঞ্জ
ভট্টাচার্য এন্টারপ্রাইস
৯৮৩৬১১৭৩৫৩
৫৯ এ কালী টেম্পল রোড, কালীঘাট
শিখা তপস্বী, বরিশা
৬৬৩৪৩৪১৯
৪৭/১৪ বোস পাড়া রোড, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে
মৌসুমি ঘটক
ভবানিপুর, ইন্দিরা সিনেমা হলের পাশে
যোগাযোগ ৬৬৩৪৬৮৮৯
হিন্দু ম্যারেজ রেজিস্ট্রার গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্টবেঙ্গল
রাজা এস সি মল্লিক রোড, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে
যোগাযোগ :
৯৮৩১৩০৪৫১৬,
৯০৩৮৪৪২৭১৬
শর্মিলা রায় চৌধুরি
১/২ সুবোধ ব্যানার্জি রোড
যোগাযোগ :
৯৮৩০৫০৪৫৪৯,
৯০০৭২৮৯৪৫৬
মিলন কুমার সাহা
২৪ গোবিন্দ ঘোষাল লেন
যোগাযোগ : ৯৮৩৬৭০৫২৭৯
ভবানিপুর পোস্ট অফিসের পাশে
গ্রেস হিলড্রেথ
পার্কস্ট্রিট,
৪৪ এলিয়ট রোড, যোগাযোগ : ৯৮৩০১২১৫৭৮
ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন কনসালটেশন সেন্টার
যোগাযোগ : ৯২৩১৩০৮০৭১
১২৫ এজেসি বোস রোড,
টিপু সুলতান ইসলামিক সেন্টার
১৮৫, লেনিন সরণী

বর বা কনে দুজনকেই বিয়ের আগে আইবুড়ো অবস্থায় অনেকেই খাওয়ান। এই বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্য স্পেশাল মেনু পরিবেশন করছেন **সুমিতা শুর**। কেমন লাগল আপনাদের জানাবেন। আর আপনাদের কোনও বিশেষ মেনু থাকলে প্লিজ পাঠাবেন

আইবুড়ো ভাতের খাবার

বাসন্তী পোলাও

কী কী লাগবে

গোবিন্দভোগ চাল : ৫০০ গ্রাম ; কাজু : ৫০ গ্রাম ; কিশমিশ : ৫০ গ্রাম ; দুধ : ১/২লিটার ; কেসর : ১ গ্রাম ; চিনি : স্বাদমতো ; ঘি : ১০০ গ্রাম ; গরম মশলা : ২ চামচ ; তেজপাতা : ২-৩ টি ; সাদা তেল : প্রয়োজন মতো।

কী করে করবেন

চাল ধুয়ে নিন। একটি পেতলের পাত্রে সাদা তেল গরম করে গোটা গরম মশলা ও তেজপাতা দিন। দুধ ও ধোয়া চাল ঢেলে, চিনি মিশিয়ে উপরে ঘি ছড়িয়ে দিন। কিছুক্ষণ পর অল্প দুধে মেশানো কেসর ঢেলে হাতা দিয়ে ৩-৪ বার নাড়াচাড়া করুন। একটি সাদা কাপড় ঢাকা দিয়ে মুখটা মাখা আটা দিয়ে বন্ধ করুন। গ্যাসের আঁচ কমিয়ে রাখুন। ২৫-৩০ মিনিট রাখার পর চাল সেদ্ধ হয়ে গেলে গরম গরম পরিবেশন করুন।

পালং পাতার পাটভাজা

কী কী লাগবে

পালং পাতা : ১ আঁটি ; নুন : স্বাদমতো ; কাঁচালংকা বাটা : ১ টেবিল চামচ ; গোটা পোস্ত : ১ চা চামচ ; জোয়ান : ২ চিমটি ; বেসন ও ময়দা ; ৪ টেবিল চামচ : বেকিং পাউডার : সামান্য ; সাদা তেল : প্রয়োজনমতো।

কী করে করবেন

পালং পাতা ধুয়ে ঠাণ্ডা জলে একটু ভিজিয়ে রাখুন। বেসন, ময়দা, বেকিং পাউডার ও সামান্য জল মিশিয়ে ঘন ব্যাটার তৈরি করুন। ব্যাটারে নুন, কাঁচালংকা বাটা, জোয়ান, পোস্ত মেশান। একটি করে পালংপাতা ব্যাটারে ডুবিয়ে ছাঁকা তেলে ভেজে নিন।

চালকুমড়োর পুর ভাজা

কী কী লাগবে

চাল কুমড়ো : অর্ধেক, লম্বা পাতলা ফালি করুন, কিন্তু মুখ জোড়া থাকবে ; নারকোল কোরানো : ১ কাপ ;
ধনেপাতা : ১/২কাপ (কুচি) ; কাসুন্দি : প্রয়োজনমতো ; নুন : স্বাদমতো ; লঙ্কাগুঁড়ো : ১/২ চা চামচ ; বেসন : ১ কাপ ;
চালগুঁড়ো : ৪ চামচ ; তেল : প্রয়োজনমতো।

কী করে করবেন

চাল কুমড়োর টুকরোগুলো গরম জলে হাল্কা ভাঁপিয়ে নিন। নুন, নারকোল কুরনো, ধনেপাতা কুচনো ও কাসুন্দি একসঙ্গে মেখে পুর তৈরি করুন। চালকুমড়োর ফালির মধ্যে নারকোলের পুর ভরুন।

কড়াতে তেল গরম হলে পুরভরা চালকুমড়ো বেসনে ডুবিয়ে ভাজুন। লেবু ও লঙ্কার সঙ্গে পরিবেশন করুন।

মুলোভাজা

কী কী লাগবে

ছোট লাল মুলো : কয়েকটা ; বেসন : ২ কাপ ; চালগুঁড়ো : ৪ বড় চামচ ; নুন : স্বাদমতো ; হলুদ : প্রয়োজনমতো ; সরষের তেল : প্রয়োজন মতো।

কী করে করবেন

মুলোগুলো মাঝখান থেকে চিরে দুই আধখানা করে স্প্রিং-এর মতো কেটে নিন। বেসন, চালগুড়ো, নুন, হলুদ, পরিমাণ মতো জল দিয়ে ব্যাটার তৈরি করুন। মুলোগুলো সামান্য ভাঁপিয়ে রাখুন ভাপানো মুলোগুলো ব্যাটারে ডুবিয়ে ছাঁকা তেলে ভেজে তুলুন।

কুমড়ো ফুলের বড়া

কী কী লাগবে

কুমড়ো ফুল : ৮-১০ টি ; বেসন : ১/২কাপ ; চালগুঁড়ো : ৩-৪ চামচ ; কর্নফ্লাওয়ার : পরিমাণমতো ; নুন : স্বাদমতো ; ভাজা জিরে গুঁড়ো : ১/২চামচ ; লঙ্কাগুঁড়ো : সামান্য। হলুদগুঁড়ো : অল্প : তেল (সাদা) : প্রয়োজনমতো।

কী করে করবেন

কুমড়োফুল হলুদ জলে ডুবিয়ে রাখুন। গরম জলে অল্প ভাপিয়ে নিন। বেসন, চালের গুঁড়ো, কর্নফ্লাওয়ার, জিরেগুঁড়ো, নুন, হলুদগুঁড়ো, লঙ্কাগুঁড়ো ও সামান্য জল একসঙ্গে মিশিয়ে ব্যাটার তৈরি করুন। কুমড়ো ফুল ব্যাটারে ডুবিয়ে ভেজে নিন। ওপরে ভাজা জিরে গুঁড়ো ছড়িয়ে দিন।

ভেটকি পার্সলে ফ্রাই

কী কী লাগবে

ভেটকি ফিলে : ১টির ; লেবুর রস : ১চামচ ; নুন : স্বাদমতো ; পার্সলে পাতা কুচি : ১ চামচ ; ডিম : ১টা ; মাখন : ৫০ গ্রাম ; ময়দা : ২ বড় চামচ ; অ্যারারুট : ৩ বড় চামচ ; বেকিং পাউডার : ১/২চামচ ; সাদা তেল : ভাজার জন্য।

কী করে করবেন

মাছ পরিষ্কার করে লেবুর রস ও নুন মাখিয়ে রাখুন। কিছুক্ষণ পর তাতে পার্সলে কুচি ও ফেটানো ডিমের কিছুটা অংশ দিয়ে মেখে ৩০ মিনিট রাখুন। একটি বাটিতে ময়দা, অ্যারারুট, অল্প জল এবং ডিমের বাকি অংশ ঢেলে দিন। ভাল করে মেখে নিয়ে তাতে পার্সলে কুচি বেকিং পাউডার ও মাখন যোগ করে ব্যাটার তৈরি করুন। অন্যদিকে একটি প্যানে তেল গরম করুন বেসনের মিশ্রণে ফিলে ডুবিয়ে ভেজে নিন। সোনালি রং হলে নামিয়ে উপরে পার্সলে কুচি ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।

তিলবাটা দিয়ে শুক্তো

কী কী লাগবে

হিংচে শাক : ১আঁটি ; কাঁচকলা : ১টি ; ঝিঙে : ১ টা ; আলু : ১টা ; সিম : ১ টা ; হলুদ : আন্দাজমতো ; নুন : স্বাদমতো ; আদাবাটা : ১ চামচ ; চিনি : স্বাদমতো ; মেথি ও মৌরি : ১/২ চামচ ; সাদা তিল : ১চামচ (বাটা)।

কী করে করবেন

সব সবজি ও শাক কেটে ধুয়ে নিন। কড়াতে তেল গরম হলে মেথি, মৌরি ফোড়ন দিন। সব সবজি দিন। নুন হলুদ গুঁড়ো দিয়ে ভাল করে নাড়ুন। পরিমাণমতো জল দিন। ফুটে উঠলে ও সব সবজি সেদ্ধ হলে তিলবাটা দিয়ে নাড়া চাড়া করে নামিয়ে নিন।

মোচা পাতুরি

কী কী লাগবে

মোচা : ১টি ; নারকোল : ১টি ; কিশমিশ : ২৫ গ্রাম ; সরষের

তেল : প্রয়োজনমতো ; কাসুন্দি : ১ বড় চামচ ; নুন : স্বাদমতো ; হলুদগুঁড়ো : আন্দাজমতো ; চিনি : স্বাদমতো ; টক দই : ২ বড় চামচ ; কাঁচালঙ্কা : ২টি।

কী করে করবেন

মোচা ভাল করে কুচিয়ে সেদ্ধ করে নিন। সেদ্ধ হলে একটি সাদা কাপড়ে ঢেলে জল ঝরিয়ে নিন। একটি বাটিতে সেদ্ধ মোচা, দই, নারকোল কোরা, কিশমিশ, সরষের তেল, কাসুন্দি দিয়ে ভাল করে মেখে নিন। নুন, চিনি দিয়ে মোচার খোলের ভিতর রাখুন এবং উপরে নারকোল কোরা ও একটি কাঁচালঙ্কা কেটে সাজিয়ে দিন। গরম সাদা ভাতের সঙ্গে অতি উপাদেয়।

আলু ফুলকপি কড়াইশুঁটির তরকারি

কী কী লাগবে

ফুলকপি : ১টি ; কড়াইশুঁটি : ৫০গ্রাম ; বড় আলু : ১ টা ; বড় টোমাটো : ১টা ; আদাবাটা : ১/২ চামচ ; নুন : স্বাদমতো ; চিনি : স্বাদমতো ; হলুদগুঁড়ো : আন্দাজমতো ; কাশ্মীরি লঙ্কাগুঁড়ো : ১/২ চামচ ; কাজুবাটা : ২৫ গ্রাম ; চারমগজবাটা : ১৫ গ্রাম ; টকদই : ২৫ গ্রাম : জিড়েগুঁড়ো : ১ চামচ ; গরম মশলাগুঁড়ো : ১/২ চামচ ; তেল (সাদা) : ভাজার জন্য।

কী করে করবেন

ফুলকপি, আলু ডুমো করে কেটে রাখুন। কড়াতে সরষের তেল গরম করুন। এতে আলু ও কপি ভাল করে ভাজুন। এরপর কড়াইশুটি দিয়ে কিছুক্ষণ নেড়েচেড়ে একে একে সব উপকরণ ঢেলে দিন। টোম্যাটো পিউরি করে ঢালুন। ভাল করে কষিয়ে নিয়ে ২ কাপ জল ঢেলে দিন। একটু নাড়াচাড়া করে ১৫ মিনিট আঁচে বসিয়ে রাখুন। গ্রেভি মাখা মাখা হলে গরম গরম সার্ভ করুন।

মটরশাক দিয়ে কই মাছ

কী কী লাগবে

মটরশাক : ৫০০ গ্রাম ; কইমাছ : ৮ টা ; গোটা গরম মশলা : ১ চামচ ফোড়নের জন্য ; শুকনোলঙ্কা : ২টি ; কাঁচালঙ্কা : ৪টি ; পাঁচ ফোড়ন : ১ চামচ ; পেঁয়াজ : ২টি (কুচনো) ; তেজপাতা : ২-৩টি ; জিরে, ধনে গুঁড়ো : ২ চামচ ; হলুদগুঁড়ো : আন্দাজমতো ; লঙ্কাগুঁড়ো : ১ চামচ ; নুন, চিনি : স্বাদমতো ; আদাবাটা : ১ চামচ ; সরষের তেল : প্রয়োজন মতো।

কী করে করবেন

প্রথমে মটরশাক ভাল করে বেছে পরিষ্কার করে কেটে ধুয়ে নুন, হলুদ মাখিয়ে রাখুন। কড়াতে তেল গরম করে কই মাছ হালকা করে ভেজে তুলে নিন। ওই তেলে গোটা গরম মশলা, শুকনো লঙ্কা, কাঁচালঙ্কা এবং পাঁচ ফোড়ন দিন। কুচো পেঁয়াজ দিয়ে ভাজুন। কই মাছগুলো দিন। ধনেগুঁড়ো, লঙ্কাগুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, হলুদ দিয়ে কষুন। নুন, চিনি দিন। এই মিশ্রণ মাছের মধ্যে ঢালুন। মটরশাক দিয়ে নেড়েচেড়ে ঢাকা দিয়ে রাখুন। মটরশাক সেদ্ধ হলে নামান।

তেলে ঝোলে পার্শে

কী কী লাগবে

পার্শে মাছ : ৪ টি ; সরষের তেল : ১/২ কাপ ; পেঁয়াজবাটা : ১চামচ ; আদাবাটা : ১/২ চামচ ; টোম্যাটোর ক্বাথ : ২ চামচ ; লেবুর রস : ১ চামচ ; শুকনো লঙ্কাবাটা : ২ চামচ ; ফোড়নের জন্য : কালোজিরে ১ চামচ ; নুন : স্বাদমতো ; চিনি : আন্দাজমতো ; জল : পরিমাণমতো।

কী করে করবেন

পার্শে মাছ পরিষ্কার করে ধুয়ে নুন-হলুদ মাখিয়ে রাখুন। কড়াতে তেল গরম হলে মাছ ভেজে তুলুন। ওই তেলে কালোজিরে ফোড়ন দিন। একটু পরে পেঁয়াজ বাটা দিন। নাড়তে থাকুন। আদাবাটা, শুকনো লঙ্কা বাটা দিয়ে কষে নিন। কষতে কষতে তেল বেরোলে টোম্যাটোর ক্বাথ মেশান। নেড়ে চেড়ে নুন, হলুদ, চিনি মেশান। মশলা মাখা মাখা হলে পরিমাণ মতো জল দিন। গ্রেভি ফুটে উঠলে মাছ মেশান। লেবুর রস দিয়ে ১০ মিনিট ঢাকা দিয়ে রাখুন। গরম গরম পরিবেশন করুন।

কাঁচালঙ্কা দিয়ে মাংস

কী কী লাগবে

পাঁঠার মাংস : ৫০০ গ্রাম বড় টুকরো করা ; পেঁপেবাটা : ২ চামচ ; আদাবাটা : ১ চামচ ; কাঁচালঙ্কাবাটা : ২ চামচ ; নুন : স্বাদমতো ; চিনি : আন্দাজমতো ; জিরেগুঁড়ো : ২ চামচ ; দই : ১০০ গ্রাম ; হিং : সামান্য ; সরষের তেল : প্রয়োজনমতো। ঘি : আন্দাজমতো ; তেজপাতা : ৩/৪টি ; গোটা গোলমরিচ : ৫/৬ টা।

কী করে করবেন

মাংসের টুকরোগুলো পরিষ্কার করে গরম জলে ধুয়ে রাখুন। পেঁপেবাটা, দই দিয়ে মাংস ২ ঘণ্টা ম্যারিনেট করুন। কড়াতে সরষের তেল গরম হলে তেজপাতা ও গোটা গোলমরিচ ফোড়ন দিন। ম্যারিনেট করা মাংস দিয়ে কষে নিন। কষতে কষতে তেল বেরোলে জিরে গুঁড়ো, আদাবাটা, কাঁচালঙ্কাবাটা, নুন দিয়ে নাড়াচাড়া করে গরম জল দিন। ঢাকা দিন। সেদ্ধ হলে হিং ও ঘি দিয়ে একটু ঢাকা দিয়ে ১০ মিনিট রেখে নামিয়ে নিন।

চুকুড়ের চাটনি

কী কী লাগবে

চুকুড় : ২০০ গ্রাম (টক ঢেঁড়স) ; সরষের তেল : ২ চামচ ; গোটা সরষে : ১/২ চামচ ; শুকনোলঙ্কা : ২ টি ; চিনি : ১ কাপ।

কী করে করবেন

চুকুড়গুলি বীজ থেকে ছাড়িয়ে ভাল করে ধুয়ে রাখুন। কড়াতে গরম তেলে সরষে, শুকনোলঙ্কা ফোড়ন দিন। তারপর চুকুড় দিয়ে নাড়াচাড়া করে নিন। জল দিন। চুকুড় সেদ্ধ হলে চিনি মেশান। পুরো মিশ্রণটা ঘন হলে নামিয়ে নিন।

গুড়ের রসে ছানার মালপোয়া

কী কী লাগবে

ছানা : ২০০ গ্রাম ; গুঁড়ো দুধ : ৩/৪ চামচ ; দুধ : ১ কাপ ; খোয়াক্ষীর : ৫০ গ্রাম ; মৌরিগুঁড়ো : ২ চামচ ; বড় এলাচগুঁড়ো : ১/২ চামচ ; চিনি : ২-৩ চামচ ; কাজুবাদাম : ১ চামচ ; কিশমিশ : ২-৩ চামচ কুচানো ; নলেনগুড় : ২০০ গ্রাম ; জল : পরিমাণমতো ; চেরি ও খোয়া : সাজানোর জন্য ; সাদা তেল : প্রয়োজনমতো।

কী করে করবেন

ছানা ভাল করে মেখে নিন। ছানার মধ্যে গুঁড়ো দুধ, খোয়াক্ষীর, মৌরিগুঁড়ো, এলাচগুঁড়ো, চিনি, কাজু, কিশমিশ কুচি মেশান। মিশ্রণের মতো তৈরি করুন। এই মিশ্রণে প্রয়োজন মতো দুধ মেশান। ব্যাটারের মতো হবে। কড়াতে সাদা তেল গরম করে ব্যাটার গোল করে ছড়িয়ে দিন। দুপিঠ সোনালি করে ভেজে তুলুন। তৈরি মালপোয়া। অন্য পাত্রে নলেনগুড়ের মধ্যে জল মিশিয়ে রাখুন। ঢিমে আঁচে জ্বাল দিন। ঘন হলে মালপোয়াগুলি ওই রসে ভিজিয়ে রাখুন। মালপোয়ায় রস ঢুকে গেলে ওপরে খোয়া ক্ষীর গ্রেট করে দিন। চেরি দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন গুড়ের রসে ছানার মালপোয়া।

স্বামী ও প্রেমিক

সুব্রত নিয়োগী

কথা ও কাহিনী

তখন সকাল। একটু আগে রনি মানে রণজয় বেরিয়ে গেছে সল্টলেকের পাঁচ নম্বর সেক্টরের নতুন অফিসে। বেডরুমের সর্বত্র তাদের নতুন জীবনের রঙের ছোঁয়া। সুগন্ধ বিলাস, আরাম আর খুশির জোয়ার। নিচু একটা রট আয়রনের খাটে ভারী অ্যানিম্যাল প্রিন্টের বেড স্প্রেড। সারা ঘর জুড়ে পাতা রয়েছে আঙুল ডুবে যায় এমন এক মেরুন রঙা কার্পেট। বেডরুমে এখন একা বেগম। দুপাশের বেডসাইড টেবিলে বেগমের গত রাতে পড়া কিছু পছন্দের ম্যাগাজিন ও বই। শোকেসে পর পর সাজানো রয়েছে রণজয়ের প্রিয় ডিভিডি। তার মধ্যে বেশিরভাগই পর্নো। রাত্রিবেলা ল্যাপটপে কাজের শেষে ক্লান্ত হয়ে রনি হার্ডকোর পর্নো দেখতে ভালবাসে। বিছানার পাশের দেওয়ালে ইন বিল্ট মাছের অ্যাকুরিয়াম বেগমের পছন্দ। বেডরুমে ড্রেসিং টেবিলটা ফেঙশুই মতে বেগম দরজামুখো করে রেখেছে। এতে আরেকটা সুবিধা খাটে শুলে আয়নায় নিজেদের প্রতিবিম্ব দেখা যায় না। ড্রেসিং টেবিলের এক কোণে টেরাকোটার একটা পেটমোটা, হাসিমুখো লাফিং বুদ্ধ রেখেছে বেগমই। ওটা দেখে রনি হাসতে হাসতে বলে, আমরা তো কখনও কোথাও দেখিনি বুদ্ধদেবের এমন ভুঁড়ি ছিল। তিনি এত হাসকুটে ছিলেন তাও তো শুনিনি।

স্ত্রী-পুরুষ সম্পর্কের ক্ষেত্রে রণজয়ের কিছু নিজস্ব ধারণা আছে। বিয়েতে বিশ্বাস নেই রনির। ও বলে, আইন ও সমাজ বিয়েকে স্বীকৃতি দিলেও বছরের পর বছর দুজন মানুষ এক ছাদের নিচে কাটালে তাতে বিয়েটা হয়তো টিকে যায় কিন্তু তাকে সুখি দাম্পত্য জীবন বলা যায় না। সম্পর্কই যদি মরে যায় তবে কোনও বিয়েই নারী-পুরুষকে একসঙ্গে থাকতে দেবে না। আর সম্পর্ক থাকলে বিয়ের কী প্রয়োজন বল?

সেই মুহূর্তে বেগম দেখল তার সেলফোনে একটা মেসেজ ঢুকছে।... বেগম, আমি পৃথ্বী, পৃথ্বীজিৎ। তোর সিম কার্ড পাল্টে ফেলেছিস, দেখছি। নতুন নম্বরটা ঋষভের কাছ থেকে পেয়েছি আজই। গত সপ্তাহে স্টেটস থেকে ফিরেছি। তবে তোর সব খবরই আমি জানি। বিদেশ থেকে তোর জন্য একটা উপহার এনেছি। বিয়ের উপহার। এমারেল্ডের একটা নেকলেস। তোকে না পেলেও আমি তোর শরীর ছুঁয়ে থাকব। কার দোষ, কার গুণ—এসব এখন থাক। তোকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে। তোর বরকেও। কালই ফিরে যাচ্ছি টেক্সাসে। ভাল থাকিস।

ইনবক্সের ফুটে ওঠা অক্ষরগুলোর উপর হাত বোলাতে বোলাতে বেগমের চোখ ফেটে জল আসে মুহূর্তের মধ্যে মেসেজটা ডিলিট করে দেয় বেগম। হারিয়ে যায় দশ সংখ্যার পৃথ্বীর নম্বরটা। চিরদিনের মতো।

বেগমের দু-চোখ জলে ভরে যায়। এক দৃষ্টিতে মাছের অ্যাকুরিয়ামের দিকে তাকিয়ে থাকে সে। ছোট বড় রঙিন মাছের দল ক্যারম-বোর্ডের ঘুঁটির মতো ছিটকে ছিটকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। জলের ভেতর কৃত্রিম পাহাড়। প্লাস্টিকের কুঁড়ে ঘর। সবুজ জলজ গাছ-গাছালি।

বেগমের মনে পড়ে এক ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি ওরা কলেজ থেকে চুইখিম বলে এক পাহাড়ি গ্রামে গিয়েছিল এডুকেশনাল ট্যুরে। প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় পরিচয় ঘটাবার জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষ তাদের নিয়ে গিয়েছিল সেখানে। ওখানকার মানুষেরা সমবায় পদ্ধতিতে একটু একটু করে গ্রামটার উন্নতি করেছিল। ছবির মতো সেই গ্রাম।

বেগমদের চারটে জিপ সেবক, মংপং পার হয়ে এগিয়ে চলছিল চুইখিমের দিকে। গাড়ি থেকে নেমে এক কিলোমিটার পাহাড়ের গা দিয়ে হেঁটে সে গ্রামে পৌঁছেছিল তারা। শেষ জিপে ছিল পৃথ্বী।

বড় সুন্দর ছিল সেই এক মাইল পথ। কোনও কোলাহল নেই। শুধু গাছের শিরশিরে শব্দ। আচমকাই পৃথ্বী তার পাশে এসে হাঁটতে শুরু করল। বলল, আমি পৃথ্বী, পৃথ্বীজিৎ বসু। থার্ড ইয়ার কেমিস্ট্রি অনার্স। লেখা-পড়া ঝক্কাস। আমার বাজার দর হেভি। তুমি তো বেগম সাহেবা?

পৃথ্বীর কথা বলার ভঙ্গিতে হেসে ফেলে বেগম। শেষ পর্যন্ত ওরা পাশাপাশি হেঁটেছিল অনেকক্ষণ।

একটা বড় সমতল মতো জায়গায় ছোট ছোট তাঁবুতে ভরে গিয়েছিল। রাতে সেন্ট্রি ডিউটি পড়েছিল পালা করে জোড়ায় জোড়ায়। পার্টনার পছন্দ করার জন্য পৃথ্বীই এগিয়ে এসেছিল প্রথমে। সোজাসুজি জিজ্ঞেস করেছিল, তুই কী আমার পার্টনার হবি? বেগম কিছুটা অবাক হয়। রাতের গার্ড দিতে দিতে ওর প্রেমে পড়ে যাব না তো! তবুও রাজি হয়ে যায় বেগম। পৃথ্বীকে ভাল লাগে।

বেগম ঘুমিয়ে পড়েছিল। রাত একটার সময় পৃথ্বী বেগমদের তাঁবুতে চলে আসে। সব মেয়েরা কম্বল চাপা দিয়ে ঘুমোচ্ছে। চাঁদের আলো তাঁবুর ভেতর এসে বিছানায় লুটিয়ে পড়েছে। তাঁবুর ভেতরে এসে বেগমকে স্পর্শ করে পৃথ্বী। ঝাঁকুনি দেয়। ঘুম ভেঙে যায় বেগমের। আবছা আলোয় বেগম দেখতে পায় বিছানায় তার পাশে টর্চ হাতে এসে যে দাঁড়িয়েছে সে পৃথ্বীজিৎ। বেগমের গায়ে হাত দিয়ে ফিস ফিস করে তার নাম ধরে ডাকছে সে। গা থেকে কম্বল সরিয়ে ফেলে বেগম ঘুম ভেঙে উঠে পড়ে। সাবলীল ভঙ্গিতে শর্টসের উপর ট্রাউজার আর সোয়েটার পরে। মাথায় গোল টুপি আর পায়ে পরে নেয় হান্টার শু।

কথা বলতে বলতে ওরা এগিয়ে যায়। পৃথ্বী বলল, তুই যখন তোর টেন্টে ঘুমোচ্ছিলি, মনে হচ্ছিল, তুই তখন স্বপ্ন দেখছিস। আমার জন্য তোর সুইট ড্রিমটা ভেঙে গেল। বেগম অবাক হয়ে যায়, হ্যাঁ, তাই তো, তুই কী করে জানলি?

তোর ঠোঁট দুটো নড়ছিল। তুই ছটফট করছিলি। হাসতে হাসতে বলেছিল পৃথ্বী।

মনে আছে, বেগম বলেছিল, জানিস বাবাকে খুব মিস করছিলাম বলে বাবাকে স্বপ্নে দেখেছি।

সেদিন আকাশে চাঁদ ছিল। মাথার উপর হিম পড়ে যাচ্ছিল শুধু।

ক্যাম্প ফায়ারের দিন রাত্রে কলেজের ছেলে মেয়েরা মাঠের মাঝখানে আগুন জ্বেলে দিয়েছিল। সেই জ্বলন্ত আগুনকে ঘিরে বসেছিল ওরা। ক্রমশ মাঠে রোল উঠল। গলা ছেড়ে হাততালি দিয়ে সবাই মিলে সেদিন কোরাসে গান করেছিল—আগুনের পরশমণি জ্বালাও প্রাণে...। সেই গানের সঙ্গে গলা মিলিয়ে ছিল বেগম ও পৃথ্বী। তারপর বাজি পুড়েছিল। অনেক রাত ধরে রাতের আকাশে ছুটে গিয়ে ফেটে পড়ছিল কত হাউই।

ভিড় পাতলা হয়ে যেতে পৃথ্বী হঠাৎই বেগমের হাত ধরল। পোড়া বাজির কাঠকুটো পড়ে থাকা জায়গা দিয়ে রাতের অন্ধকারে জ্যোৎস্নায় ভিজতে ভিজতে ওরা যে যার তাঁবুতে ফিরে গিয়েছিল সেদিন।

তারপর থেকে কলকাতায় ফিরে কলেজ পালিয়ে পৃথ্বী আর বেগম এখানে-ওখানে দেখা করতে লাগল। একবছর পরে চুইখিমের সেই তারিখটা আবার ফিরে আসাতে ওরা দুজনে ব্লাডব্যাংকে গিয়ে রক্তদান করেছিল। সেদিন পৃথ্বী বলেছিল, আমাদের রক্তে দুজন মৃত্যুমুখী মানুষ প্রাণ ফিরে পাচ্ছে একটু একটু করে, স্রেফ ভাবা যাচ্ছে না।

একদিন নলবনে ঝিলের পাড়ে বসে পৃথ্বী বলেছিল, চুইখিমের চাঁদনি রাতের মতো কলকাতার এক চাঁদনি রাতে তোকে নিয়ে

বেরিয়ে পড়ব। বাদামি রঙা ঘোড়ায় টানা ফিটন গাড়িতে আলোর বন্যায় ভাসতে ভাসতে চলে যাব বহু দূরে জয় রাইডে। তুই একটা গাঢ় হলুদ রঙের লেহেঙ্গা পরে থাকবি। তোর শরীর থেকে গলে গলে পড়বে সোনা। নিস্তব্ধ রাত্রিতে একটানা ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শুনতে শুনতে রাত ভোর হবে। একটু একটু করে আলো ফুটবে রাস্তায়। বলতে বলতে পৃথ্বী বেগমের চুলের ক্লিপ খুলে ফেলেছিল। সঙ্গে সঙ্গে বেগম হাতের আইসক্রিমটা পৃথ্বীর সারা মুখে মাখিয়ে দিয়েছিল। সে সব একটা দিন ছিল।

তখনই বেগম তাকিয়ে দেখল, অ্যাকুরিয়ামের মাথায় দেওয়ালে টেনিস র‍্যাকেট হাতে রণজয়ের হাস্যোজ্জ্বল ব্লো-আপ ছবি। সারা বেডরুম জুড়ে তখনও রয়ে গেছে সিগারেট আর আফটার শেভ মেশানো তীব্র পুরুষালি গন্ধ।

সেই মুহূর্তে এই সাত সকালে ডোর বেলের পাখিটা ডেকে ওঠে বার কয়েক। একটু অবাকই হয় বেগম। দরজার ম্যাজিক আই-এ চোখ রাখে। বেগমের ভুরু কুঁচকে যায়। দ্যাখে, দরজার বাইরে আধ ময়লা ডোরাকাটা টি শার্ট পরে দাঁড়িয়ে আছে এক কিশোর। ছেলেটা দরজার এত কাছে যে তার বুক পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে শুধু। মনে হচ্ছে, দরজা খুললেই হুড়মুড় করে ঢুকে পড়বে ছেলেটা। চকিতে পকেট থেকে বের করবে পিস্তল কিংবা ধারালো কোনও অস্ত্র। এছাড়া অন্য অনেক কিছু ঘটতে পারে। আজকাল তো নাবালকরাও জঘন্য সব অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে।

কী ভেবে সাহস সঞ্চয় করে বেগম হাউস কোটের কলার দিয়ে নেকলাইন ঢেকে দরজা খুলে দেয়।

ছেলেটার হাতে একটা প্যাকেট। ছেলেটা বলে, আপনার নাম বেগম সেনগুপ্ত তো? বেগম হ্যাঁ বলতেই ছেলেটা বেগমের হাতে প্যাকেটটা তুলে দিতে দিতে আবার বলে, লেক গার্ডেন্সের ঋষভ কাকু এই প্যাকেটটা আপনার হাতেই দিতে বলেছে।

বেগমের বুকের মধ্যে ভূমিকম্প শুরু হয় সহসা। মেরুদণ্ড বেয়ে মাথা থেকে একটা ঠাণ্ডা স্রোত নেমে যায় নিচে।

ঋষভের পাঠানো ছেলেটা চলে গেছে অনেকক্ষণ। বেগম ক্যালেন্ডারের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে দ্যাখে আজকের দিনটাই চুইখিমের সেই শেষ রাত্রের তারিখ। তেরোই ফেব্রুয়ারি। ভ্যালেন্টাইনস ডে-র ঠিক আগের দিন।

বেগম ভেবেছিল, বিবাহিত জীবনের দৈনন্দিনতার পলি মাটির নিচে সেই বাঁধ ভাঙা জীবনের স্রোত চাপা পড়ে গিয়েছে। কিন্তু আজ আবার তা ফল্গু নদীর মতো বহমান দেখে বেগম কেঁপে যায়।

নিঃশ্বাস বন্ধ করে হাতে প্যাকেটটা নিয়ে সোফায় এসে বসে বেগম। ধীরে ধীরে প্যাকেটের মোড়ক খুলতে থাকে। প্যাকেটের ভেতর সাদা শোলার টুকরো দিয়ে মোড়া একটা জুয়েলারি বক্স। লাল রঙের। বাক্সের ঢাকনা খুলতেই বেগমের দু-চোখ বিস্ফারিত হয়ে যায়। যেন মধ্যপ্রাচ্যের কোনও হারেম থেকে তুলে আনা এক মহামূল্য কিউরিয়ো। ছোট বড় অজস্র সবুজ পান্না দিয়ে তৈরি একটা চওড়া নেকলেস। তারই পাশে ছোট্ট একটা চৌকো কাগজের টুকরোতে লেখা— চুইখিমের সেই চাঁদনি রাতকে মনে রেখে। পৃথ্বীর সুন্দর হাতের বাংলা লেখা চিরকুটটা জুড়ে।

বেগম সঙ্গে সঙ্গে গ্যাসের ওভেন জ্বেলে চিরকুটটা পুড়িয়ে ছাই করে দেয়।

তখনই রণজয়ের চোয়াল চাপা ম্যাচো মুখটা ভেসে ওঠে বেগমের চোখের সামনে। সে কী রনিকে বলে দেবে সব? না কি কোনও অনাথ আশ্রমে দান করে দেবে এই মহার্ঘ নেকলেস? নয়তো রণজয়কে লুকিয়ে ব্যাংকের লকারের এক কোণে ফেলে রেখে দেবে আমৃত্যু।

কিন্তু কিছুই করে না বেগম শেষ পর্যন্ত। ভেবে দেখল, এত দামী নেকলেস বাড়িতে রাখা নিরাপদ নয়। কোনও দিন রণজয় কিছু জিজ্ঞেস করলে ভারি বিপদে পড়বে সে। এসব ক্ষেত্রে পুরুষমানুষকে কিছু না জানানোই দাম্পত্য শান্তিরক্ষার পাসওয়ার্ড।

বিয়ের পর থেকে বেগম দেখেছে রণজয়ের জীবন চর্চায় বড় বেশি ছক। 'চল নিয়ম মতে'। রবীন্দ্রনাথের তাসের দেশের ছক্কা চরিত্রটা যেন রনির জীবনের আইডল। দায়িত্ব আর কঠোর পরিশ্রম তাকে কর্পোরেট জগতের এক একটা ধাপ পেরতে সাহায্য করেছে। ল্যাডারের একেবারে শীর্ষে পৌঁছবার জন্য ষড়যন্ত্র করতেও পিছপা হয়নি সে। রনি প্রায়ই বলে, জানো বেগম, বিহাইন্ড এভরি গ্রেট ফরচুন দেয়ার ইজ আ ক্রাইম। অফিস থেকে ফিরে গভীর রাত পর্যন্ত সে ল্যাপটপে বসে থাকে অফিসের কাজ নিয়ে। জাস্টিন বিবার কিংবা টেলর সুইফটের গান বাজতে থাকে মৃদুস্বরে। অফিস থেকে ফেরার সময় অফিসের কোনও না কোনও সহকর্মীকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে। ডিনার খাওয়ায়।

খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে রণজয় কখনও বলেনি, চলো বেগম আজ লঙ ড্রাইভে যাই। ঘুরে আসি মন্দারমণি কিংবা রায়চক। এখন পর্যন্ত ওদের হনিমুনেই যাওয়া হয়নি। বেগম হনিমুনের কথা তুললেই রণজয় হাসতে হাসতে বলে গুডগার্ল, একটু অপেক্ষা কর। নেক্সট প্রমোশনটা হয়ে গেলেই কোম্পানির দু-নম্বর চেয়ারটা আমার। আহুজাকে টপকে যাব আমি। তখন তোমাকে হনিমুনে নিয়ে যাব। কোম্পানির পয়সায় একেবারে বিদেশে, আমাজনের জঙ্গলে। তিরিশ ঘণ্টার ফ্লাইটে পৌঁছে যাব মা নৌসে। তারপর কুড়ি মিনিট নৌকা বিহার করে আমাজন নদীর তীরে এক জঙ্গল ঘেরা মেহগনি কাঠের বনকুটিরে। ক্লান্ত হয়ে আমরা শুয়ে পড়ব। রাত কাটাবো সেখানে। সকালে আমাদের ঘুম ভাঙবে এক স্বর্গে। কুটিরের পেছনের নির্জন সুইমিং পুলে আমরা হুটোপুটি করে স্নান সারবো। তোমার পরনে থাকবে দুধ সাদা টু পিস। মাথায় সুইমিং ক্যাপ আর চোখে থাকবে জল চশমা। তোমার কোমরের কাছে বন্ধনীর মতো যে সংস্কৃত মন্ত্রের ট্যাটু আছে তার অর্থ বোধগম্য হবে সেদিন। নৌকায় ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে দেখবো নদীর পারে সারি সারি মেছো কুমির শুয়ে আছে। দেখব, ক্রোকোডাইল বার্ড কী করে কুমিরের হা করা মুখের মধ্যে বসে দাঁত থেকে ময়লা খুঁটে খুঁটে নিচ্ছে। নৌকায় বসেই জলে লম্বা ছিপ ফেলবে তুমি। মুহূর্তের মধ্যে হাতে উঠে আসবে ছটফটে পিরানহা মাছ।

বেগম বলেছিল, ফ্যান্টাস্টিক! এ যে দেখছি, একেবারে ডিসকভারি চ্যানেল।

রণজয় বলেছিল তবে! এই বিলেটেড হনিমুনের কোনও কথা হবে না। মরদ হ্যায় তো এইস্যা।

ফ্রিজ খুলে ঠাণ্ডা জল খায় বেগম। এবার পৃথ্বীর পাঠানো সবুজ নেকলেসটা গলায় পরে নেয়। তারপর ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ায় বেগম। সারা গলা জুড়ে রয়েছে নেকলেসটা। পান্নার আলো ঠিকরে পরে আয়নায় প্রতিবিম্বিত হচ্ছে।

লোভ সামলাতে পারে না বেগম কিছুতেই। সে ভাবে যেমন করে হোক এ মণিহার তাকে রেখে দিতেই হবে। অথচ এত দামী একটা নেকলেস সে রণজয়কে লুকিয়ে কিছুতেই পরতে পারবে না তাই দ্রুত একটা চাতুরির আশ্রয় নেয় সে। নেয় কৌশল।

একটা জলজ্যান্ত ক্রিমিনালের মতো বেগম খুব সন্তর্পণে আবার নেকলেসটা বাক্সের মধ্যে পুরে দেয়। চারপাশের মোড়কটা আগের মতোই বাক্সের গায়ে জড়িয়ে দেয়। এখন আর বাইরে থেকে বোঝাই যাচ্ছে না বাক্সটা খোলা হয়েছিল আগে। তীক্ষ্ণভাবে

বাক্সটা পরীক্ষা করে রণজয়ের কথাটাই মনে করে, বিহাইন্ড এভরি গ্রেট ফরচুন দেয়ার ইজ আ ক্রাইম।

এবার দ্রুত নিজেকে পাল্টে নিয়ে বাইরে বেরবার প্রস্তুতি নেয় বেগম। অল্প একটু প্রসাধন সেরে দরজায় চাবি লাগিয়ে পৃথ্বীর পাঠানো নেকলেসের বাক্সটা নিজের হ্যান্ডব্যাগে ঢুকিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়। অল্প একটু ছলনার আশ্রয় নিলে পৃথ্বীর গিফট চিরদিনের মতো তার— এই বোধ তাকে এক ধরনের তৃপ্তি দিচ্ছিল।

ওদের কমপ্লেক্সের সামনেই একটা হলুদ রঙের ট্যাক্সি দাঁড়িয়েছিল। ট্যাক্সি ড্রাইভার গাড়ির বাইরে বেরিয়ে লাল ঝাড়ন দিয়ে ট্যাক্সির গা মুছছিল। কিছু জিজ্ঞেস না করেই ট্যাক্সির দরজা খুলে তাতে দ্রুত উঠে পড়ে বেগম। ট্যাক্সি ড্রাইভার ড্রাইভিং সিটে বসে পড়েছে এবার। ট্যাক্সির গদিতে গা এলিয়ে দিয়ে বেগম অস্ফুটে বলে, ল্যান্সডাউন।

উর্দিপরা মাঝবয়সী ট্যাক্সিওলা বুঝতে না পেরে পেছন দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, জি মেমসাব? বেগম উত্তর দেয়, ট্যাক্সি অ্যাসোসিয়েশনের অফিস— বেলতলা।

ট্যাক্সি ড্রাইভার রিয়ারভিউ মিরর দিয়ে বেগমকে দেখে কয়েক পলক। আয়নার ভেতর দিয়ে বেগমের সঙ্গে চোখাচুখি হতেই চোখ নামিয়ে নিয়ে গাড়িতে স্টার্ট দেয়। হু হু করে এগিয়ে যায় ট্যাক্সি। রোদ্দুর উছলে পড়েছে ট্যাক্সির গায়ে।

তখন বেলা একটা। বেলতলায় ট্যাক্সি অ্যাসোসিয়েশনের সামনে থামতেই ভাড়া মিটিয়ে ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়ে বেগম। অফিস ঘরে একজন ডাকাত-ডাকাত চেহারার লোক বসে আছে একা। লোকটার সামনে একটা পুরনো ধাঁচের কমপিউটার। কি বোর্ডের বোতামগুলোর অতি ব্যবহারে রঙ উঠে গেছে। বেগমের পরনে একটা পা চাপা সাদা লেগিংস আর ঢোলা টপস। বেগমকে দেখে লোকটা চেয়ারে রাখা একটা পা নামিয়ে নিয়ে সভ্য হয়ে বসল। কেমন যেন লোলুপ দৃষ্টি লোকটার চোখে মুখে।

বেগম নেকলেসের প্যাকেটটা দেখিয়ে মিষ্টি হেসে বলল, এই প্যাকেটটা আমি আধঘণ্টা আগে একটা ট্যাক্সির ভেতর পেয়েছি নম্বরটা মনে নেই ট্যাক্সির।

দেখেছেন কী বে-আক্কেলে সব প্যাসেঞ্জার। কোন জায়গায় পেয়েছেন বলুন তো?

একটু চুপ করে থেকে বেগম বলল, সাউথ সিটি মল থেকে কালিঘাট যাচ্ছিলাম। ট্যাক্সিতে উঠে দেখি গদির নিচে দরজার ফাঁকে পড়ে আছে প্যাকেটটা। লোকটা বলল, আপনি ট্যাক্সিওলাকে কিছু জিজ্ঞেস করেননি?

না ভাবলাম এখানে জমা দিলেই জিনিসটা ঠিকঠাক মালিকের কাছে পৌঁছে যাবে।

হ্যাঁ, তাতো যাবেই, তবে ট্যাক্সির নম্বর পেলে কাজটা অনেক সহজ হতো।

বেগম বলল, ট্যাক্সির নম্বরটা আমার মনে নেই।

লোকটা বলল, ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব ম্যাডাম।

বেগম বলল, দেখবেন যেন ভুল লোকের কাছে প্যাকেটটা না চলে যায়।

চিন্তা করবেন না। আমরা জরুর পাত্তা লাগাবো। একেবারেই মালিকের খোঁজ না পাওয়া গেলে আপনি এসে এটা ফেরত নিয়ে যাবেন। তারপর পত্রিকায় বিজ্ঞাপন-টিজ্ঞাপন দেবেন না হলে—।

তারপর হাসতে হাসতে বলে, প্যাকেট খুলে মালটা বের করে নিজেরাই ভোগ করবেন।— সত্যি, আপনাকে দেখে অবাক লাগছে এরকম সৎ প্যাসেঞ্জার তো আজকাল দেখাই যায় না।

লোকটা ট্যাক্সি অ্যাসোসিয়েশনের লেটার হেডে কী সব লিখে রবার স্ট্যাম্প দিয়ে ছাপ মেরে সই করে দিয়ে বলল, এই রসিদটা রেখে দেবেন। মালিকের খোঁজ না পাওয়া গেলে এই রসিদ যে কেউ দেখালে প্যাকেটটা ফেরত পেয়ে যাবে।

তারপর বেগমের নাম-ঠিকানা একটা লম্বা খাতায় নোট করে নিয়ে লোকটা বলল, নিন, এখানে একটা সই করুন।

বেগম খস খস করে খাতায় সই করে দিয়ে বলল, থ্যাংক ইউ।

বাড়ি ফিরে স্বস্তি ফিরে পায় বেগম। শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে রোজকার মতোই গলা ছেড়ে গান গাইতে গাইতে স্নান সারে।

রাতে রণজয় অফিস থেকে ফিরে এলে ওর হাত থেকে

ল্যাপটপ আর ব্রিফকেস নিতে নিতে বলে, জানো আজ কী হয়েছে।

রণজয় মজা করে বলে, কী হয়েছে সুইট হার্ট?

আজ সাউথ সিটি মলে শপিং করতে গিয়ে ট্যাক্সির ভেতর একটা ছোট্ট প্যাকেট কুড়িয়ে পেয়েছি।

সে কী! কিসের প্যাকেট? খুব অন্যায় করেছ, বিজ্ঞাপন দ্যাখোনি, মালিক বিহীন কোনও পড়ে থাকা জিনিস ছোঁয়া উচিত নয়। কোথায়, কোথায়, প্যাকেটটা?

ভবানীপুরে ট্যাক্সি অ্যাসোসিয়েশনের অফিসে তক্ষুনি জমা দিয়ে এসেছি। আসল মালিক হয়তো প্রমাণ দেখিয়ে ফেরত নিয়ে যেতে পারে প্যাকেটটা। কোনও বিদেশী প্যাকেট মনে হল।

লাইক আ গুড গার্ল। রণজয় বাচ্চা মেয়ের মতো বেগমের গাল টিপে আদর করে।

হাসে বেগম। আদুরি হয়ে বলে, এই তুমি এক কাজ করবে?

বল কী আদেশ বেগম সাহেবা?

শোনো, সামনের শনিবার তো উইকএন্ড। তুমি অফিস থেকে ফেরবার সময় ভবানীপুরে ট্যাক্সি অ্যাসোসিয়েশনের অফিসে গিয়ে প্যাকেটটার খোঁজ নিয়ে আসবে। না হলে, আমার কাছে ওদের রিসিট আছে, রিসিট দেখিয়ে ফেরত নিয়ে আসবে প্যাকেটটা। হারিয়ে যাওয়া প্যাকেটের ওনার নিউজ পেপারে বিজ্ঞাপনও দিতে পারে।

রণজয় মজার মতো মুখ করে বলল, যো হুকুম, সুইট হার্ট।

বেগম রণজয়ের গা থেকে কোট খুলতে খুলতে বলে, কী মনে থাকবে তো? না, কাজের ভিড়ে বিলকুল ভুলে মেরে দেবে।

শনিবার সকাল থেকেই বেগম খুব চঞ্চল। ঘরের টুকিটাকি কাজ সেরে ড্রেসিং টেবিলের সামনে গদি মোড়া টুলে বসে হেয়ার ব্রাশ দিয়ে চুল আঁচড়াতে থাকে অহেতুক। মিউজিক সিস্টেমে মৃদুভাবে রবীন্দ্রনাথের গান চালিয়ে দেয়। তারপর কার্পেটের উপর লম্বাভাবে শুয়ে যোগ চর্চা শুরু করে। রণজয় এখনও বিছানায়। বাচ্চা ছেলের মতো হাঁটু দুমড়ে শুয়ে আছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যে সে অফিস চলে যাবে। ফেরার সময় তার হাতে থাকবে পৃথ্বীর নেকলেস।

বেগমের খুব জানতে ইচ্ছে করে, পৃথ্বীকে এখন কেমন দেখতে হয়েছে। সেই রকমই প্রাণ প্রাচুর্যে ভরা আছে কি এখনও সে?

তখনই আবার সেই কলেজের দিনগুলো ভিড় করে আসে মাথায়। মনে আছে, সল্টলেকের সিটি সেন্টারে এক সদ্য খোলা রেস্তোরাঁয় ওরা চিকেনের একটা স্পেশাল প্রিপারেশন খেয়েছিল বড় দিনের এক সন্ধ্যায়। পৃথ্বী খাবার শেষে ডিশটা যে নিজে হাতে বানিয়েছে সেই সাদা পোশাকের মাথায় টুপি পরা শেফকে নিজের টেবিলে ডেকে পাঠিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে স্ট্যান্ডিং ওভেশন জানিয়েছিল। কনগ্র্যাচুলেট করেছিল অসাধারণ ডিশটা বানানোর জন্য। তখন জীবন ওইরকমই ছিল। তখন জীবনকে মনে হতো কী দারুণ একটা পাওয়া। অথচ মাত্র কয়েক বছরের তফাতে সব কিছু কেমন ওলোট-পালোট হয়ে গেল।

রণজয় অফিস যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। নিচে চেনা হর্ন বাজাচ্ছে অফিসের পিকআপ ভ্যান। হাতে ল্যাপটপের ব্যাগ ও ব্রিফকেস রণজয়ের। অনেকটা পথ হেঁটে লিফটের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে সে। লিফটের দরজা খুলতেই রনি পেছন ফিরে তাকায় রোজকার মতোই। বেগমের দিকে তাকিয়ে হাসে একবার। অভ্যাস মতো হাত নাড়ে। লিফট ডুবে যায়।

আজ সারা দুপুর ঘুমোতে পারে না বেগম। বিছানায় শুয়ে ছটফট করে। পৃথ্বীর পাঠানো নেকলেসটা গলায় জড়িয়ে রাখার বাসনাটা উত্তাল হয়ে ওঠে ক্রমশ। উন্মাতাল হয়ে ওঠে সে। আবার একই সঙ্গে শঙ্কিত হয়, যদি সামান্য ছলনাটুকু রণজয়ের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ে। রণজয় যদি বুঝতে পেরে যায় সব।

সন্ধে হতে না হতেই বেগম ট্যাক্সি অ্যাসোসিয়েশনের অফিসে ফোন করে। রিসিটের নম্বর বলে প্যাকেটের খোঁজ করতেই ও প্রান্ত থেকে উত্তর আসে প্যাকেটের মালিকের হদিস পাওয়া যায়নি। তবে আজ তিনটে নাগাদ এক ভদ্রলোক জমার রসিদ দেখিয়ে মালটা ফেরত নিয়ে গিয়েছে।

খুশিতে বেগমের মন নেচে ওঠে। মিউজিক সিস্টেমের ভলিউম বাড়িয়ে শুনতে থাকে হিন্দি সিনেমার একটা চেনা গান। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে হাতে ঢেউ খেলিয়ে বাজনার তালে তালে আইটেম গার্লের মতো নেচে ওঠে কয়েক পলক। আনন্দের আতিশয্যে কী করবে না করবে ঠিক করতে না পেরে অযথা সারা শরীরে ছড়িয়ে নেয় এক রাশ পারফিউম। সুগন্ধিতে ভরে ওঠে ঘর।

আর কিছুক্ষণ পরেই রণজয় চলে আসবে পৃথ্বীর নেকলেস নিয়ে। বেগম রণজয়ের চোখের সামনেই একটু একটু করে নেকলেসের প্যাকেটের মোড়ক খুলবে। চোখের সামনে পৃথ্বীর গিফট করা সেই পান্নার নেকলেসটা বেরিয়ে পড়বে। সারা জীবনের মতো নেকলেসটা হয়ে যাবে তার।

তখন ঘড়িতে ঠিক আটটা পনেরো। কমপ্লেক্সের মাঠ থেকে গাড়ি ব্যাক করার চেনা গানের সুর মিলিয়ে যাচ্ছে একটু একটু করে। অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে হর্নের শব্দ। আর কয়েক মিনিটের মধ্যে রণজয় চলে আসবে উপরে। রণজয় বোধহয় লিফটে উঠে পড়েছে। আর কয়েক মিনিটের মধ্যে রণজয় পৌঁছে যাবে এই আটতলায়। আকাঙ্খিত নেকলেস হবে তার।

ফ্ল্যাটের দরজা খুলে দাঁড়িয়ে আছে বেগম। রোজকার মতোই। রনির প্রিয় লেগিংসটা পরে নিয়েছে সে। গায়ে ছড়িয়েছে সুগন্ধি। লিফট উপরে উঠে আসতেই বেগম দেখতে পায় দৃপ্তভঙ্গীতে এগিয়ে আসছে রণজয়। রনির পাশে কালো কোট প্যান্ট পরে একটা অল্প বয়সী মেয়ে। ওরা কাছে আসতেই বেগম দেখতে পায় ওই মেয়েটির গলায় পৃথ্বীর দেওয়া সবুজ নেকলেসটা ঝলমল করছে।

কী বলবে বেগম বুঝতে পারে না সহসা। দাঁতে-দাঁত চাপা বন্ধ ঠোঁট কেঁপে উঠল তার। আকাশনীল চোখের কোনা ভরে উঠল জলে। ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে পৃথ্বীর প্রথম যৌবনের চেনা চেহারা। মিলিয়ে যাচ্ছে তার সমস্ত স্মৃতি।

ঘরের ভেতর পা রেখেই রণজয় পৃথ্বীর দেওয়া নেকলেসের প্যাকেটটা ব্রিফকেস থেকে বের করে বেগমের হাতে তুলে দেয়। আগের মতোই প্যাক করা অবিকল। মনেই হচ্ছে না খোলা হয়েছিল দু-দুবার। মুহূর্তের মধ্যে প্যাকেটটা ওদের সামনে ছিঁড়ে ফেলে বেগম। দ্যাখে, ওই জুয়েলারি বাক্সে একটা বাজার চলতি নকল পাথরের হার।

ঠিক তখনই রণজয় পাশের মেয়েটিকে দেখিয়ে বেগমকে বলে, মিট মাই সেক্রেটারি আয়েশা। মেয়েটি অল্প হেসে বলল, আয়েশা সুলতানা।

বেগমের মাথা ঘুরে যায়। রক্তচাপ বেড়ে যেন আকাশে উঠে যায়। হঠাৎই হতাশ হয়ে সোফায় বসে পড়ে সে।

আয়েশা নামের ধারালো চেহারার মেয়েটি উদ্বিগ্ন হয়ে বলে, হোয়াট হ্যাপেন্ড ভাবি! এনিথিং রং?

সেই মুহূর্তে বেগমের ইচ্ছে করছিল, মেয়েটির চুলের মুঠি ধরে এক থাপ্পড় মেরে তাকে বাড়ি থেকে বের করে দেয় ঘাড় ধাক্কা দিয়ে। কিন্তু ওসব কিছুই করে না সে। শুধু বসে থাকে।

বিয়ের শাড়ি বেনারসি

বিয়ের শাড়ি বলতেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে লাল বেনারসি। সঙ্গে ফুলশয্যা বা রিসেপশনের জন্যও রঙিন বেনারসির কদর কম নয়। বিয়ে বাড়িতে আমন্ত্রিত অতিথি আত্মীয় অভ্যাগতরাও অনেকেই পরেন বেনারসি। এবারের ফ্যাশনে থাকছে সেই বেনারসির রকমফের।

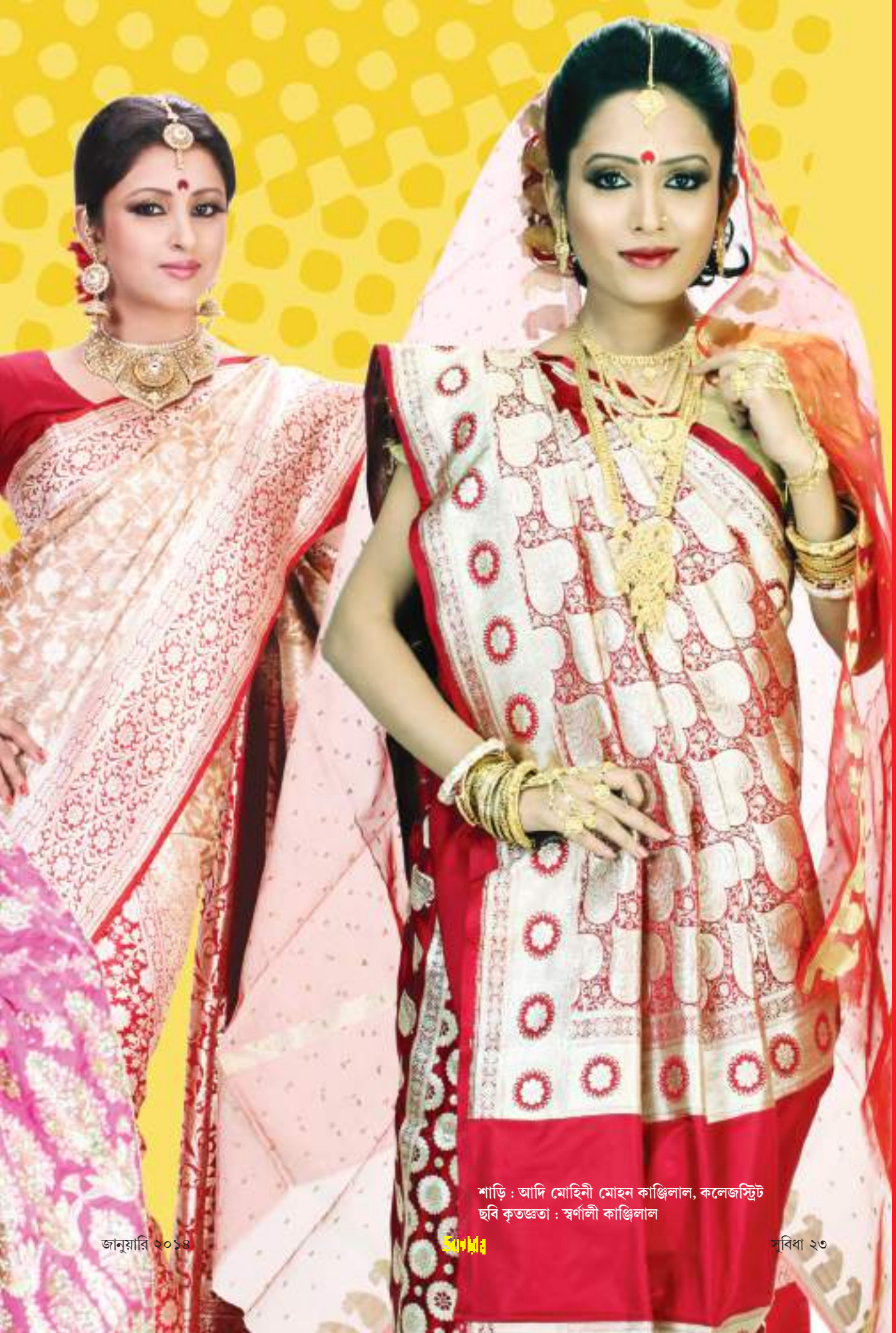

শাড়ি : আদি মোহিনী মোহন কাঞ্জিলাল, কলেজস্ট্রিট
ছবি কৃতজ্ঞতা : স্বর্ণালী কাঞ্জিলাল

মাত্র ১৮ বছর বয়সে আফ্রিকা ভ্রমণের সুযোগ এসেছিল **শাকেত ব্যানার্জি**র জীবনে। তাঁর সেই অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়ার চেষ্টা সুবিধার পাঠকদের সঙ্গে

আফ্রিকা সফরে

ন্যাশনাল জিওগ্র্যাফিক বা ডিসকভারি চ্যানেলে বনে জঙ্গলের নাটক দেখতে যাঁরা ভালবাসেন, দিনে রাতে যাঁরা ওই সব চ্যানেলে বাঘ, সিংহ, হাতির প্রেম কাহিনি থেকে জীবনযুদ্ধের মেগা দেখেন, তাঁদের হঠাৎ করে যদি আফ্রিকান সাফারিতে যাওয়ার সুযোগ ঘটে, তাহলে? সে তো হবে স্বপ্নপূরণ। আর এমনই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয় আমার জীবনে ২০০৯ সালে, যখন আমি সদ্য ১৮ বছরের যুবক। ওই বয়সেই আফ্রিকান সাফারিতে যাওয়ার সুযোগ ঘটে আমার। আমার মা (সুদেষ্ণা রায়)এর ছবিরর সাফল্যে, ওঁর প্রযোজকদ্বয় স্নিগ্ধা ও সুমিত বসু ঠিক করেন ছবির দুই পরিচালক, মানে মা ও অভিজিৎ গুহ, কার্যনির্বাহী প্রযোজক সানি ঘোষ রায়কে নিয়ে যাবেন আফ্রিকান সাফারিতে কিনিয়া। যেহেতু ছজনের একটি দল গেলে প্যাকেজটা সুবিধাজনক হয়, তাই আমাকেও নিয়ে যাওয়ার একটি প্রস্তাব আসে। আমি যেমন বলা তেমনই এক পা তুলে রাজি হয়ে যাই। ১৮ বছর যে তেমনই বয়স যখন সুযোগের সদ্ব্যবহারই হল বয়সের ধর্ম।

ক্রিসমাসের দিন সকাল সকাল বেরিয়ে পড়ি মুম্বই-এর উদ্দেশে। রাতে আবার ফ্লাইট নিলাম নায়রোবির জন্য। ২৬ তারিখ সকালে পৌঁছে গেলাম কিনিয়ার রাজধানি শহর নায়রোবিতে। সুন্দর ছিমছাম শহর, ছোট ছোট পাবস ও রেস্তোরাঁয় ভরপুর একটি এলাকায় ঘুরে বেড়ালাম সকাল থেকে দুপুর। পুরনো রেল স্টেশন, কিছু পার্ক ও সরকারি এলাকায় ঘুরে, একটি ওপেন এয়ার পাব-এ বসে চুমুক দিলাম বিয়ার-এর গ্লাসে। ১৮ বছর হয়ে গেছে তাই পেয়েছি ছাড়পত্র বিয়ার খাওয়ার। কিন্তু মার শ্যেন দৃষ্টি উপেক্ষা করে আর দ্বিতীয় গেলাসটি নেওয়া গেল না। খাবার ছিল কন্টিনেন্টাল, মাংসের ভ্যারাইটি ডিশ থেকে বেছে নিলাম ল্যাম্ব রোস্ট ও মিন্ট সস মানে পুদিনা সস। আসলে আফ্রিকায় বেড়াতে এলে মাংসাশী হওয়াটা খুবই জরুরি, আর খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে মনটা খোলা রাখা প্রয়োজন। তবে মা নিরামিষাশী হলেও, ফল, দুধ, মিষ্টি, স্যালাড খেয়ে বেশ আনন্দেই ছিলেন।

সাতাশ তারিখ সকাল সকালই সাফারি ভ্যান নিয়ে চলে আসেন চালক ফ্রেড। ফ্রেড খুব মজার মানুষ, শুধু গাড়ির চালক বললে ভুল বলা হবে। আফ্রিকা সম্পর্কে ওঁর সম্যক ধারনা যেমন ছিল, তেমনই বাকপটুও তিনি। রাস্তায় যেতে যেতে নানা গল্পের মধ্যে হঠাৎ বলে উঠলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট-ও প্রথম জীবন কাটিয়েছেন এই কিনিয়াতেই। বারাক ওবামা প্রথম কালার্ড প্রেসিডেন্ট ঠিকই, কিন্তু গুগল ঘেঁটে জানতে পারলাম, উনি নন, ওঁর বাবা কিনিয়ায় ছিলেন ছোটবেলায়। তবে এ নিয়ে আর বিতর্কে যাই নি। কারণ ফ্রেড-এর এ ধরনের গল্পে একটা মুখরোচক, মুচমুচে স্বাদ ছিল যা কোনওভাবেই হারাতে চাইনি আমরা।

নায়রোবি থেকে বেশ ঘণ্টা তিনেকের ড্রাইভ শেষে পৌঁছলাম অ্যাবারডিয়ার কান্ট্রি ক্লাব। কান্ট্রি ক্লাব বলতে যা বোঝায়, তার থেকে হাজারগুণ বড় এক ওয়াইল্ড লাইফ পার্ক-এর মাঝে এই ক্লাব। এখানে জিরাফ ও জেব্রা ঘুরে বেড়ায় অবাধে। গাছ-পালা, লন ফুলের কেয়ারির সঙ্গে মিশে আছে সাভানা গ্রাসল্যান্ড ধরনের জমি। আফ্রিকা বা কিনিয়ায় জঙ্গল সুন্দরবন বা উত্তরবঙ্গের মতো গহন নয়। মাইলের পর মাইল ধূ ধূ প্রান্তর, কখনও পাথরে ভরা, কখনও বা নদী বা লেক বয়ে যাচ্ছে। কান্ট্রি ক্লাব-এও ছিল একদিকে কিনিয়ার স্বাভাবিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, অন্যদিকে ক্লাবের সুসজ্জিত লন। লাঞ্চ খেলাম বড় ডাইনিং হল-এ। সাতরকম মাংস ছিল বুফেতে। বলেছিলাম না এ হল মাংসাশীর দেশ। জীবনে প্রথম আমি খেলাম বুনো হাঁস ও খরগোসের মাংস। স্বাদ এখনও লেগে আছে জিভে। খাবার খেয়ে ঘুরতে বেরলাম ক্লাবের আশপাশে। হঠাৎ মুখের সামনে এসে দাঁড়াল ময়ূর ভাই। পেখম তুলে কী নাচ তার, যেন আমাকেই সে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে ছবি তুলতে। ফট করে বের করে ফেললাম ক্যামেরা। ক্লিক, ফ্ল্যাশ! পরমুহূর্তেই ছুট ছুট ছুট। ময়ূর বাবাজী ভয়ঙ্কর ক্ষেপে উঠেছেন। ফ্ল্যাশ ওঁর পছন্দের নয়। তাড়া করে এলেন আমার দিকে। কার্তিকের বাহন বলে কথা। তার সামনে যুদ্ধং দেহি না হয়ে, পালানোটাই শ্রেয় বলে মনে করে ছুটে এলাম ক্লাবের লাউঞ্জে। লেসন নম্বর এক : বন্য প্রাণির ছবি তুলতে গেলে ফ্ল্যাশ দেওয়া বা আওয়াজ করা মোটরাইজড ক্যামেরা একদম নেওয়া চলবে না।

সেদিন দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে না হতে রাতের মতো পোশাক সঙ্গে করে আর টুথব্রাশ ব্যাগে পুরে উঠে পড়লাম বড় বাস-এ। রাত কাটাব, কাছেই দ্য আর্ক-এ। জলা জমির ধারে কাঠের আর্ক, বাইবেল-এর নোহার বিশাল জাহাজের আকৃতিতে তৈরি রিজর্ট। ছোট ছোট কাঠের ঘর, আর সংলগ্ন বারান্দা। সেই বারান্দা থেকে দেখা যায় সামনের জলাভূমি যেখানে সন্ধের আগমনে আসে আশপাশ থেকে জন্তু জানোয়ারেরা। সূর্যাস্তের মুহূর্তে, বারান্দায় বসে কফি খাচ্ছিলাম, আর একদৃষ্টে চেয়েছিলাম আমাদের বহু কাঙ্খিত বন্য জন্তুদের জন্য। এলো একজোড়া বাইসন, কিছুক্ষণ পর একটি বন্য শূকর। ছোট হরিণ, এক ঝাঁক পাখি। কিন্তু মন ভরছিল না। কোথায় সেই 'বিগ-ওয়াইল্ড ফাইভ' আফ্রিকার : হাতি, গন্ডার, সিংহ, লেপার্ড, হিপোপটেমাস।

সেদিন রাতে ওই বাইসন ও বন্য শূকর দেখেই ঘুমোতে গেলাম। আর্ক-এর ম্যানেজার বলেছিলেন রাতে হাতির পাল আসতে পারে। আর তখন নাকি ওঁরা ঘণ্টা বাজাবেন। আমরা বারান্দায় গিয়ে দেখব। সারা রাত কানখাড়া করেই ঘুমোলাম, কিন্তু কোনও ঘণ্টা বাজেনি। সকালে ব্রেকফাস্ট খেয়ে আবার চরৈবেতি।

ফ্রেড-এর গাড়িতে চড়ে এবার আমাদের গন্তব্য মাউন্ট কিনিয়া সাফারি ক্লাব। পথে দুধারে সাভানা গ্রাস ল্যান্ড, মাঝে মধ্যে জেব্রা বা জিরাফের দল। পথেই পড়ল 'নান্যিউকি, যেখান দিয়ে চলেছে আমাদের পৃথিবীকে দুভাগ করে যে কাল্পনিক রেখা, সেই ইকুয়েটার, (নিরক্ষরেখা বা বিষুব রেখা)। সেখানেই আমরা নিয়ে নিলাম সার্টিফিকেট, আর দেখলাম করিওলিস এফেক্ট। জল যখন ফানেল দিয়ে পড়ছে বিষুবরেখার উত্তরে তখন যাচ্ছে ঘড়ির কাঁটার মতোই বাঁ থেকে ডান দিকে, আর বিষুবরেখার দক্ষিণে ঠিক উল্টোটা।

মাউন্ট কিনিয়া সাফারি ক্লাব রিজর্টটা এক কথায় দুর্দান্ত। পাঁচ তারা হোটেলের সব বিলাসিতা, তার সঙ্গে বিশাল দিগন্ত বিস্তৃত লন, তাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে বিশালাকায় কালো সাদা পেলিকান জাতীয় পাখি। গাছে গাছে খেলে বেড়াচ্ছে সাদা ল্যাজ বিশিষ্ট লাঙ্গুর বাঁদর। কৃত্রিম কিছু ঘাসের ভুলভুলাইয়া যেখানে হারিয়ে যাচ্ছে অল্প বয়সী দম্পতিরা। বিকেলে আমরা বেরলাম, কাছের জঙ্গলে, আমাদের চালক ফ্রেড-এর ভ্যান করে। আর হঠাৎই ব্রেক কষে দাঁড়াল ফ্রেড। আমরা জিজ্ঞেস করলাম কী হল। ও ইঙ্গিতে চুপ করতে বলল। আঙ্গুল দিয়ে দেখাল, সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি সিংহি। বয়স বছর খানেক হবে, খুঁজছে তার দলকে। মুখ দিয়ে আওয়াজ দিচ্ছে, 'মমমও ... মমমও...'। হঠাৎ শুনলাম আমাদের গাড়ির ভেতরও ওই রকম আওয়াজ হচ্ছে। সিংহিও ঘুরে তাকাল গাড়ির দিকে। তাহলে কি পিছনে ওর মা এসেছে? না ওটা ছিল আমার মা। উনি সিংহের ডাক প্র্যাক্টিস করছিলেন! সহ পরিচালক রানা মামা (অভিজিৎ গুহ) তো খেপে লাল! কী হচ্ছেটা কী? সিংহি যদি আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে? না তেমন কিছু হবে না, এ খুব অল্পবয়সী সিংহি। দলকে খুঁজছে, জানালেন ফ্রেড।

ফেরত আসার পথে, মার জন্মদিনের জন্য কিছু জিনিসপত্র কিনতে গিয়ে আমাদের আক্কেলগুরুম। তিন হাজার মাইল দূরত্ব হলে কী হবে, এখানেও দরদস্তুর করাটা একটা শিল্পের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। সে লাল লঙ্কাই হোক বা লাল ওয়াইন, দামের কোনও মাপকাঠি নেই। তবে আমরা ভারতীয়, দরদস্তুর বোধহয় রক্তে আছে, ঠিক হিসেব করে নিজের দেশের হারে যা যা কেনার কিনে ফিরে এলাম। রাতের পার্টিটা কিন্তু জমেছিল খুব।

পরদিন ভোর হতে না হতে লেক নাকুরুর উদ্দেশে রওনা হওয়া। রাতে যেহেতু অনেকক্ষণ জেগেছিলাম, তাই ভ্যান-এ বসে ঘুম ঘুম পাচ্ছিল। কিন্তু সে ঘুম কেটে গেল লেক নাকরুর সামনে এসে। 'মনে' বা 'ভ্যান গগ'-এর চিত্রকলার পূর্ণ আস্বাদ যেন পেলাম। লেকের নীল জলের উপর শয়ে শয়ে গোলাপি ফ্ল্যামিঙ্গোর সার। এটা যেন ঈশ্বরের নিজস্ব পেন্টিং। মনের ক্যানভাসে যখন এই ছবি ধরে রাখছি আমি, পাশ থেকে খটখট আওয়াজ। আর সবাই ওই ছবি ক্যামেরাবন্দী করছে তখন। লেক নাকুরুর কাছেই একটি টিলার উপর ছোট ছোট কটেজ-এ থাকার জায়গা। কটেজের জানলা থেকে বা বারান্দায় বসে দেখা যায় সেই অদ্ভুত গোলাপি লেক। সূর্যাস্তের সময় বা সূর্যোদয়ের মুহূর্তে, আকাশ ও জল যখন সোনালি গোলাপি, তখন জলের উপর ফ্লেমিঙ্গো পাখির কলতান, সব মিলিয়ে এক অভাবনীয় পরিবেশ।

পরদিন অর্থাৎ ৩০ ডিসেম্বর আমরা বেরিয়ে পড়লাম মাসাইমারার উদ্দেশ্যে। পথে স্টপওভার লেক নিয়াসা। এই লেক-এর ধারেই শ্যুটিং হয়েছিল 'আউট অফ আফ্রিকা' ছবিটি। লেক নিয়াসায় ছিল আফ্রিকার সেই হিপোপটেমাসও। এরা প্রধানত নিরামিষাশী ও শান্তিপ্রিয় জীব। কিন্তু রেগে গেলে কুমীর জাতীয় প্রাণীকেও খতম করে দিতে পারে অনায়াসে। পথে জিরাফ, জেব্রা, নানারকম হরিণ, ওয়াইল্ডবিস্ট, বেবুন, হাজারো পাখি দেখেছিলাম। হিপোপটেমাস হল সেই আফ্রিকার বিগ ওয়াইল্ড ৫ এর অন্যতম। গন্ডারও দেখেছি, লেক নাকুরুর কাছে। হাতির পালও দেখিয়ে ফ্রেড খুব গর্বের সঙ্গে বলে, এ শুধু আফ্রিকায় পাওয়া যায়। আমরা তাকে জানাই ভারতেও হাতি আছে। ফ্রেড একটু দমে যায়, তারপর বলে 'হতে পারে, কিন্তু আমাদের গুলো বেশি বড়'। কথাটা কিছুটা সত্যি, কিছুটা নয়। আফ্রিকার হাতির কানগুলো আমাদের দেশের হাতির চেয়ে বড়। এবার মাসাইমারা। এখানে নিশ্চয়ই পাব সিংহ, লেপার্ড, চিতা। মাসাই পৌঁছে, প্রথমেই দেখলাম জিরাফের পাল। ছোট বড় পাথুরে এলাকা, উঁচু ঘাস, গাছ আছে এখানে, কিন্তু ঘন জঙ্গল নয়। পশু পাখি দেখা যায় যত্রতত্র। হাতের বাইনোকুলার দিয়ে তাক করলাম জিরাফের দিকে। জিরাফের মুখ ভাবলেশহীন! চিবিয়েই যাচ্ছে, যেন জীবনে কোনও টেনশন নেই। ইংরিজি একটা আপ্ত বাক্য আছে 'ইগনোরেন্স ইজ ব্লিস' না জানা বা না বোঝাই আনন্দ। কথাটার প্রকৃত মানে উপলব্ধি করলাম জিরাফের নির্বিকার মুখচ্ছবি দেখে।

বিকেল বেলায় হোটেল ছেড়ে বেরলাম ফ্রেড-এর সঙ্গে। আজ নিশ্চয়ই দেখব সিংহ, চিতা বা লেপার্ড। হলও তাই। দেখতে পেলাম আমাদের জীবনের প্রথম বন্য সিংহ। একটা বা দুটো নয়, একদল সিংহ, সিংহ ও তাদের সন্তান সন্ততি, কাকা, কাকি, মাসি, পিসি সমেত। সিংহ মহাশয় কেশর ফুলিয়ে বসে খাচ্ছেন, পাশে খাবার নিয়ে অন্যরা টানাটানি করছে। তবে পশুরাজ যেন বসে আছেন পটচিত্রে আঁকা বাঙালি বাবুটি। মুখে তার হুঙ্কার বদলে মাংসের টুকরো!

সেখান থেকে চোখ সরিয়ে বেরলাম অন্যত্র। এবার চোখে পড়ল সেই লাস্যময়ী চিতা। মার্জার সরণিতে মডেলদের হাঁটার উৎস যে এই চিতার চিত্তাকর্ষক চলাফেরা তা সুস্পষ্ট হল আমার কাছে। হঠাৎ দেখি চিতা কেমন যেন সতর্ক হয়ে উঠেছে। ফ্রেড দেখাল একটি ওয়াইল্ড বিস্ট দলছুট হয়ে পড়েছে, চিতা তাকেই দেখছে। হঠাৎ ছুট, চিতা ২০০ মিটার কয়েক সেকেন্ড-এ পার করে চলে এলো ওয়াইল্ডবিস্ট-এর কাছে। ওয়াইল্ড বিস্টও মরিয়া। ছুটছে, তো ছুটছে। চিতা যেন আরও জোর দিল ছুট, কিন্তু না পারল না, দূরত্ব হিসেব করতে ভুল করেছিল চিতা। তাই এবার আর দম রাখতে পারল না, খাবার হাতছাড়া হল! খুশি হব না দুঃখিত হব বুঝলাম না আমরা।

ফিরে এলাম হোটেলে, চিতা ও সিংহ দেখে উৎফুল্ল হয়ে। কিন্তু লেপার্ড হল না, দুঃখ। সত্যি আমরা বড় লোভী। পরদিন ৩১ ডিসেম্বর গেলাম মাসাই গ্রামে। মাসাইরা হল সেই প্রজাতি, যারা লাল পোশাক পরে, যাদের গড় উচ্চতা ৬ ফুট এবং এরা শুধু একটি বর্শা হাতে লড়াই করে সিংহের সঙ্গে। খালি হাতে সিংহ মারাটাই এদের কাছে পৌরুষের পরীক্ষা। এরা গরু পোষে এবং নিয়মিত গরুর রক্ত ও দুধ মিশিয়ে খায়। আমাদের সঙ্গের দুই মহিলা, মাসাই মেয়েদের সঙ্গে ভাব করার চেষ্টা করে। আমি মাসাইদের পুরনো এক প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করি। লাফানো। ওরা যখন কোনও মেয়েকে বিয়ে করতে চায়, তখন স্বয়ম্বর হয়। এই স্বয়ম্বরে ছেলেরা লাফায়। যে সবচেয়ে উঁচুতে লাফায় সে মেয়েটিকে জিতে নেয়। আমি বেশ অনেকটাই লাফিয়েছিলাম, আমার হাইট তখনই ছ' ফুটের বেশি। কিন্তু আমার তখনও বিয়ে করার মতো রোজগার ছিল না। মা-বাবার উপর নির্ভর করে বউ ঘরে আনা অসম্ভব। তাই যতটা উঁচু লাফাতে পারতাম, লাফালাম না!

সেদিনও বিকেলে বেরলাম, যদি লেপার্ড দেখা যায় এই আশা নিয়ে। এখন আর হাতি, গন্ডার এমনকি সিংহেও মন ভরছে না, লেপার্ড চাই লেপার্ড। হঠাৎ ফ্রেড দেখাল একটি গাছ। দেখি গাছের মগডালে পড়ে আছে একটি আধ খাওয়া টোপি হরিণ। 'লেপার্ড বাবাজি আছে ধারে কাছে, কিন্তু কোথায়? অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও পেলাম না, এদিকে সূর্য অস্ত যেতে বসেছে। ফ্রেড বলল, কাল বেরবার আগে আরও একবার দেখে যাব, পেলেও পেতে পারি লেপার্ড বাবাজীকে। সেদিন রাতে চলল নিউ ইয়ার ইভ পার্টি। রাত একটা নাগাদ গেলাম শুতে। পরদিন লেপার্ড-এর আকর্ষণে উঠে পড়লাম ভোর ছটায়। ফ্রেড তৈরি। আজ আরেকবার শেষ চেষ্টা করব লেপার্ড বাবাজীকে দেখতে। ২০১০-এর ১লা জানুয়ারি লেপার্ড দর্শন হল। গাছের উপর নিজের খাদ্যবস্তুকে জড়িয়ে ধরে বসে আছেন তিনি। এই খাবার নিজে একা মেরে, গাছের উপর তুলে তারিয়ে তারিয়ে খাচ্ছেন তিনি। আর মিটি মিটি চেয়ে দেখছেন আমাদের। আমরা এতটাই অভিভূত যে সুমিত মামা ক্যামেরার কথাই ভুলে গেছে! সার্থক হল জীবন, সিংহ, চিতা, লেপার্ড, হাতি, গন্ডার, হিপোপটেমাস, এক যাত্রায় সব, সব পেলাম আমরা!

ফিরে এলাম নায়রোবি হয়ে কলকাতা। আমার বাড়িতে, আমার ঘরে। খুলে বসলাম টিভি। এ কদিন কেউ চ্যানেল ঘোরায়নি। আমি যে চ্যানেলে টিভি ছেড়ে গিয়েছিলাম, সেখানেই খুলল টিভি! ডিসকভারি চ্যানেল, আর লেপার্ড ছুটছে হরিণের পিছনে। ঝাঁপিয়ে পড়ল হরিণের উপর, আমি মনে মনে হাসলাম, না এ চ্যানেল এখন নয়! এ দৃশ্য তো মনের মধ্যেই রয়েছে, তাই পাল্টে দিলাম চ্যানেল।

মেলা নিয়ে মেলা-কথায় **রমাপদ পাহাড়ি**। পৌষ মাসে মেলার বাড়বাড়ন্ত শুরু হয়, যা চলে একেবারে মাঘ পেরিয়ে

মেলার মাস পৌষমাস

নাচন লেগেছে আমলকির ডালে। শীতের হাওয়ায় প্রাণমন উড়ুউড়ু। পায়ের তলায় সর্ষের ঘোরাঘুরি। পিকনিকে অথবা উইক-এন্ডে। রসিক যারা, তাদের আবার মেলা-আনন্দের জন্য চাই মেলার খোঁজ। রঙ্গেভরা বঙ্গভূমে মেলার শেষ নেই। বিশেষ করে মাসটা যদি হয় পৌষ, তাহলে তো মেলায় সোহাগা।
শান্তিনিকেতনের পৌষমেলা থেকে পিঠেপুলির মেলা, জয়দেবের কেঁদুলি থেকে আউনি বাউনি, বইমেলা থেকে গঙ্গাসাগরের মেলা, পীর-ফকিরের মেলা থেকে বাণিজ্য মেলা, শিল্প মেলা, কুটির শিল্প মেলা, মৎস্যমেলা, কৃষি মেলা, পোশাকশিল্প মেলা প্রভৃতি। সংস্কার, লোকাচার, ধর্মাচারণ, বিনোদন এমনকী ঘরোয়া প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রেও এইসব মেলার জুড়ি মেলা ভার।

পোষ-পাবনের মেলা

'কান্না হাসির দোল দোলানো পোষ-পাবনের মেলা।' পৌষ সংক্রান্তি বা মকর সংক্রান্তি। বাঙালি সংস্কৃতিতে একটি উজ্জ্বল উৎসব। পৌষের শেষ দিনটিতে এই উৎসবের দিনক্ষণ বাঁধা। নানাবিধ অনুষ্ঠান। তার মধ্যে গঙ্গাস্নান যেমন রয়েছে, তেমনি পিঠেপুলিতে কামড় দেওয়ার সুযোগও। বাংলার ভিন্ন ভিন্ন অংশে এই দিনে ঘুড়ি ওড়ানোর রীতি মানা হয় আজও। শুধু তাই নয়, দিনভর হই হই করে ঘুড়ি ওড়ানোর পর সন্ধ্যায় পটকা ফাটিয়ে ফানুস উড়িয়ে উৎসবের সমাপ্তি।

একডজন সংক্রান্তি

সংক্রান্তি পালিত হয় জ্যোতিষশাস্ত্র মেনে। জ্যোতিষের একটি বিশেষক্ষণ সংক্রান্তি। সংস্কৃত শব্দ। 'মকর সংক্রান্তি' কথাটির মাধ্যমে নিজ কক্ষপথ থেকে সূর্যের মকররাশিতে প্রবেশকে বোঝানো হয়। ১২টি রাশি অনুযায়ী এরকম মোট ১২টি সংক্রান্তি রয়েছে পঞ্জিকায়।

নবীনের আবাহন, নতুন ফসলের উৎসব পৌষপার্বণ বা মকরসংক্রান্তি। নতুন ধান থেকে তৈরি সুবাসিত চাল, খেজুরের গুড়, পাটালি, দুধ, নারকোলের উপকরণে অনাস্বাদিত তৈরি অন্ন প্রথমে নিবেদিত হয় ঈশ্বরের উদ্দেশে। ভারতীয় সংস্কৃতিতে দিনটি 'উত্তরায়ণের সূচনা'। অশুভ সময়ের শেষ হিসাবে চিহ্নিত করা হয় এই সংক্রান্তির দিনটিকে।

গঙ্গাসাগর মেলা

কয়েক দশক আগে 'অমৃত' পত্রিকার বিজ্ঞাপনে লেখা হয়েছিল 'সব তীর্থ বারবার, গঙ্গাসাগর একবার'। কপিলমুনির দর্শনে সেকালের মানুষকে বহু কষ্ট সহ্য করতে হত, তাই বোধহয় এমনই উচ্চারণ। এখন সময় পাল্টেছে, সহজে অল্প সময়ে পৌঁছে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে সাগরসঙ্গমে। মকরসংক্রান্তির মাহেন্দ্রক্ষণে পূণ্যস্নানের লোভে লক্ষ লক্ষ পূণ্যার্থী পশ্চিমবঙ্গ, ভিন রাজ্য, এমনকী বিদেশ-বিভুঁই থেকেও হাজির হন এই সাগরমেলায়।

বঙ্গোপসাগরের উপকূলে সুন্দরবন অঞ্চলের সাগর দ্বীপটির পৌরাণিক নাম 'শ্বেতদ্বীপ'। সামনে আদিগন্ত সমুদ্র, পিছনে শ্যামল বনানী এবং বালুকাময় বেলাভূমির মাঝে মহর্ষি কপিল মুনির আশ্রম। হিন্দু-মানসে গঙ্গাসাগর একটি মহাতীর্থ। সাগরমেলার সার কথা মকর সংক্রান্তিতে সাগর সঙ্গমে পুণ্যস্নান। তাই যুগ যুগ ধরে সাধুসন্ত ও মোক্ষকামী পুণ্যার্থীর ভিড়। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যেও ছড়িয়ে আছে এই সাগরদ্বীপ প্রসঙ্গ। মহাভারতের বনপর্বে দেখা যায়, স্বয়ং যুধিষ্ঠির এই সাগরসঙ্গমে এসেছিলেন। মেগাস্থিনিস, হিউয়েন সাঙের বিবরণেও গঙ্গাসাগরের উল্লেখ আছে।

খনা বলেছেন, 'সারা বছর যাঁরা শয়ন একাদশী, ভৈমী একাদশী, উত্থান একাদশী, পার্শ্ব একাদশী, জন্মাষ্টমী, রামনবমী, শিব চতুর্দশী বা দুর্গার মহাষ্টমীর মতো শাস্ত্রীয় আচারের একটিও পালন করতে পারবেন না, তাঁরা যদি পৌষ সংক্রান্তির দিন শুধু একবার সাগর সঙ্গমে স্নান করেন, তা হলে সর্বতীর্থের পুণ্য অর্জন করবেন।' বোধহয় তারই অমোঘ আকর্ষণে প্রতি বছর দেশ-বিদেশের নানা প্রান্ত থেকে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী, সাধুসন্ত এখানে ছুটে আসেন। শাস্ত্রীয় স্নানপর্ব একদিনের হলেও গঙ্গাসাগরে মেলা চলে পক্ষকাল। শীতের হিমেল হাওয়ায় হাড়ে কাঁপুনি লাগিয়ে বালিয়াড়ির উপর দিয়ে হন্টন। সাগর সঙ্গমে সূর্যোদয় বা সূর্যাস্ত দেখতে দেখতে পৌঁছে যাওয়া আদিগন্ত জলসীমায়। আমার-আপনার মতো সাধারণ তীর্থযাত্রীদের কাছে সাগর মেলার অন্যতম সেরা আকর্ষণ নাগা সন্ন্যাসী এবং হিমালয়ের সাধুসন্ত। বিচিত্র কামনাবাসনা নিয়েও এখানে আসেন একদল মানুষ। এঁরা স্নানান্তে প্রার্থনা জানিয়ে সন্তানের স্বাস্থ্য ও অর্থের জন্য মানত করেন। একসময় গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন প্রথা ছিল। এখন সন্তানকে সাগরের জলে ভাসিয়ে দিয়েই তুলে নেওয়া হয়।

বর্তমানে গঙ্গাসাগরের যাত্রাপথটি অনেক সহজগম্য হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বহু কোটি টাকা ব্যয়ে কপিল মুনির আশ্রমের জীর্ণোদ্ধার করেছেন। তৈরি হয়েছে বিলাস বহুল কটেজ। পর্যটন ও বিদ্যুৎ দপ্তরের সহযোগিতায় কচুবেড়িয়া থেকে কপিল মুনির আশ্রম পর্যন্ত ৩০ কিলোমিটার রাস্তায় বসেছে ত্রিফলা আলো। বাংলা ভাষাভাষী মানুষ ছাড়াও অন্য যেসব মানুষরা এই মেলায় আসবেন তাঁদের জন্য মালটি লিঙ্গুয়াল প্রচারের ব্যবস্থা থাকছে কয়েক বছর। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য থাকে হট লাইনও। ভেসেল, বাস, জেটি, উন্নত শৌচালয়, স্নানাগার, অসুস্থ তীর্থযাত্রীদের চিকিৎসা, ট্রেনের সংখ্যা বৃদ্ধি এমনকী ওয়াচ টাওয়ার, সিসিটিভিরও এখন ব্যবস্থা থাকে সুন্দরবনের বাদা এলাকার এই সাগরমেলায়।

ভিন রাজ্যে সংক্রান্তি পালন

শুধুমাত্র এই বঙ্গে নয়, ভারতের উত্তর এবং পশ্চিম প্রদেশগুলিতে মকরসংক্রান্তি পালিত হয় প্রবল আগ্রহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে। মহাকাব্য মহাভারতের পাতা উল্টে দেখুন, দিনটির তাৎপর্য খুঁজে পাবেন। অর্থাৎ, সামাজিক ও ভৌগলিক গুরুত্ব ছাড়াও ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় গুরুত্ব বহন করে সংক্রান্তি উৎসব।

পশ্চিম ভারতীয় প্রদেশ গুজরাতে উৎসবের আকার আরও বড়। মানুষ, সূর্য দেবতার কাছে নিজেদের ইচ্ছা সুন্দরভাবে প্রকাশ করার জন্য পালন করেন ঘুড়ি উৎসব। প্রিয় দেবতার কাছে পৌঁছোনোর জন্য এটি একটি রূপক বা প্রতীক। গ্রামেগঞ্জে এবং উপকূলীয় অঞ্চলে অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ মোরগ লড়াই। একই সঙ্গে মকরসংক্রানিন্তর দিনটি সম্মান, অভিলাষ এবং জ্ঞানের দেবী সরস্বতীকে সম্মান প্রদানের মাধ্যমেও পালিত হয়। শীতের মাঝামাঝি বলে শরীরকে উষ্ণ রাখবে ও শক্তি জোগাবে এমন খাবারদাবারই তৈরি করা হয়। গুড় দিয়ে তৈরি তিলের লাড্ডু এই উৎসবের অন্যতম প্রধান উপাদেয় খাবার। মহারাষ্ট্রে একে বলা হয় 'তিলগুল'। কর্ণাটকে 'ইল্লু বিল্লা'। অন্যান্য কয়েকটি প্রদেশে আবার এই দিনে গবাদি পশুকে নানা রঙে সাজানো হয়। বহু মানুষ আগুনের উপর লম্ফঝম্পও করেন।

আউনি বাউনি, সাকরাইন

বানানভেদে আওনি বাওনি। কেউ কেউ আবার বলেন আগলওয়া। পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষে পালিত একটি শস্যোৎব। ক্ষেতের পাকা ধান প্রথমে ঘরে তোলা উপলক্ষে কৃষক পরিবারে পালনীয় অনুষ্ঠান বিশেষ। 'আউনি বাউনি' কথাটার সঙ্গে কোথাও যেন 'বিনুনি'র সাদৃশ্য রয়েছে। হেমন্তকালে আমন ধান প্রথম ঘরে তোলার প্রতীক হিসাবে কয়েকটি পাকা ধানের শিষ ঘরে আনা হয়। এরপর কিছু নির্দিষ্ট আচার অনুষ্ঠান পালন করা হয়।

আমাদের রাজ্যে পৌষ সংক্রান্তির দিন দু-তিনটি ধানের শিষ বিনুনি করে এই আউনি বাউনি তৈরি করা হয়। শিষের অভাবে অনেক সময় দু-তিনটি খড় একসঙ্গে লম্বা করে পাকিয়ে তার সঙ্গে ধানের শিষ, মুলোর ফুল, সরষে ফুল, আমপাতা প্রভৃতি গেঁথে আউনি বাউনি তৈরি করার রেওয়াজও রয়েছে। এটি ধানের গোলা, ঢেঁকি, বাক্স-পেটরা-তোরঙ্গ প্রভৃতির উপর এবং খড়ের চালে গুঁজে দেওয়া হয়। আসলে বছরের প্রথম ফসলকে অতি পবিত্র ও সৌভাগ্যদায়ক বলে মনে করা হয়।

পশ্চিম ছাড়িয়ে পূর্ববঙ্গে চলুন, সেখানে পৌষ,সংক্রান্তি 'সাকরাইন' নামে পরিচিত। সে দেশেও আমাদের মতো এই সাকরাইন পালিত হয় বেশ হুল্লোড়ের সঙ্গে। সপ্তাহব্যাপী বিশেষ মেলা হয় নারায়ণগঞ্জে। সেখানে বাঙালির চির ঐতিহ্যের খেলা ঘুড়ি উৎসব, নৌকাবাইচ, দাইরাবান্ধা, কাবাডি, দড়ি টানাটানি, বালিশ খেলা, ডাঙ্গুলি, গোল্লাছুট, পিঠামেলা, বাউল সঙ্গীত-সহ গ্রামবাংলার হারিয়ে যাওয়া খেলার আয়োজন করা হয় মেলা উপলক্ষে।

ঘুড়ির মেলা

শহরাঞ্চলে যেমন বিশ্বকর্মা পুজোর দিন, তেমনই পৌষ সংক্রান্তির দিন গাঁ-মফস্সলে সারাদিন ব্যাপী ঘুড়ি ওড়ানোর রেওয়াজ রয়েছে আজও। মুঘল আমল থেকে এই উৎসব পালিত হয়ে আসছে বঙ্গদেশে। বাংলাদেশেও সংক্রান্তির দিন ঘুড়ি ওড়ানোর রেওয়াজ রয়েছে ভীষণরকম। এই উপলক্ষে কোথাও কোথাও নাকি মেলাও বসে!

পায়ে পায়ে পৌষমেলা

রুক্ষ লালমাটি ও ঘন সবুজের পথে পা বাড়ালেই শান্তিনিকেতন। রবি ঠাকুরের পৌষমেলায় হাজির আপনি। হাসতে, হাসতে, ভালবাসতে-বাসতে ভুবনডাঙার মাঠে। ঝরাপাতা আর হাড়কাঁপানো শুকনো ঠাণ্ডায় ডানা মেলতে চাইলে যেতেই হবে শান্তিনিকেতনের পৌষমেলায়। মাত্র তিনদিন। প্রতি ডিসেম্বরে ঠিক ২৩ তারিখে এই পৌষালি মেলার সূচনা। মেলার ভিড়-ভিড়াক্কারে গা ভাসাতে না চাইলে ২৬ ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত যখন-তখন শীতের শান্তিনিকতনকে উপভোগ করে আসতে পারেন।

চিরাচরিত রীতি মেনে ভোরের বৈতালিক ও ব্রহ্ম উপাসনার মধ্যে দিয়ে শুরু হয় ঐতিহ্যবাহী পৌষমেলা। সকাল সাড়ে সাতটার সময় আশ্রমিক ও পর্যটকরা উপস্থিত হন ছাতিমতলায়। সেখানেই মন্ত্রপাঠ করেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য। সাক্ষী থাকেন কয়েক হাজার মানুষ। এরপর সকাল সাড়ে আটটার সময় শুরু হয় আশ্রম প্রদক্ষিণ। গান গাইতে গাইতে পথচলা উত্তরায়ণ পর্যন্ত।

কথিত আছে, মহর্ষি হয়ে ওঠার যাত্রাপথে ১২৫০ সালের ৭ পৌষ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নামে এক যুবাপুরুষ কুড়িজন সঙ্গীর সঙ্গে শান্তিনিকেতনে ব্রাহ্মধর্মের দীক্ষা নিয়েছিলেন। দীক্ষাগুরু রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। সেই স্মৃতিকে পাথেয় করে প্রতি বছর ৭ পৌষ এই মেলা শুরু হয়। বাউলদের পাশাপাশি গ্রামবাসীরা নানা ধরনের হস্তশিল্পের পসরা নিয়ে হাজির হন মেলায়। তিনদিনের মেলায় নানা সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন থাকে। প্রায় বারোশো মতো রকমারি স্টলের ঠাঁই হয় পৌষমেলায়। পৌষের এই ক-টা দিন দেশ-বিদেশের মানুষের কলরবে মুখরিত হয় রবি ঠাকুরের শান্তিনিকেতন।

পৌষমেলা আসলে মিলনমেলা। বাউল ও ফকিরদের অনুষ্ঠান, সাঁওতালি নাচ, ছৌ নাচ, আলকাপ, যাত্রা অনুষ্ঠান প্রভৃতিতে মন হয়ে ওঠে খুশিয়াল। ২০০৭ সাল থেকে চারটি মাঠে মেলা বসছে। পুরনো মাঠে বই ও ম্যাগাজিনের স্টল, হস্তশিল্প ও প্রদর্শনী। মূল মেলার মাঠে সমস্ত রকম স্টল ও দোকান। খাবারের দোকান, কাপড়ের দোকান, পানীয় জল ইত্যাদি। তিন নম্বর মাঠে কাঠের দোকান ও আসবাবপত্র এবং চার নম্বর মাঠে শুধুমাত্র ৮ পৌষ বাজি পোড়ানো হয়।

জয়দেবের কেঁদুলি মেলা

'আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যেরে।'

মনের মানুষের হাতে হাত ছড়িয়ে দিন। ট্রেনে-বাসে পৌঁছে যান জয়দেবের কেঁদুলির মেলায়। হারিয়ে যান জনারণ্যে উবু হয়ে বসে পড়ুন বাউলের আখড়ায়। মনে আসবে বৈরাগ্য। মেলার অকুস্থলে পৌঁছোনোর আগে চোখ যাবে রাস্তার দুপাশে ছড়িয়ে থাকা অস্থায়ী দোকানের পসরা। কেউ বা হেঁকে চলেছে শঙ্কর মাছের তেলে বাত ভাল করার প্রতিশ্রুতি নিয়ে কেউবা ডুগডুগ আওয়াজে ডুগডুগি বিক্রি করার ইচ্ছেতে। হাঁড়ি, খুন্তি, কড়াই, চাকি-বেলন, মাছধরার জাল, রংবেরঙা চুড়ি, গগলস, গাঁজার কলকে, জ্যোতিষীদের চকমকি পাথর বিক্রি, বেগুনি-চপ-মুড়ির দোকান, মোগলাই, চাউমিন-কাটলেটের শহুরে সংস্করণও চোখে পড়বে আপনার। ভিড় ঠেলে পৌঁছোতে হবে রাধামাধবের মন্দিরে। রাধামাধবের পুজোতেই জয়দেবের গীতগোবিন্দের সুর লেপটে আছে। যদিও আপনি প্রশ্ন তুলতেই পারেন, জয়দেবের জন্ম ও গীতগোবিন্দ রচনাস্থল এই কেন্দুলি না ওড়িশা, তবু সেই বিতর্কের ভাবনাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে এগিয়ে চলুন মেলার কেন্দ্রস্থলে।

সারি সারি কীর্তনীয়া। নানা ভক্তিরসের সুর ছড়িয়ে পড়ছে আকাশে-বাতাসে। পুরুষ ও নারী মিলেমিশে এইসব কীর্তনীয়াদের পোশাকও বেশ বাহারি। কেউ কৃষ্ণবেশী, কেউ বা রাধার ভঙ্গিমায়। কেউবা নিতান্তই ছাপোষা বাঙালিয়ানায় সজ্জিত। মেদিনীপুর, বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদের জনপ্রিয় কীর্তনীয়া ও বাউলেরা এখানে আসেন দরদি কণ্ঠের গান শুনিয়ে রাজ্য জুড়ে অনুষ্ঠানের বরাত পেতে। ধুনি জ্বালিয়ে তন্ত্রমন্ত্র পাঠ করতে দেখা যায় তন্ত্রসাধকদেরও।

শান্তিনিকেতনের পৌষমেলার মতো এই মেলার মেয়াদও তিনদিন। পৌষের শেষদিনে এই মেলার শুরু। সেদিন 'অধিবাস'। পরেরদিন, অর্থাৎ মাঘের শুরুতে মকরস্নান করেন সাধু, সন্ন্যাসী, বৈষ্ণব ভক্ত ও পুণ্যার্থীরা। এই দিনটিকে বলা হয় 'নাম'। রামগোবিন্দের নাম হয় সারাদিন। অন্যদিকে বাউল ফকিরেরাও নিজেদের আনন্দমেলায় ডুবিয়ে রাখেন নেচেগেয়ে। শেষ দিনটি হোল 'ভোগ'। সাধু, সন্ন্যাসী, ভক্তদের মাটির মালসায় ভোগ খাইয়ে 'সেবা' করা হয় নানা অস্থায়ী আখড়াগুলিতে।

ক্ষণিকের বিশ্রাম নিতে চাইলে পা চালিয়ে চলে আসুন অজয় নদের দিকে। রাত ফুরোলে যার জলে স্নান সারবেন লক্ষ পুণ্যার্থী। মকরস্নানের আগের রাতে রাতভর পায়ে পায়ে এই মেলায় হাজির হন পুণ্যার্থীরা। ভিড় সর্বোচ্চ রূপ পায় মকরস্নানের দিন। অজয়ের তীরে দাঁড়িয়েও কানে আসবে মেলার মানুষের কলকল শব্দ। ভোরের আলো ফোটার ঢের আগেই ভিড় পথ হাঁটবে অজয়ের দিকে। পিল পিল করে মানুষজন কাপড়জামা ছেড়ে নেমে পড়ছেন জলে প্রবল শীত উপেক্ষা করে। বিশ্বাস করুন, চাই না করুন, অদ্ভুত সেই দৃশ্যসুখ। একটু বাদে ধীরে ধীরে গাঢ় কালো আকাশ তরল হয়ে আকাশি হবে। কুয়াশার ধোঁয়ায় সামনের মানুষটাকেও তখন দেখাবে আবছা।

দক্ষিণ বীরভূমের বৈষ্ণব কবি জয়দেব গোস্বামী। তাঁর রচিত গীতগোবিন্দ। সেই কাব্যে তিনি বর্ণনা করেছেন, 'মারাঙ্ক' নামক বিপরীত রতিক্রিয়ার লীলাকাহিনি। আসলে তিনিই সমগ্র বাউল সমাজের আদিগুরু। বলা হয়, এই গ্রামের কদম্বখণ্ডি ঘাটে

মকরসংক্রান্তির দিনে অজয় নদে স্নান করেছিলেন জয়দেব। তাঁর সম্মানে, তাঁর স্মৃতিতে কেঁদুলিতে বসে বাউল সমাজের আনন্দমেলা। যে মেলা চলে আসছে দ্বাদশ শতাব্দী থেকে। এই মেলা শুধু বাউল গান নয়, শুধু তন্ত্রসাধনা নয়, এক অনন্য অভিজ্ঞতা। গ্রামকেন্দ্রিক লালমাটির সংস্কৃতির ছাপ সেখানে ছড়িয়ে রয়েছে মেলাজুড়ে।

মেলা বইয়ের বইমেলা

'আসুন দাদা, নিয়ে যান। মাত্র ২টাকা। পড়লেই বুদ্ধিজীবী।'—এমন সব হাঁকডাক যদি কোনও কলেজপড়ুয়ার মুখে শুনতে চান, তাহলে আপনাকে ঢুঁ মারতেই হবে বাঙালির চোদ্দপার্বণ বইমেলায়। বইমেলা মানেই কিন্তু শুধু কলকাতা বইমেলা নয়। এখন জেলা, মহকুমা এমনকী ব্লকস্তরেও বইমেলার রমরমা। বই কেনাবেচার পাশাপাশি নানা রঙের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আলোচনা, সুখাদ্যের স্টল প্রভৃতি বইমেলাকে দিয়েছে প্রকৃত উৎসবের চেহারা।

জেলায় জেলায় বইমেলা হই হই করে অনুষ্ঠিত হলেও বঙ্গভূমে সেরার সেরা তকমাটি কেড়ে নেয় অবশ্যই আর্ন্তজাতিক কলকাতা পুস্তকমেলা। পূর্বনাম কলিকাতা পুস্তকমেলা। শুরু হয়েছিল ১৯৭৬-এ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছে ১৯৮৪ সালে। কলকাতার ফুসফুস ময়দান ছেড়ে গত কয়েকবছর বইমেলার স্থান পূর্ব কলকাতার বাইপাস সংলগ্ন মিলনমেলায়। বিশ্বের বৃহত্তম অবাণিজ্যিক বইমেলা হিসাবে কলকাতা বইমেলা সর্বজনবিদিত। ফ্রাঙ্কফুর্ট বা লন্ডন বইমেলার মতো কলকাতা বইমেলায় গ্রন্থ প্রকাশনা, পরিবেশনা ও অনুবাদ সংক্রান্ত চুক্তি বা ব্যবসা বাণিজ্য হয় না। বরং প্রকাশক ও পুস্তকবিক্রেতারা সাধারণ মানুষের কাছে তাঁদের প্রকাশিত অথবা পরিবেশিত বইয়ের প্রচার ও বিক্রির জন্য এই মেলায় যোগ দেন। ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলার আদলে প্রতি বছর মেলায় অংশগ্রহণকারী একটি বিদেশি রাষ্ট্র 'ফোকাল থিম' ও অন্য একটি রাষ্ট্র 'সম্মানিত অতিথি রাষ্ট্র' নির্বাচিত হয়।

কলকাতা বইমেলার প্রায় ৮৫ হাজার বর্গফুটের পুরোটাই ঝাঁ চকচকে। বাঁধানো পথ, তাই ধুলোহীন। বইয়ের সাম্রাজ্যের ভিতরেই নির্দিষ্ট দূরত্বে ফুডপার্ক, ফোয়ারা, বসে জমাটি আড্ডার জন্য সবুজ দুর্বা ঢাকা বাঁধানো লন। ত্রিফলা বাতি। মেলার থিম সংয়ের পাশাপাশি গত বছর থেকে মাইকে ভেসে আসছে যেমন নতুন বইয়ের তথ্য, মেলার খবর, তেমনি এফ এম রেডিয়োর স্টাইলে আড্ডাও। মাঝে মাঝে কান ছুঁয়ে যায় রবীন্দ্র সংগীত থেকে একালের শিল্পীদের গানের দুকলি।

এক্সেটেন্ডেড শীতে বাঙালির এমন মহা আয়োজন এ বছর শুরু হচ্ছে ২৮ জানুয়ারি থেকে। এই প্রতিবেদন তৈরি পর্যন্ত যা খবর, ৩৮ তম কলকাতা বইমেলার উদ্বোধন করবেন ল্যাটিন আমেরিকার স্বনামধন্য কবি কার্লোস জার্মান বেলি। অনুষ্ঠানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত থাকবেন পেরুর রাষ্ট্রদূত দেভিয়ার পলনিচ এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। চারটি গেটের মধ্যে একটি হবে থিম কান্ট্রি পেরুর গেট। চেষ্টা চলছে গত বছর রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় যে আন্ডারপাসটি তৈরি হয়েছে, সেটি বইমেলার ভিতর পর্যন্ত নিয়ে আসার। অন্যান্যবারের মতো এবারেও থাকছে গিল্ডের নিজস্ব বাস পরিষেবা। চেষ্টা হচ্ছে ট্যাক্সিস্ট্যান্ড তৈরি করার। গিল্ডের নিজস্ব উদ্যোগে এ বছর থেকে আয়োজিত হতে চলেছে কলকাতা ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড লিটারারি ফেস্টিভ্যাল। ৩০ জানুয়ারি থেকে ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে এই বিশেষ অনুষ্ঠান। সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা ছাড়াও ১৪টি দেশের বিভিন্ন ভাষা, সিনেমা, নাটক, নাচ-গান, খেলাধুলো বিষয়ক বর্ণময় অনুষ্ঠান থাকবে লিটারারি ফেস্টিভ্যালে। উপস্থিত থাকবেন পেরুর বিশিষ্ট চিত্রপরিচালক মিগউয়েল লিটিন, মেক্সিকান লেখক ফেসলার, কলম্বিয়ান গোলকিপার রেনে হিগুইতা, রাজনীতিবিদ শশী থারুর, অভিনেতা অনুপম খের, সঙ্গীত শিল্পী রূপম ইসলাম সহ সমরেশ মজুমদার, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, নবনীতা দেবসেনের মতো সাহিত্যিকরা।

বইমেলার উদ্দেশ্য বহুমুখী। অনিচ্ছুক ভিডিও-গেমবাজ ছেলেমেয়েদের ঘাড়ে মা-বাবা বই চড়াবেন, প্রেমিক-প্রেমিকারা ছাতাহীন প্রেম সারবেন, মেলার ভিড়ে পুরনো মুখ ভেসে উঠবে, উদ্যোগী বইপড়ুয়ারা বই চুরি করে ধরা পড়ে কবিতা লিখে ছাড়া পাবেন, ছোটো থেকে বড় কবিরা তীর্থ সারবেন, গিটার শিখিয়েরা থেবড়ে বসে গান করবেন, লিটল ম্যাগের কারবারিরা গছিয়ে দেবার চেষ্টা করবেন, আঁকিয়েরা পটাপট পেন্সিল স্কেচে মুখের পর মুখ আঁকবেন, সাহিত্যিকরা সই বিলোবেন বুকস্টলের সামনে বসে, সিনেমা-সিরিয়ালের দু-চারজন উঁকিঝুঁকি মারবেন তাঁদের কে কতটা টুকি মারে দেখার জন্য, 'মেলায় কত্ত দাম মাইরি খাবারদাবারের'— এমনটা বলেও একের পর এক ইত্যাদি প্রভৃতি খাবার সাঁটাবেন, আঁতেলরা পাজামা-পাঞ্জাবিতে সুসজ্জিত হয়ে স্টলে পা রাখবেন, প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া 'আমাকে দেখ-আমাকে দেখ' বলে হইহল্লা করবে, মাঝে মাঝে পুলিশ কাকুরা এসে বিদ্রোহীদের ধমকে দেবেন, কেউ আবার অলি-গলি এবং বইমেলার পাকস্থলীতে হারিয়ে গিয়ে মাইকে নিজের নাম শুনে ফিক করে হেসে উঠবেন এবং আরও কত কী! বইমেলার ছলে কত যে ফিকির ফন্দি হয়, তা সত্যই গবেষণাযোগ্য। এর মাঝেই বাংলা বইয়ের চেয়ে ইংরেজি বইয়ের বেশি টাকার বিক্রিবাটা হবে, মন্ত্রীসান্ত্রীরা মাঝে মধ্যে বইমেলা বুড়ি ছুঁয়ে যাবেন এবং বাংলা প্রকাশনের কতটা উন্নতি সাধিত হল সে বিষয়ে আরেকবার আমরা তর্ক বাঁধিয়ে বইমেলার শেষ ঘণ্টাবাদ্যি শুনব।

এহেন মেলা বইয়ের বইমেলায় না এলে আপনারই সমূহ ক্ষতি। কী বলেন!

অরুণিমা

শমিত কুমার লাহিড়ী

নাম আমার অরুণিমা।
পদবি... নাই বা জানলে।
গার্গী, অপালা, মৈত্রেয়ী...
কই, তাদের পদবিতে
কেউ জিজ্ঞেস করে না।

আমাদের পাশে কেউ থাকে না।
তবুও নামের পাশে
পিতা কিংবা স্বামীর উপস্থিতি
একান্তভাবেই কাম্য!

আমার পরিচয় আমিই।
সূর্যের রঙে রাঙানো
জীবনী শক্তির উৎস—অরুণিমা।

বলবে, সূর্যও তো পুরুষ।
তোমরা চাঁদ-সূর্য-গ্রহতারাদেরও
লিঙ্গ খোঁজো।

সূর্য তো সকল শক্তির উৎস।
জীব জগতের প্রতিটি কণায়
তাঁর উপস্থিতি।

তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে
আমাদের পর্দার আড়ালে পাঠাতে পারো তোমরা।

কিন্তু সূর্য-ও যদি প্রতিবাদ করে?
ভুলে যেও না, সূর্যের আর এক নাম সবিতা।

দূর থেকে

সুকুমার বারিক

চলা-পথ ছেড়ে গেছে শহর-ব্যস্ত-দিন।
এখন এ এক অজানা বন-প্রান্তর।
ঝিঁ ঝিঁ ডাকে, পাখি ওড়ে, অলি গুনগুনায়,
প্রজাপতি এ ফুল ও ফুল করে পাখনা মেলায়।
আনমনা ছোট নদী ঝিরি ঝিরি বয়,
রাখাল, গরুর পাল নদীটি পেরোয়।
কাজ কাজের মতোই
শুরু-শেষ হয়।
অবসরে উঁকি মারে, কত শত কথা।
না-বলা কথা ক'টি আজও
গভীর গোপন
সময় এলো না তারে
বলার মতন।

জীবন ক্যানভাসে

উজ্জ্বল কুমার শীল

থেমে থাকা ট্রাম।
দাঁড়িয়ে পড়া স্কুল বাস।
সিগনালের ভীষণ জ্যাম।
শহরের ক্যানভাস।
যাচ্ছে চলে সময়।
যাচ্ছি থেমে আমি।
তোমার সঙ্গে বন্ধ হবে
সমস্ত শয়তানি।
শান্তি পাবে তুমি
শান্তি পাবে সময়।
ওয়েট করো আর কয়েকটা দিন,
আর কয়েকটা মাস।
জীবনের ক্যানভাস
আঁকা প্রায় শেষ।
দেব আজ তুলির টান অবশেষ।
তৈরি হবে নতুন সমাজ।
নতুন পৃথিবী।
আমার সঙ্গে থাকবে যারা
তাঁরা সব ছবি।

বিয়ের আগে পাত্র-পাত্রীর পারিবারিক ইতিহাস, সামাজিক অবস্থান, জাত-ধর্ম পেশা সব কি জেনে নিয়েছেন? কোষ্ঠি বিচার? বাদ দেন নি তাও! কিন্তু সবচেয়ে যা জরুরি অর্থাৎ পাত্র-পাত্রীর শারীরিক পরীক্ষা করিয়েছেন কি? জেনে নিয়েছেন কি দুজনের রক্তের গ্রুপ, কারও কোনও শারীরিক সমস্যা আছে কি না যা তাঁদের ভবিষ্যৎ জীবনে ছায়া ফেলতে পারে? এমনকী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে তাঁদের সন্তানও! এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিলেন বিশিষ্ট স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ **ডাঃ অর্ঘ্য মৈত্র**

বিয়ের আগে সতর্কতা

বিয়ের আগেই কেন পরীক্ষা

স্বামী কিংবা স্ত্রীর শারীরিক বা মানসিক সমস্যা যাতে কোনওভাবে বিবাহিত জীবনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে না পারে, সেই জন্যই বিয়ের আগে কিছু পরীক্ষা জরুরি। সুস্থ বিবাহিত জীবন যাপনের জন্য আধুনিক যুগে এই পরীক্ষাগুলো বিকল্পহীন। সুস্থ বিবাহিত জীবন বলতে বোঝায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে শারীরিক, মানসিক, যৌন, সামাজিক এবং আবেগগত বোঝাপড়া ঠিকমতো হওয়া। অবশ্যই সুস্থ শিশুর জন্ম দিয়ে সুন্দর পরিবার গড়ে তোলার জন্যও এই পরীক্ষাগুলো দরকার।

কী কী পরীক্ষা করা দরকার

বিয়ের আগে প্রয়োজনীয় পরীক্ষাগুলোকে দুইভাগে ভাগ করা যায়— মানসিক ও শারীরিক। কখনও কখনও এমন হয় যে রোগী জানে তার কোনও মানসিক সমস্যা আছে কিন্তু সে নিজে কিংবা পরিবারের সদস্যরা সেটাকে গুরুত্ব দেন না। ফলে বিবাহিত জীবনে নানা সমস্যা দেখা দেয়। কিছু ক্ষেত্রে আবার রোগী যে মানসিকভাবে পুরোপুরি সুস্থ নন, সে সম্পর্কে তিনি একেবারেই অবগত নন। কিন্তু বিয়ের পর যখন স্বামী কিংবা স্ত্রীর সান্নিধ্যে আসে তখনই সমস্যাগুলো প্রকট হয়। অনেক ক্ষেত্রে ডিভোর্সের মাধ্যমে থেমে যায় দুজনের সদ্য চলতে শুরু হওয়া পথ। অথচ এই সব সমস্যা থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব সাইকিয়্যাট্রিস্ট-এর সঙ্গে যোগাযোগ করলেই। বেশিরভাগ মানসিক সমস্যাই দূর করা যায় শুধুমাত্র কাউন্সেলিং-এর মাধ্যমে। দুই একটি ক্ষেত্রে কিছু পরীক্ষা করে অল্পস্বল্প ওষুধেই সমস্যা থেকে রেহাই পাওয়া যায়। এছাড়াও বিয়ের আগে যদি হবু স্বামী ও স্ত্রী কোনও অভিজ্ঞ কাউন্সেলরের কাছে গিয়ে কাউন্সেলিং করান তাহলেও অনেক সমস্যা থেকে তাঁরা দূরে থাকতে পারেন। এক সঙ্গেই হোক বা আলাদাভাবে কাউন্সেলিং কিন্তু জরুরি।

শারীরিক পরীক্ষাগুলোকে আবার কয়েকটা ভাগে ভাগ করা যায়। জেনারেল, গাইনোকোলজিক্যাল, ইনহেরিটেড এবং ব্লাড গ্রুপ।

জেনারেল টেস্ট : এক্ষেত্রে দেখতে হয় ব্যক্তির কোনও সিস্টেমিক কার্ডিও ভ্যাসকুলার প্রবলেম যেমন প্রেশার বেশি থাকা, হার্টের কোনও অসুখ থাকা কিংবা রেসপিরেটরি প্রবলেম বা শ্বাসযন্ত্র ঘটিত অসুখ যেমন অ্যাজমা আছে কিনা।

গায়নোকোলজিক্যাল : ভবিষ্যতে স্ত্রী স্বাভাবিকভাবে সন্তানধারণ করতে পারবে কিনা তা জানার জন্য ওভারি ও ইউটেরাসের কিছু পরীক্ষা এবং হরমোন অ্যানালিসিস করা প্রয়োজন। অবশ্য শুধু মহিলাদেরই নয় কিছু পরীক্ষা প্রয়োজন পুরুষদেরও। ছেলেদের ক্ষেত্রে স্পার্ম বা বীর্য পরীক্ষা করে দেখে নিতে হয় কোনও সমস্যা আছে কি না। এছাড়াও অবস্ট্রাকটিভ অ্যাজুস্পারমিয়া কিংবা টেস্টিস-এর অসুখ কিংবা চিকিৎসায় রেডিয়েশন দেওয়ার জন্য স্বামীর কোনও সমস্যা থাকলে তাও পরীক্ষা করে দেখে জেনে নেওয়া দরকার।

জেনেটিক : বংশগতভাবে যাতে তাঁদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম অর্থাৎ সন্তান কোনও সমস্যা নিয়ে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ না করে সেজন্যও কিছু পরীক্ষা প্রয়োজন। যেমন ডায়াবেটিস মেলাইটাস, হেপাটাইটিস ইত্যাদির আশঙ্কা আছে কিনা জানার জন্য প্রয়োজনীয় ব্লাডশুগার, এইচবি এস এজি পরীক্ষা। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল থ্যালাসেমিয়া-র জন্য পরীক্ষা। শুধুমাত্র বাবা-মার

অসাবধানতার জন্য এই অসুখে সন্তানদের ভুগতে হয়। রক্ত পরীক্ষা করলেই জানা যায় কেউ থ্যালাসেমিয়ার বাহক কি না। একজন বাহক হলে তেমন কোনও সমস্যা হয় না কিন্তু স্বামী-স্ত্রী দুজনেই কেরিয়ার হলে সন্তান এই অসুখ নিয়ে জন্মায়। ফলে শিশুর স্বাভাবিক জীবনযাপনে বাধার সৃষ্টি হয়, বারে বারে রক্ত দিতে হয়। কাজেই এই পরীক্ষা খুবই জরুরি।

রক্তের পরীক্ষার মাধ্যমে জেনে নেওয়া দরকার সন্তানের জন্মের পর রক্তের অন্য অসুখ, যেমন হিমোফিলিয়ার আশঙ্কা আছে কি না। এই অসুখ সাধারণত মায়ের থেকে পুত্র সন্তানের হয়।

ব্লাডগ্রুপ : ব্লাডগ্রুপ টেস্ট করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে আর এইচ ফ্যাক্টর জেনে নেওয়া। সমস্ত জনসংখ্যার ১৬ শতাংশ হল আর এইচ নেগেটিভ। অর্থাৎ বেশিরভাগ মানুষই হল আর এইচ পজিটিভ, ফলে এটা নিয়ে প্যানিক করার কোনও কারণ নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও পরীক্ষা করে দেখা দরকার ব্লাডগ্রুপ নেগেটিভ কিনা। যদি স্ত্রী-র নেগেটিভ এবং স্বামীর পজিটিভ ব্লাড গ্রুপ হয়, তাহলে সন্তানের সমস্যা হতে পারে। একে বলে আর এইচ ইনকমপ্যাটিবিলিটি, অনেক সময় মিস ক্যারেজও হয়ে যেতে পারে। তবে এর জন্য সাবধানতা অবলম্বন করলে বা প্রথম সন্তানের ক্ষেত্রে তেমন সমস্যা হয় না। ব্লাড গ্রুপ জানা থাকলে বিয়ের পর সন্তানসম্ভবা হলে প্রথম থেকেই সতর্কতা অবলম্বন করা যায়। এছাড়াও বিয়ের আগে ছেলে-মেয়ের এইচ আই ভি পরীক্ষা করাও জরুরি। তিন মাসের ব্যবধানে পরীক্ষা করে যদি দুবারই ফল নেগেটিভ হয় তাহলে আর যৌন সম্পর্ক স্থাপনে কোনও বাধা থাকে না, সারভাইক্যাল ক্যানসারে স্ক্রিনিং-এর জন্য এইচ পিভি টেস্টও জরুরি।

সমাধান সম্ভব কি

বেশিরভাগ সময়েই রোগ নির্ণয় করা গেলে চিকিৎসায় তা সারিয়ে তোলা যায়, কিছু জেনেটিক ফ্যাক্টর ছাড়া। আর এইচ নেগেটিভ হলে সাধারণত প্রথম সন্তানের জন্মে তত সমস্যা হয় না। কিন্তু পরবর্তী অর্থাৎ দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রেগন্যান্সির সময় সমস্যার আশঙ্কা থাকে। অ্যান্টি ডি ইমিউনোগ্লোবিন নামে ইঞ্জেকশন মা-কে দেওয়া হলে পরবর্তী সন্তানের সমস্যা হয় না।

কাজেই রোগ ধরা পড়লে কী হবে তা নিয়ে চিন্তিত হয়ে পরীক্ষা না করানোর মানসিকতা থেকে দূরে থাকা দরকার।

পিরিয়ড পিছিয়ে দেওয়ার পিল কি ক্ষতিকর

অনেক মহিলা-ই বিয়ের আচার-অনুষ্ঠানে যাতে বাধার সৃষ্টি না হয় এর জন্য পিরিয়ড পিছনোর পিল খান। এক আধবার এই পিল খেলে ক্ষতি কিছু হয় না। তবে বারে বারে না খাওয়াই ভাল। আর খেলেও তা ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে তবেই খাবেন।

কনট্রাসেপশন কখন থেকে : বিয়ের পর পরই সন্তান না চাইলে আগে থেকেই উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার। লো ডোজের পিল খেতে হবে। পিরিয়ড শুরু হওয়ার প্রথম দিন থেকেই। কারণ নববিবাহিত দম্পতিদের সহবাস ঘন ঘন হয়। তাই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে আগে থেকেই। তবে চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করেই পিল খাওয়া দরকার। কারণ সব পিল সবার জন্য নয়। বিশেষ করে শরীরে যদি কোনও সমস্যা থাকে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কোনও পিল খাওয়া উচিত নয়।

এক নজরে বিয়ের আগের পরীক্ষা

- থাইরয়েড
- স্পার্ম অ্যানালিসিস
- ইউটেরাস, ওভারির আল্ট্রাসোনোগ্রাম
- এইচ আই ভি
- হেপাটাইটিস এ, বি
- ভি ডি আর এল
- ভ্যাজাইনাল টেস্ট
- ব্লাড আর এইচ ফ্যাক্টর
- থ্যালাসেমিয়া

‘যদি লাভ দিলে না প্রাণে’ ছবির অন্যতম পরিচালক অভিজিৎ গুহ সেই ছবির শ্যুটিং অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিলেন সুবিধার দর্শকদের সঙ্গে

শ্যুটিং-এর নেপথ্যে

বোলপুর বসুন্ধরা লজ থেকে মিনিট কুড়ির পথ, অবশ্যই গাড়িতে চেপে। গ্রামের মাঝে শান্ত একটা পুকুর। পাশেই সদ্য রঙ করা সাদাটে মন্দির। আমাদের ছবির প্রয়োজনের সঙ্গে মিলিয়ে মন্দিরটাকে শিল্প নির্দেশকের ‘এজিং’ করে কেমন একটা সবজে হলুদ করে তুলছে তাঁর সহযোগীদের সাহায্যে। এক ঝাঁক হাঁস দৌড়ে নেমে যাবে পুকুরে, পিছনে পিছনে নায়িকা পারমিতা ওই হাঁসের দলকে তাড়া দিতে দিতে প্রায় পুকুরে পড়ে যায় আরকি। আমাদের প্রধান সহকারি সুজিত যে এই ছবিতে কংসারীর ভূমিকায়, ছুটে এসে পারমিতা রূপী অনন্যা চট্টোপাধ্যায়কে আটকাবে। শটটা নিতে অবস্থা নাজেহাল। জিমি জিব (একপ্রকার ক্রেন) লাগিয়ে সকলে প্রস্তুত সেই সকাল থেকেই, এই দৃশ্যটা টেক করেই ইউনিটকে চলে যেতে হবে, প্রায় ঘণ্টা খানেকের পথ পেরিয়ে অবিনাশপুরে। কাজেই তাড়া একটু ছিলই। তার ওপর পুরো ইউনিট গলদঘর্ম হাঁসেদের পিছনে ছুটে ছুটে। হাঁস প্যাঁক প্যাঁক করে পুকুরের দিকে এগিয়ে যায়, তো জিমি জিব ঠিক সময় ওঠে না, অথবা অনন্যা হাঁসেদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়তে পারে না, কখনও জমিতে কাঁকড় থাকায় সুজিত অনন্যাকে ধরতে গিয়ে পিছলে পড়ে, হাজারও সমস্যা। আমারও জেদ এক শটেই টেক করতে হবে, শট ভাঙলে চলবে না। যা হোক পুরোপুরি মনমতো না হলেও কোনওমতে শটটা ওকে হল। এবারে পুকুরের দিক থেকে, অর্থাৎ উল্টো অ্যাঙ্গেল থেকে দৃশ্যের শেষ অংশটা নিতে হবে। তার জন্য কিছুটা সময় দরকার, কারণ জিমি জিবটা উল্টো দিকে সেট করতে হবে। জলের মধ্যে। মিনিট পনেরো কাটার পর যখন গল্পের অন্যতম নায়ক সোনাদা, মানে আমাদের আবীর চট্টোপাধ্যায় সেজেগুজে এসে উপস্থিত, তখন আগের থেকেও দ্বিগুণ কঠিন এক সমস্যা এসে উপস্থিত। এক বয়স্ক মহিলা এবং এক মাঝ বয়সী গ্রামের বাসিন্দা, যথাক্রমে স্নান করতে এবং কাপড় কাঁচতে ব্যস্ত। আমাদের ইউনিটের দৌরাত্মে এতক্ষণে অত্যন্ত বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ তাঁরা, শ্যুটিং-এর বাধ সেধে বসলেন। তাঁরা যতক্ষণ স্নান করবেন বা কাপড় কাচবেন আমাদের কোনও রকম শুটিং করা চলবে না। এটা প্রায় জেদের পর্যায়ে চলে যায়। গ্রামের অন্যান্যদের দিয়ে শত অনুনয়-বিনয় করানোর পরেও কোনও ফল হল না। পুরো ইউনিট নিয়ে বসে থাকতে হল পাক্কা এক ঘণ্টা। বৃদ্ধা বার বার স্নান করলেন, মহিলা প্রায় একশ আটত্রিশবার একই কাপড় ধুলেন, তারপর ক্ষান্ত দিলেন। বিষয়টা ‘ইগো’র পর্যায়ে চলে গিয়েছিল আরকি। শেষ-মেশ জয় হল আমাদের ধৈর্যের।

সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপ ঋতুপর্ণের বাড়িতে, ক্রমে বন্ধুত্ব। সেই সূত্রেই ওঁর উপন্যাস ‘অবুঝ মেয়ে’-র চিত্ররূপের সত্ব নেওয়া। মনে হয়েছিল দুই প্রজন্মের দুই প্রেমকে সিনেম্যাটিক সূত্রে সুন্দরভাবে বেঁধে দেওয়া গেলে, দর্শকদের ভাল লাগবে। মনে পড়ে গিয়েছিল টর্নাটর-এর ‘ম্যালেনা’, ওস্কার পাওয়া এই ছবিটা একসময়ে মনে খুব দাগ কেটে ছিল। অনিন্দ্য (বোস/শহর)-এর সঙ্গে বসে দু তিন দিনে, চিত্রনাট্যের খসড়াটা তৈরি করেছিলাম। পরে সেই খসড়ার ওপর অনিন্দ্য লিখেছিল সংলাপ-দৃশ্য। অনেকগুলো লোকেশন এই ছবিতে। বোলপুর, অবিনাশপুর থেকে উত্তর কলকাতার দরজি পাড়া এলাকা। আবার বাইপাসের ধারে কালিকাপুরের একটি বাড়ি। এছাড়া তো কলকাতার চটজলদি লোকেশন গুলো আছেই।

চরিত্রের সংখ্যাও নেহাত কম নয় আবীর-অনন্যার বিশ বছর আগের প্রেম (অবশ্যই পর্দায়) থেকে ঋষি (অর্জুন চক্রবর্তী, সব্যসাচী চক্রবর্তীর ছোট ছেলে।) ত্রিধার বর্তমান ইক্যুয়েশনের সঙ্গে চলছে চিত্র পরিচালক

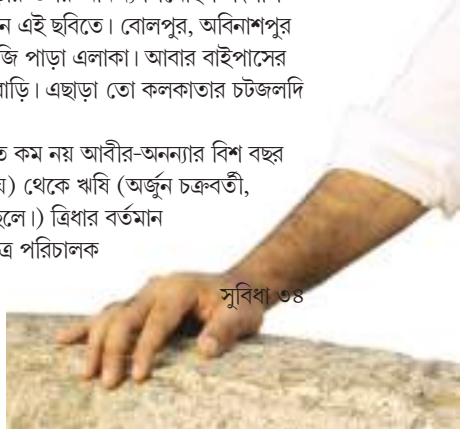

রানা মজুমদার (নীল মুখার্জি)-এর সঙ্গে প্রযোজক রাহুল বোস-এর (পরিচালক কৌশিক গাঙ্গুলি)-অদ্ভুত সমীকরণ। প্রত্যেকটি চরিত্রের আলাদা আলাদা খোঁজই এই কাহিনির প্রতিপাদ্য। আর সে বিষয়ে যাবতীয় ক্রেডিট পাবেন কাহিনিকার সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়। উপন্যাসের ওপর চিত্রনাট্য লেখার সুবিধে বুঝি সেটাই। কাহিনিকারের মজবুত প্লট চিত্র নাট্যকারের অর্ধেক পরিশ্রম কম করে দেয়। প্রথমবার শান্তিনিকেতনে লোকেশন খুঁজতে এসেই একটা বাড়ি দেখে খুব ভাল লেগেছিল। আহেলি (ত্রিধা চৌধুরি)-র দাদুর বাড়ির এক্সটিরিয়ার হিসেবে খুব মানানসই। দুটো গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্য ত্রিধা আর ঋষির মধ্যে এই লোকেশনেই করতে হবে। অভিনয়ের দিক দিয়ে ত্রিধা বা ঋষির অভিজ্ঞতার তুলনায় অংশ দুটি সত্যিই কঠিন। পার্মিশন তক্ষুনি পাওয়া গেল না। কারণ বাড়ির মালকিন তখন অনুপস্থিত। একজন ভরসা দিলেন এই লোকেশনটা পাওয়া যাবে, কোনও অসুবিধে হবে না।

শুটিং-এর দিন যথারীতি আমরা দলবল নিয়ে উপস্থিত। পারমিশনও পাওয়া গেছে। কোনও অসুবিধে নেই। বিকেল বিকেল পৌঁছে, লাইটিং শুরু হল, কারণ দৃশ্যটা রাতের। যখন প্রায় প্রস্তুত তখনই ঘটল ঘটনাটা। দশটা প্রমাণ সাইজের ড্যালমেশিয়ান কুকুর তখন দোতলার ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে সান্ধ্যভ্রমণে। তাদের তারস্বরে চিৎকার আমাদের পিলে চমকে দিল। তারাও বেজায় খাপ্পা তাদের বাড়িতে ফিল্ম ইউনিটের অনধিকার প্রবেশের জন্য। চারিদিকে লাইট, মানুষজন। বাড়িওয়ালিকে অনুরোধ করে তাদের তো ঘরের মধ্যে ঢোকান হল। কিন্তু তাদের সমস্বরে চিৎকার থামাবে কে? দরজা জানলা বন্ধ করেও দশ সারমেয়র কণ্ঠস্বরকে দূর করা সম্ভব হল না। এদিকে কঠিন ইমোশনাল দৃশ্যে অভিনয় করতে গিয়ে মনোযোগ হারাচ্ছে আমার অভিনেতারা। সে এক লড়াই। যা হোক ঋষি আর ত্রিধা সে বেলা বেশ দক্ষতার সঙ্গেই সেই লড়াইয়ে উত্তীর্ণ হয়েছিল বলেই আমার মনে হয়েছে। তবে আমি কতদূর ঠিক তার উত্তর ছবি মুক্তি পেলে দর্শকই দিতে পারবেন। কিন্তু পর্দার নেপথ্যে যে নাটক লুকিয়ে থাকে তার নাটকীয়তা কখনও কখনও পর্দাকেও ছাড়িয়ে যায় তা হলপ করে বলতে পারি।

মনে হয়েছিল সুকান্তর দেওয়া নামটা, মানে 'অবুঝ মেয়ে', সিনেমার নাম হিসেবে ব্যবহার করলে গল্পটা আগে থেকেই বলে দেওয়া হবে। তাই রবীন্দ্রনাথের গান থেকে লাইন নিয়ে কেবল প্রেম শব্দটার বদলে 'লাভ' বসিয়ে একটু মজা করলে কেমন হয়! সেটা কোনও ভাবেই রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে মস্করা করার ধৃষ্টতা নয়, বরং বলা যেতে পারে এটা কবিবরের জন্য আমাদের একটা সামান্য ট্রিবিউট।

উত্তর কলকাতায় প্রথম কিডনির অসুখে উন্নত প্রযুক্তিগত

লেজার সার্জারি

LASER SURGERY
HOLMIUM

@Eskag SANJEEVANI Bagbazar

	TURP	LASER
1 Invasiveness	Minimum	Minimum
2 Post operative Pain	Minimum Pain	Painless
3 Energy used	Electric	Laser beam
4 Hospital Stay	More	Less
5 Resume normal Activities	Late	Early
6 Blood Loss	Yes	Negligible
7 Sexual side effect	Present	Nil
8 Anticoagulant taking Pt	Need to stop	No need to stop
9 Normal saline resection	Not possible	Possible

২৪x৭ দিন একই ছাদের তলায় পাবেন
সবরকম আধুনিক চিকিৎসা ও অসুখ অনুসন্ধান পদ্ধতি

সিটি স্ক্যান

মাল্টি স্লাইস

+ এমারজেন্সি
+ ক্রিটিকাল কেয়ার ইউনিট
+ ডায়ালিসিস
+ কম্পিউটার চালিত প্যাথলজিকাল অনুসন্ধান পদ্ধতি
+ আধুনিক অসুখ নির্ণয় প্রযুক্তি

- খরচ আয়ত্ত্বের মধ্যে
- হাসপাতালের রোগী বা অনুন্নত শ্রেণীর রোগীদের জন্য পি পি পি রেট চালু
- গত কয়েক বছর সরকারি ও সরকারি আন্ডারটেকিং সংস্থার সঙ্গে যৌথভাবে চিকিৎসাক্ষেত্রে জড়িত

Renew life afresh

Eskag SANJEEVANI MULTISPECIALITY HOSPITAL

ESKAG SANJEEVANI PVT. LTD.

For any kind of Information/Assistance
Please Feel Free To Contact Ph: 4025 1800,2554 1818(20 Lines)
Website: www.eskagsanjeevani.com /E-mail: info@eskagsanjeevani.com

আমার সন্তান যেন পায় সুষম খাদ্য

মা হিসেবে শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ ঠিকমতো হচ্ছে কি না, বয়সের অনুপাতে ওজন, উচ্চতা সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না— এ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার মধ্যে বাড়াবাড়ি কিছু নেই। কিন্তু কীভাবে বুঝবেন আপনার শিশু স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে উঠছে? অন্য শিশুদের তুলনায় রোগা হলেও শিশু অসুস্থ নয়, হেলথ ড্রিংক্স দেওয়ার সত্যিই কোনও প্রয়োজন আছে কি না —এ সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন বিশিষ্ট শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ পার্থ মুখোপাধ্যায়

প্রশ্ন : একই বয়সের দুটো শিশুর ওজন ও উচ্চতা ভিন্ন রকমের হওয়ার কারণ কী?

উত্তর : শিশুর ওভারঅল গ্রোথ অর্থাৎ উচ্চতা, ওজন ইত্যাদি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কয়েকটা বিষয়ের ভূমিকা আছে। যেমন জেনেটিক্স বা বংশগত ধারা, অর্থাৎ বাবা-মার উচ্চতা, ওজন কতটা, শিশু পুষ্টিকর খাবার পাচ্ছে কি না, সে কোনওরকম অসুস্থতার শিকার কিনা ইত্যাদি বিষয়ের ওপর। সমবয়সী দুটো শিশুর ওজন, উচ্চতা ভিন্ন হতেই পরে, এতে ভয়ের কিছু নেই।

প্রশ্ন : শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ শুরু হয় কখন?

উত্তর : শিশুর বিকাশের পর্যায়কে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন ফিটাল স্টেজ অর্থাৎ সে যখন মাতৃগর্ভে থাকে, ইনফ্যান্টাইল স্টেজ, চাইল্ডহুড ও পিউবার্টি স্টেজ।

ফিটাল স্টেজ অর্থাৎ মাতৃগর্ভে যখন এক কোষ থেকে আস্তে আস্তে শিশু বড় হতে থাকে তখন শিশুর সার্বিক বিকাশের প্রায় ৩০% হারে হয়ে যায়। এই সময়ে বিকাশের ক্ষেত্রে অন্তরায় হতে পারে যদি মায়ের আগে থেকে কোনও সমস্যা থাকে । বিশেষ করে থাইরয়েডের অসুখ, হাইপার টেনশন বা উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস ইত্যাদি থাকলে বাচ্চা জন্মায় খুব ছোট বা অস্বাভাবিক বড়, সার্বিক গ্রোথও সমবয়সী অন্য শিশুদের তুলনায় কম হতে পারে। এছাড়াও যদি প্রেগন্যান্সির সময় মার কোনও অসুখ করে, ভাইরাল কিংবা প্রোটোজোয়াল ইনফেকশন হয় এবং সেই ইনফেকশন মায়ের থেকে শিশুর মধ্যে সংক্রমিত হয় তাহলে বাচ্চার গ্রোথ কম হয়। সঙ্গে আরও নানা সমস্যা শিশুর জন্মগতভাবে হতে পারে।

এছাড়াও সন্তান গর্ভে থাকার সময় মায়ের পুষ্টিকর খাবার খাওয়ারও একটা ভূমিকা থাকে। প্রেগন্যান্সির সময় আয়রন, ক্যালসিয়াম, ভিটামিন সাপ্লিমেন্ট ঠিকমতো পেলে বাচ্চার গ্রোথ ঠিকমতো হয়। অনেক সময় মায়ের এত বমি হয় যে শরীরে পুষ্টির ঘাটতি হয়, ঠিকমতো বিশ্রাম নিতে পারে না কিংবা পুষ্টিকর খাবার দাবারও সেভাবে খায় না, তখন শিশুর গ্রোথ কমে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

পরবর্তী স্টেজ হল ইনফ্যান্টাইল স্টেজ। শিশুর জন্মের থেকে ১৮ মাস বয়স পর্যন্ত সময়ের বিকাশ এই পর্যায়ে পড়ে। এই সময়ের বিকাশ নির্ভর করে মূলত শিশুর খাদ্যে পুষ্টির পরিমাণের ওপর। ঠিকমতো খাওয়া দাওয়া করলে, শরীরে কোনও বড় অসুখ না থাকলে, শিশু হাসি খুশি থাকলে বৃদ্ধি স্বাভাবিকভাবেই হয়। এই বয়সে শিশুর বৃদ্ধি ফিটাল স্টেজের অর্ধেক অর্থাৎ ১৫% হারে হয়।

শিশুর সবচেয়ে বেশি বিকাশ ঘটে চাইল্ডহুড অর্থাৎ ১৮ মাসের পর থেকে ১২ বছর বয়স অবধি। এই সময় টোটাল গ্রোথ-এর ৪০ শতাংশ হয়।

শিশুর কোনও ক্রনিক অসুস্থতা, মানসিক সমস্যা কিংবা থাইরয়েড-এর অসুখ থাকলে সমস্যা হতে পারে। শিশুর ১২ বছরের পর থেকে শুরু হয় পিউবার্টি বা বয়ঃসন্ধিকাল। বাকি ১৫ শতাংশ গ্রোথ এ সময়েই সম্পূর্ণ হয়। এই পর্যায়ে অনেক সময় হঠাৎ করে লম্বা হয়ে যায়। বিভিন্ন হরমোন বিশেষ করে সেক্স হরমোন এবং গ্রোথ হরমোনের জন্যই উচ্চতা, ওজন বেড়ে যায়।

প্রশ্ন : শিশুর বৃদ্ধি স্বাভাবিক হচ্ছে কিনা বোঝার উপায় কী?

উত্তর : জন্মের পর থেকে শিশুর ভ্যাকসিনেশন কিংবা ছোটখাটো অসুখে ডাক্তারবাবুর কাছে গেলে তিনি দেখে শুনে জানিয়ে দেন শিশুর বিকাশ স্বাভাবিক কি না। তবে এ নিয়ে প্যানিক করা উচিত নয়।

প্রশ্ন : শিশুর খাবারে কোন কোন উপাদান থাকা জরুরি, যাতে বৃদ্ধি স্বাভাবিক হয়?

উত্তর : শিশুর গ্রোথ এবং ডেভেলপমেন্ট অর্থাৎ শরীরের বিকাশ এবং মানসিক বৃদ্ধি সমান হারে হওয়ার জন্য খাবারে

কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন এবং ফ্যাট এই তিন উপাদান খুব জরুরি। কার্বোহাইড্রেট এনার্জি জোগায়। প্রোটিন বডি মাস তৈরিতে সাহায্য করে, ফ্যাট রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য দরকার। তাই শিশুকে এমন খাবার খাওয়ানো উচিত যাতে সব কটা উপাদান সে পায়। শুধু দুধ, ভাত, বা মাছ-ভাত নয়, তাকে ভাত, ডাল, সবজি, মাছ, মাংস, দুধ, ফল সবই দিতে হবে।

প্রশ্ন : কিন্তু বাচ্চা যে খেতেই চায় না।

উত্তর : অনেক মায়ের কাছেই এই অভিযোগ শোনা যায় যে বাচ্চা খায় না। আসলে এখন বেশির ভাগ মা-ই শিশুর জন্য খাবারের চার্ট বানিয়ে নেন। সেই চার্ট ফলো করে ঘড়ি ধরে খাবার খাওয়ান। কোনও একটা সময় শিশু খেতে না চাইলেই ধরে নেন যে সে খাচ্ছে কম। শিশুকে বেশিরভাগ সময় খিদে পাওয়ার অবসরটুকুও দেওয়া হয় না। রেগুলার চেক আপে যদি দেখা যায়, গ্রোথ, হাইট ঠিক আছে, শিশু প্রাণোচ্ছলভাবে খেলাধুলো করছে, তাহলে খাওয়া নিয়ে চিন্তা করার কোনও যুক্তি নেই। সমবয়সী অন্য বাচ্চাদের মোটাসোটা দেখে তার মতো স্বাস্থ্য গড়ার লক্ষ্যে পৌঁছনোর কোনও মানে নেই।

প্রশ্ন : হেলথ ড্রিংক কি নিয়মিত দেওয়া দরকার?

উত্তর : শিশু যদি তার স্বাভাবিক খাবার থেকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি পেয়ে যায় তাহলে হেলথ ড্রিংক দেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। হেলথ ড্রিংক্স-এ যা যা উপাদান থাকে সে সবই রোজকার খাবারে পাওয়া যায়। বাবা, মা ভাবেন এই পানীয় ছাড়া শিশু ঠিকভাবে বেড়ে উঠবে না। তাঁরা অনেক সময় একটা ছেড়ে আরও ভাল কিছুর খোঁজ করেন। এটা প্রথমে মাথায় রাখতে হবে, বাবা-মা খুব রোগা, কিংবা বেঁটে হলে শিশু খুব মোটা বা লম্বা হবে এটা ধরে নেওয়া অর্থহীন। তাছাড়া হেলথ ড্রিংক-এর মূলত দরকার হয় শিশু যখন অসুস্থতার কারণে স্বাভাবিক খাবার খেতে অক্ষম তখন। টনসিলাইটিস-এর জন্য সলিড খাবার খেতে পারছে না তখন লিক্যুইড ফর্মেশন-এ দিলে তার পুষ্টিটা বজায় থাকবে। এই জন্যই হেলথ ড্রিংক। বলতে দ্বিধা নেই অনেক ক্ষেত্রে এটা যেন খানিকটা জাহির করার পর্যায় চলে গিয়েছে, আমার বাচ্চাকে কত ভাল ড্রিংক দিই সেটা প্রচার করার মধ্যে বাবা-মার আত্মতুষ্টি ঘটছে।

প্রশ্ন : ভিটামিন সাপ্লিমেন্ট দেওয়ার দরকার আছে কি?

উত্তর : অনেক মা-বাবা ডাক্তারবাবুর চেম্বারে গিয়ে ভিটামিন ট্যাবলেট বা সাপ্লিমেন্ট শিশুকে দেওয়ার জন্য আবদার জানান। যদিও শিশুর গ্রোথ এ ভিটামিনের তেমন কোনও ভূমিকা নেই। ভিটামিন, মিনারেল এসব প্রয়োজন হয় শরীরের ভেতরের রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলো ঠিক মতো সংঘটিত করার জন্য। সাধারণ খাবারেই তা পাওয়া যায়।

প্রশ্ন : শিশুর গ্রোথ একদম ঠিকঠাক বোঝার উপায় কী?

উত্তর : যদি দেখা যায়, শিশু বয়স অনুযায়ী ঠিকমতো খাচ্ছে, খেলাধুলো করছে, হাসি-খুশি থাকছে, যে বয়সে যাতে অংশগ্রহণ করার কথা তা করছে, তাহলেই বুঝতে হবে শিশুর গ্রোথ-এ কোনও সমস্যা নেই।

গ্রোথ চার্টে একটা রেঞ্জ দেওয়া থাকে যে কত থেকে কত পর্যন্ত স্বাভাবিক। ডাক্তারবাবুর চেম্বারে অনেক সময় তা ঝোলানোও থাকে। কিছু ক্ষেত্রে বাবা-মা যদি দেখেন সর্বোচ্চ হারের কম আছে তখনই তাঁরা ধরে নেন তাঁদের শিশুর বিকাশ ঠিকমতো ঘটছে না। এই চিন্তা অমূলক। প্রথমত, চিন্তার কিছু থাকলে তা ডাক্তারবাবুই বলে দেবেন। আর সবাইকে যে সর্বোচ্চ পয়েন্ট পর্যন্ত পৌঁছতে হবে তার কোনও মানে নেই। রেঞ্জের মধ্যে থাকলেই নিশ্চিন্ত থাকুন।

কখনও রোদের দাবদাহ, তো কখনও আবার স্যাঁতসেতে আবহাওয়া। রোদে পুড়ে অফিসে পৌঁছেই বাতানুকূল যন্ত্রের কড়া ঠাণ্ডা, কয়েক মুহূর্তের তফাতে আবহাওয়ার এই পরিবর্তনে ত্বকের হাল একেবারে নাজেহাল। নিম্নচাপের দাপটে নাছোড় বর্ষা পেরোতে না পেরোতেই বাতাসের হিমেল হাওয়া জানান দিল শীত কিন্তু দোরগোড়ায় হাজির। রোজকার ব্যস্ততায় বছরের অন্যান্য সময় হয়তো টুকিটাকি রূপচর্চার কাজ চলে যায়। কিন্তু শীতে, আপনার ত্বক, চুল নিদেনপক্ষে হাত পা এবং ঠোঁটের চাই খানিক বাড়তি যত্ন। শীতের যত্নে বাজারের প্রোডাক্ট ছাড়াও রোজকারের ব্যবহারের জিনিস দিয়ে বানিয়ে নিতে পারেন কিছু ঘরোয়া প্যাক। শীতের রুক্ষ আবহাওয়ায় আপনার ত্বক এবং চুলের যত্নে কী করবেন এবং কী করবেন না তার টিপস জোগাড় করে, লিখেছেন সুবিধার প্রতিবেদক।

শীতের রূপটান

গ্রীষ্ম বর্ষার মতোই শীতকালেও ক্লেনজিং, টোনিং এবং ময়শ্চারাইজিং ক্রিম নির্বাচনে বিশেষ সতর্ক হতে হবে। প্রতিদিন নিয়ম করে সানস্ক্রিন লোশন ব্যবহার করতে হবে। ত্বকের ধরন অয়েলি হোক বা ড্রাই, সবসময়ই ওয়াটার বেসড সানস্ক্রিন লোশন ব্যবহার করবেন। সকালে অফিস যাওয়ার সময়ই হোক বা রান্নাঘরে আগুনের সামনে কাজ করার সময়, ত্বকের সুরক্ষায় সানস্ক্রিন অপরিহার্য। অনেকেরই ধারনা থাকে, গ্রীষ্মকালে রোদের দাবদাহ বেশি, তাই এই সময়ই সানস্ক্রিন দরকার। শীতের নরম রোদে ত্বকের তেমনভাবে ক্ষতি হয় না। কিন্তু শীতের রোদে আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মির প্রভাব স্বভাবতই বেশি থাকে। তাই এই সময় বিশেষ করে সানস্ক্রিন লোশন ব্যবহার করা দরকার। দিনের মধ্যে অনেকক্ষণ সময় রোদে কাটাতে হলে ব্যাগে সানস্ক্রিন লোশন রেখে দেবেন।

ড্রাইস্কিন

ড্রাইস্কিনের যত্নে বিশেষ প্যাক : আধ চামচ অ্যাভোকাডোর সঙ্গে ২ চামচ মধু মিশিয়ে মুখে ও হাতে লাগিয়ে রাখুন। কিছুক্ষণ পরে ধুয়ে নিন।

- ডেডস্কিন থেকে মুক্তি পেতে চিনির সঙ্গে সামান্য মধু এবং অলিভ অয়েল মিশিয়ে নিন। এই মিশ্রণ হালকা হাতে ত্বকে ঘষে ঘষে লাগান। ঠাণ্ডা জলে ধুয়ে ফেলুন।
- মিল্ক পাউডার ঈষদুষ্ণ জলের সঙ্গে মিশিয়ে একটি পেস্ট বানান। এই পেস্ট মুখে হাতে লাগিয়ে রেখে অল্প উষ্ণ জলে ধুয়ে ফেলুন। ত্বকের ঔজ্জ্বল্য বাড়বে। এই প্যাক ক্লেনজার হিসাবেও ব্যবহার করতে পারেন।
- প্রতিদিনের ব্যবহারের ময়শ্চারাইজারের সঙ্গে সামান্য গোলাপ জল মিশিয়ে রাখুন। এই মিশ্রণ ব্যবহার করলে ত্বকের আর্দ্রতা বজায় রাখতে বিশেষ সুবিধা হবে। গোলাপজলের সুগন্ধ বাড়তি পাওয়া।

চুলের যত্নে

- শীতকালের আবহাওয়ায় চুল স্বাভাবিক আর্দ্রতা হারায় এবং রুক্ষ হয়ে পড়ে। চুলের রুক্ষতা দূর করতে একদিন বাদ দিয়ে চুলে নারকোল তেল লাগান। দরকারে হট অয়েল ট্রিটমেন্টও নিতে পারেন।
- শীতের আবহাওয়ায় খুব বেশি মাত্রায় শ্যাম্পু ব্যবহার না করাই ভাল। অল্প মাত্রায় শ্যাম্পু একদিন বাদে একদিন ব্যবহার করতে পারেন। খুব বেশি মাত্রায় শ্যাম্পু ব্যবহার করলে স্কাল্প এবং চুল শুকনো হয়ে যেতে পারে।
- শ্যাম্পুর পর উপযুক্ত কন্ডিশনার লাগাতে যেন ভুল না হয়।
- হেয়ার ড্রায়ার বেশি ব্যবহার না করলেই ভাল। এমনিতেই শীতকালে চুলের আর্দ্রতা কম থাকে। হেয়ার ড্রায়ার চুলের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা বাড়িয়ে তোলে।
- চুলকে রুক্ষ হওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে বাইরে বেরনোর সময় টুপি বা স্কার্ফ ব্যবহার করুন। লক্ষ্য রাখবেন আপনার চুলের সম্পূর্ণ অংশ যেন টুপিতে ঢাকা থাকে।

শীতকালে ত্বক ও চুলের স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে

- প্রচুর জল খান।
- শীতকালীন শাকসবজি এবং ফল নিয়মিত খান। বেশিমাত্রায় ক্যালরি আছে এমন খাবার এড়িয়ে চলুন।
- শীতকালে অনুষ্ঠান বাড়ি বা পার্টির আমন্ত্রণ সাধারণভাবেই বেশি থাকে। তাই রাতে খুব বেশি খাওয়া দাওয়া করবেন না। অথবা রাতে কোথাও খাওয়ার আমন্ত্রণ থাকলে চেষ্টা করুন দিনের বেলা হালকা খাওয়া দাওয়া করতে।
- প্রতিদিন ফেসওয়াশ দিয়ে মুখ ও হাত পরিষ্কার করার পাশাপাশি ক্লেনজিং, টোনিং এবং শীতের জন্য বিশেষ ময়শ্চরাইজার ব্যবহার করুন।
- শীতকালীন ফল রোজ একটু অবশ্যই খাওয়ার চেষ্টা করুন। পাকা পেঁপে বা পিচ ফল ত্বকে লাগাতে পারেন।

● চুলের ডগা ফেটে যাওয়া শীতকালে একটা বড় সমস্যা। চুলের ডগা ফেটে গেলে সেই অংশটুকু কেটে ফেলুন। এতে চুলের বৃদ্ধি ভাল হবে।

শর্মিলা সিং ফ্লোরার উপদেশ

শীতকালে ত্বকের ক্লেনজিং, টোনিং, ময়শ্চারাইজিং কিন্তু মাস্ট। তাই রূপটান হিসেবে বাজার চলতি কোনও নামী ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট বেছে নিতে পারেন আবার বাড়িতেও বানাতে পারেন টোনার, বডি লোশন বা ফেস প্যাক। শীতকালে ঘুম ভাঙ্গলেই সারা গায়ে ভাল কোনও বডি অয়েল দিয়ে ম্যাসাজ করুন। তারপর স্ক্রাবিং করে নিন। ত্বক অয়েলি হলে মুসুর ডাল বাটা, চাল বাটা, গোলাপ জলের সঙ্গে মিশিয়ে প্যাক বানিয়ে নিন। এই প্যাক সারা গায়ে, হাতে ও মুখে লাগিয়ে নিন। ভাল করে ম্যাসাজ করে জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। ত্বক ড্রাই প্রকৃতির হলে মুসুর ডাল বাটা, চাল বাটার সঙ্গে দুধের সর মিশিয়ে নিতে পারেন। মিশ্রণটি সারা শরীরে আলতো হাতে ঘষে ঘষে লাগান। জল দিয়ে ধুয়ে নিন।

স্ক্রাবিংয়ের পরে ব্যবহার করুন টোনার। বাড়িতে একটা টোনার বানিয়ে নিতে পারেন। এক লিটার জলে ৫০০ গ্রাম গোলাপ পাঁপড়ি দিয়ে ফুটিয়ে নিন। জল অর্ধেক হয়ে গেলে নামিয়ে ছেঁকে ঠাণ্ডা করুন। এই জল ফটকিরি দিয়ে ফ্রিজে রেখে দিন। টোনার হিসাবে ব্যবহার করলে বিশেষ উপকার পাবেন।

টোনিংয়ের পর বিশেষ বডি ময়শ্চারাইজার ব্যবহার করতে পারেন। বাজার চলতি শীতের উপযোগী যে কোনও ময়শ্চারাইজিং ক্রিম ব্যবহার করতে পারেন। এছাড়াও বাড়িতে বানিয়ে নিতে পারেন বডি ময়শ্চারাইজার।

বডি ময়শ্চারাইজারের জন্য গ্লিসারিন এবং গোলাপ জল মিশিয়ে ব্যবহার করুন। বডি অয়েল ব্যবহার করতে হলে নারকোল তেল বা অলিভ অয়েলের সঙ্গে মেথি মিশিয়ে লাগানো যেতে পারে।

ত্বকের যত্নে শীতকালে বাড়িতে বিশেষ ফেস প্যাক বানাতে পারেন। ত্বক অয়েলি হলে ফেসপ্যাকে ব্যবহার করুন মুলতানি মাটি, শসার রস এবং গাজরের রস। ত্বক ড্রাই প্রকৃতির হলে মুলতানি মাটির সঙ্গে আপেল কোরা এবং দুধের সর মিশিয়ে ফেস প্যাক বানাতে পারেন।

চুলের যত্ন

শীতকালের শুকনো আবহাওয়ায় চুলের দরকার বাড়তি যত্ন। এই সময় চুল রুক্ষ হয়ে যাওয়া, শুষ্ক হয়ে যাওয়ার পাশাপাশি খুসকির সমস্যা দেখা যায়। শীতকালের রোদে ত্বকের সঙ্গে চুলও ট্যান হয়। তাই রাস্তায় বেরনোর আগে চুলে ভাল কোনও ব্র্যান্ডের সিরাম লাগিয়ে বেরনো উচিত। ভাল কোনও হেয়ার লোশন বা হেয়ার টনিক ব্যবহার করা প্রয়োজন এই সময়। এছাড়াও চুলের পুষ্টির জন্য সপ্তাহে তিনদিন বিশেষ হেয়ার প্যাক ব্যবহার করা যেতে পারে।

হেয়ার প্যাক : ঘরে পাতা দইয়ের মধ্যে একটা ডিম দিয়ে ভাল করে ফেটিয়ে নিন। এই প্যাক চানের আগে লাগিয়ে ৩০ মিনিট পর শ্যাম্পু করুন। খুসকির সমস্যা থাকলে আদার রস, লেবুর রস এবং ভিনিগার একসঙ্গে মিশিয়ে স্নানের ঘণ্টা খানেক আগে লাগিয়ে রাখতে হবে। তারপর মাইল্ড শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে নিলেই হল।

চুল শুষ্ক হয়ে গেলে সপ্তাহে তিনদিন নারকোল তেলের সঙ্গে গ্লিসারিন মিশিয়ে চুলে লাগান। স্নানের ঘণ্টাখানেক আগে তিনদিন চুলে মাখলে চুলের শুষ্কভাব থাকবে না। হালকা ভেষজ শ্যাম্পু ব্যবহার করবেন।

শীতকালে চুলের যত্নে বাড়ির পরিচর্যার পাশাপাশি নিয়ম করে বিউটি পার্লার যাওয়ার দরকার। চুলের ধরন অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের ট্রিটমেন্ট নামী পার্লারগুলোতে এক্সপার্টরা করেন যা বাড়িতে পাওয়া সম্ভব নয়।

হাত ও পায়ের যত্ন

শীতকালে পায়ের চামড়া শুষ্ক হয়ে যাওয়া এবং গোড়ালি ফেটে যাওয়া একটা বড় সমস্যা। সেইজন্য সময় থাকতে হাত ও পায়ের পরিচর্যা করতে হবে। পায়ের পরিচ্ছন্নতা এবং আর্দ্রতা যাতে বজায় থাকে সে বিষয়ে বিশেষ খেয়াল রাখবেন।

পায়ের পরিচ্ছন্নতায় প্রতিদিন বাড়ি ফিরে ঈষদুষ্ণ জলে সামান্য নুন দিয়ে পা ডুবিয়ে রাখুন। দরকারে গরমজলে অল্প মাইলড শ্যাম্পুও ব্যবহার করতে পারেন। এরপর নরম ব্রাশ দিয়ে পায়ের গোড়ালি এবং নখের পাশগুলো আস্তে আস্তে ঘষে পরিষ্কার করে নিন। পা শুকনো করে মুছে যেকোনও ভাল ফুটক্রিম ব্যবহার করতে পারেন। বাইরে বের হলে সবসময় পায়ে সুতির মোজা পরার চেষ্টা করুন।

ঠোঁটের যত্ন

ঠোঁট ফাটার হাত থেকে মুক্তি পেতে রোজ রাতে আমন্ড অয়েল ঠোঁটে লাগাতে পারেন। দরকারে ব্যাগে সব সময় আমন্ড অয়েলের শিশি রাখুন। ভাল কোনও কোম্পানির ভেসলিনও ব্যাগে রাখতে পারেন।

ভূত ভবিষ্যৎ

জানুয়ারি মাস অর্থাৎ পৌষ-মাঘ মাস কেমন যাবে তার আগাম কিছু আভাস দিচ্ছেন শ্রীভৃগু।

মেষ রাশি
ব্যবসা নতুনভাবে শুরু করলে মাসের শেষের দিকে শুভ ফল লাভ হবে। বিবাহে শুভ, সন্তান লাভের ক্ষেত্রে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করার প্রয়োজনিয়তা আছে। চিকিৎসকের পরামর্শ অত্যাবশ্যক। শুভ সংখ্যা : ৫; শুভ রঙ : সবুজ ; শুভ বার : বুধ ; শুভ খাবার : বিট, গাজর।

বৃষ রাশি
চঞ্চলতার কারণে শিক্ষার ফল খারাপ হতে পারে। বিয়ে ঠিক হয়েও ভেঙে যেতে পারে। দূর ভ্রমণে শুভ, তবে জল পথ এড়িয়ে যাওয়াই শ্রেয়। শুভ সংখ্যা : ৩ ; শুভ রঙ : নীল ; শুভ বার : বৃহস্পতি ; শুভ খাবার : বেগুন।

মিথুন রাশি
শিল্প ও চলচ্চিত্রে যুক্ত যাঁরা তাঁরা লাভবান হবেন। একাধিক স্থানে ভ্রমণের যোগ আছে। স্বাস্থ্যের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে, প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেবেন। অর্থ সঞ্চয় এবং ব্যয় দুইই হতে পারে। শুভ সংখ্যা : ৯ ; শুভ রঙ : লাল ; শুভ বার : মঙ্গল ; শুভ খাবার : কপি ও বরবটি।

তুলা রাশি
আগুন, জল, বিদুৎ-এর ক্ষেত্রে সাবধান। হঠাৎ আত্মীয় বিয়োগ হতে পারে। মানসিক চাপ বৃদ্ধি হবে। আইনি সমস্যায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। সাবধানে বুদ্ধি বিবেচনা করে এগোবেন। শুভ সংখ্যা : ৪ ; শুভ রঙ : সাদা ; শুভবার : শুক্র ; শুভ খাবার : খিচুড়ি, পাঁপড়।

বৃশ্চিক রাশি
নতুন ব্যবসা শুরু করলে আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পাবে। গুরুজন বিয়োগ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সন্তান লাভের শুভ সময়। প্রেমে বাঁধা পড়তে পারে। শুভ সংখ্যা : ৬ ; শুভ রঙ : বেগুনি ; শুভ বার : রবি ; শুভ খাবার : পালং শাক।

ধনু রাশি
শেয়ার মার্কেটে অর্থলগ্নী করলে ভাল হতে পারে। উচ্চ শিক্ষা এবং কর্ম জীবনের জন্য বিদেশ যাত্রার সম্ভাবনা আছে। মানসিক চাপের মধ্যে থাকবেন। শুভ সংখ্যা : ৮ ; শুভ রঙ : লাল ; শুভ বার : বুধ ; শুভ খাবার : চিংড়ি মাছ।

কর্কট রাশি
চলা ফেরার ক্ষেত্রে সাবধান, গাড়ির সঙ্গে অ্যাকসিডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে। চোখ কান খোলা রাখবেন। মনের চাপ কমানোর চেষ্টা করবেন। ব্যবসায়ে ফাটকায় অর্থ লাভ হবে। বিয়ের ক্ষেত্রে ছক বিচার করলে শুভ ফল লাভ । শুভ সংখ্যা : ৬ ; শুভ রঙ : আকাশি ; শুভ বার : সোম ; শুভ খাবার : সামুদ্রিক মাছ।

সিংহ রাশি
গৃহ নির্মাণের জন্য উপযুক্ত সময়। ভিতপূজো করে শুরু করে দিন কাজ। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বাইরে যাওয়ার সুযোগ আসবে, সুযোগের সদ্ব্যবহার বাঞ্ছনীয়। সন্তানদের জন্য একটু চিন্তা থাকবে। শুভ সংখ্যা : ১ ; শুভ রঙ : গোলাপি ; শুভ বার : রবি ; শুভ খাবার : মুগডাল।

কন্যা রাশি
এখন কোনও বাড়তি দায়িত্ব ও ঝুঁকি নেওয়া ঠিক নয়। কর্মক্ষেত্রে, বিয়ের ক্ষেত্রে যোগাযোগ বৃদ্ধি হবে। শিক্ষার ফল খারাপ হতে পারে। তবে মানসিক চাপ কমবে। শুভ সংখ্যা : ৭ ; শুভ রঙ : হলুদ ; শুভ বার : শনি ; শুভ খাবার : মুরগির মাংস।

মকর রাশি
আর্থিকভাবে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা করে বিয়ে হতে পারে। কৃষি প্রধান কর্মে উন্নতি হবে। তবে পরিশ্রম বৃদ্ধি হতে পারে। শুভ সংখ্যা : ৫ ; শুভ রঙ : হলুদ ; শুভ বার : বৃহস্পতি ; শুভ খাবার : মেথির শাক।

কুম্ভ রাশি
একাধিক কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি। আর্থিকভাবে শুভ হবে। মানসিক চাঞ্চল্য বৃদ্ধির যোগ আছে। দূর ভ্রমণের শুভ সময়। শুভ সংখ্যা : ৭ ; শুভ রঙ : নীল ; শুভ বার : মঙ্গল ; শুভ খাবার : সবজি।

মীন রাশি
ব্যবসায়ে উন্নতি লাভের সম্ভাবনা। স্বাধীন কর্মে উন্নতি। বিয়ের ক্ষেত্রেও শুভ সময়। শিক্ষায় উন্নতি লাভ ঘটতে পারে। খাবারের মধ্যে দিয়ে বিষক্রিয়া হতে পারে। তাই সাবধানতা অবলম্বন প্রয়োজন। শুভ সংখ্যা : ২ ; শুভ রঙ : সাদা ; শুভ বার : শুক্র ; শুভ খাবার : ছোলার ডাল।

চিন্তা নয়। চাই সুখ।

Suvida® 72

আফশোস থেকে আনন্দ

এমারজেন্সি জন্মনিয়ন্ত্রণ পিল

REWEL

A Division of
Eskag Pharma

বিশদ জানতে হলে ফোন করুন ১৮০০ ১০২ ৭৪৪৭ (টোল ফ্রি) নম্বরে
অথবা মেল করুন eskagsuvida@gmail.com মেল আই ডি তে

RNI NO.: WBBEN/2011/39356

Suvida®

কারণ সিদ্ধান্তটা আপনার

বিশদ জানতে হলে ফোন করুন ১৮০০ ১০২ ৭৪৪৭ (টোল ফ্রি) নম্বরে
অথবা মেল করুন eskagsuvida@gmail.com মেল আই ডি তে

গর্ভনিরোধক বড়ি

স্বত্বাধিকারী সুনীল কুমার আগরওয়াল কর্তৃক পি ১৯২, লেকটাউন, তৃতীয় তল, ব্লক - বি কলকাতা ৭০০০৮৯ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক
সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড ১৩, ১৩/১ এ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট কলকাতা ৭০০০৭২ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক : সুদেষ্ণা রায়।